আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

কোরআন তেলাওয়াত করলেন পুতিন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : মুসলিম, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্যে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করে ভাষণ দিয়েছেন (বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ০৭ || সোমবার || কার্তিক ২৫ || ১৪২৭ || রবিউল আঃ ২৩ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 07 || November 9 || 2020 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

‘লাল-নীল রাজ্য নয়, দৃষ্টিতে শুধু ইনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা’

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো-বাইডেন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর প্রথম ভাষণে বিভেদ ভুলে ঐক্যের ডাক দিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, এখন যুক্তরাষ্ট্রকে সারিয়ে তোলার সময়। নির্বাচনের সময় নানা উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য, আচরণ ভুলে যাওয়ার তাগিদ দিলেন দেশটির ৪৬তম প্রেসিডেন্ট। কে কাকে ভোট দিয়েছেন, কে কার সমর্থক, সব ভুলে জাতি গঠনের তাগিদ ছিল তাঁর কণ্ঠে। যুক্তরাষ্ট্রের পরম যে মূল্যবোধগুলো, সেগুলোর পুনর্গঠন যে তাঁর প্রথম কাজ, সে কথাও আজ জানালেন বাইডেন। ডেলাওয়ার (বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

কেমন হবে বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন জো বাইডেন। নতুন সরকারের পররাষ্ট্রনীতি কী হবে তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, (বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

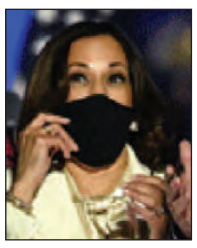
বাইডেনের জয়ে অভিবাসীদের স্বস্তি

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ- চার বছর ধরে ট্রাম্প প্রশাসনের নানা সিদ্ধান্ত ও হুম-কিধমকিতে তটস্থ থাকা অনেক অভিবাসীর জন্য পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেনের জয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ এনে দিয়েছে। ২০১৭ সালে দায়িত্ব নেয়ার পরই ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম কোপটি মারেন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী ও অভিবাসন প্রত্যাশীদের ওপর। তারপর থেকে চারটি বছর পড়াশোনা, কর্মসংস্থান ও আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে মানুষের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ কঠিন করে তোলেন তিনি। এমনকি আদালতও ট্রাম্প ও তার প্রশাসনকে অভিবাসনবিরোধী পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সিএনএন। অভিবাসন ইস্যুতে বাইডেনের অবস্থান ট্রাম্পের একেবারে বিপরীত মেরুতে। ফলে অভিবাসী ও কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের সমর্থনও (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

প্রথম যে কাজটি করলেন বাইডেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : অপেক্ষার অবসান। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বহু প্রতীক্ষিত ফল পাওয়া গেল। জয়ী হলেন ডেমোক্র্যাট নেতা জো বাইডেন। যুক্তরাষ্ট্রের (বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

আমি প্রথম হলেও শেষ হব না-কমলা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর কমলা হ্যারিস জাতির উদ্দেশে দেওয়া তার প্রথম ভাষণে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কথা টেনে বলেছেন, আপনারা (বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

আইনি লড়াইয়ে ট্রাম্প



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরাজয় হয়েছে। জো বাইডেনের কাছে হার মেনে নিতে পারছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফল হাতে চলে এলেও তিনি বলছেন নির্বাচন শেষ হতে এখনও অনেক বাকি। এদিকে নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করে আইনি লড়াইয়ে যাচ্ছে ট্রাম্পশিবির। ফিলাডেলফিয়াতে এক সংবাদ সম্মেলনে (বাকি অংশ ৩০ পাতায়

শত মানুষের সম্পত্তি হাজী সেলিমের পেটে

ঢাকা : এখন পর্যন্ড় হাজী সেলিমের দখলের যে চিত্র পেয়েছে আইনশৃঙ্খলাবাহিনী, বাস্ড়ব চিত্র তার চেয়ে আরো অনেক ভয়ানক। হাজী সেলিমের অবৈধ দখলে রয়েছে এমন শত শত বিঘা (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

APOLLO BROKERAGE INC
TLC INSURANCE
ব্ল্যাক কার সার্ভিস, গ্রীন ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার, বাড়ি ও বিজিনেস অতি বিশ্বস্ততার সাথে ও সহজ কিস্তিতে ইন্স্যুরেন্স করা হয়।
মানি ট্রান্সফার ওয়েস্টার্ন ইউইনিয়ন
ডিভিসি মানি অর্ডার নোটারী পাবলিক
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com
Shamsher Ali
President & CEO

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CORE CREDIT REPAIR SERVICES
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments Tax Liens
Charge Offs Garnishment
Inquiries Collections
Call us: 646-775-7008
Mohammed A Kashem
Credit Consultant
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DDS 5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
IATA
All Air Tickets Visa Services
SAUDIA ETIHAD KUWAIT QATAR
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
আমরা IATA সদস্যপদ
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা ARC সদস্যপদ
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
আমেরিকার যে কোন স্টেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
সুপার সেভ $৬৪৯+
QATAR AA
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা



বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত শেখ রহমান ও আবুল বি খান বিজয়ী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ষ্টেট সিনেটর পদে মঙ্গলবারের (৩ নভেম্বর) নির্বাচনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত শেখ মোজাহিদুর রহমান চন্দন ও প্রতিনিধি পরিষদে আবুল বি খান বিজয়ী হয়েছেন। উল্লেখ্য, মঙ্গলবারের নির্বাচনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত পাঁচজন প্রার্থী বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্ন পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এরা (বাকি অংশ ৯ পাতায়)



বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল ফুটবল লীগ-২০২০

যুবসংঘ চ্যাম্পিয়ন ব্রঙ্কস স্টার রানার্স আপ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা আয়োজিত এবারের ফুটবল লীগে যুবসংঘ (এ) চ্যাম্পিয়ন ও ব্রঙ্কস স্টার রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। গত ১ নভেম্বর রোববার দুপুরে বৃষ্টিমুখর দিনে এই ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। এতে টাইব্রেকারে যুবসংঘ ৪-৩ গোলে জয়লাভ করে। এদিকে খেলা শেষে পূর্ব ঘোষিত ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক অ্যাওয়ার্ড ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান মাঠে না হয়ে একই দিন সন্ধ্যায় ওজনপার্কের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। খবর ইউএনএ'র।









নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের রেডহুক পার্ক সকার ফিল্ডে আয়োজিত লীগের ফাইনাল খেলা উদ্বোধন করেন স্পোর্টস কাউন্সিলের সভাপতি মিসবাহ আবদীন। খেলাটি ছিলো আকর্ষণীয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভরা। খেলার প্রথমার্ধের ১৭ মিনিটের সময় যুব সংঘ পেনাল্টি লাভ করেও তা কাজে লাগাতে পারেনি। দলের কৃতি ও নির্ভরযোগ্য খেলোয়ার বাবলু শর্টটি ব্রঙ্কস স্টারের গোল কিপার দক্ষতার সাথে পাঞ্চ করে দিলে যুব সংঘ গোল করার সুযোগ নষ্ট করে। পরবর্তীতে এই খেলায় আর কোন গোল না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত খেলাটি ট্রাইবেকারে গড়ায়। এতে যুবসংঘ (এ) ৪-৩ গোলে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

খেলায় রেফারীর দায়িত্ব পালন করেন অস্কার, আরকেডিও এবং পেড্রো। ঠান্ডা আবহাওয়ায় বৃষ্টি-বাদলা উপেক্ষা করে বিপুণ সংখ্যক ফুটবলপ্রেমী প্রবাসীরা ফাইনাল খেলাটি উপভোগ করেন। টাইম টেলিভিশন খেলাটি সরাসরি সম্প্রচার করে।

স্পোর্টস কাউন্সলের উপদেষ্টা মনজুর আহমেদ চৌধুরী, হাজী এনাম, আতাউর রহমান সেলিম, ছদরুন নূর, আব্দুল হাসিম হাসনু, জুনেদ চৌধুরী, সিনিয়র সহ সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন সহ আহবাব চৌধুরী খোকন, আব্দুল কাদির লিপু, ইয়াকুত রহমান, জহির উদ্দিন জুয়েল, দেলোয়ার হোসেন, মইনুল ইসলাম, শফিকুল আলম, মখন মিয়া, সুহেল আহমেদ, জামিল আহমেদ, জয়নাল হাসান, বাবলা চৌধুরী, রাজিব আহমেদ, মইনুল উদ্দিন, খালেদ হোসেন, সাব্বির আহমেদ, মামুন আহমেদ প্রমুখ কর্মকর্তা মাঠে উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে ওজনপার্কের দেশী সেন্টার মিলনায়তনে রোববার সন্ধ্যায় আয়োজিত ফুটবল লীগের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা সভাপতি মিসবা আবদীন এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রশীদ রানা। অনুষ্ঠানে স্পোর্টস কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের মধ্যে উপদেষ্টা মনজুর আহমেদ চৌধুরী, হাজী এনাম, ছদরুন নূর, আতাউর রহমান সেলিম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, ফিরোজ আহমেদ, জুলফিকার চৌধুরী, সাবুল উদ্দিন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে এবার লীগ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দল সহ লীগের কৃতি খেলোয়ার এবং প্রবাসের ক্রীড়াঙ্গণে বিশেষ অবদান রাখার জন্য কমিউনিটির ২২জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'লাইভ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয় বলে স্পোর্টস কাউন্সিল সূত্রে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসের এই দু:সময়ের ক্রীড়ামোদীদের বিনোদনের জন্য বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা এবছরও লীগ আয়োজন করে কমিউনিটিতে প্রশংসিত হয়েছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে এবছরের লীগ-২০২০ শুরু হয়। এবারের লীগে ১২টি দল অংশ নেয় এবং দলগুলো ছিলো: যুব সংঘ (এ), যুব সংঘ (বি), ব্রঙ্কস ইউনাইটেড, বিবিএ, সোনার বাংলা এফসি, আইসাব, ব্রঙ্কস স্টার, জ্যামাইকা এফসি, বৈরাগীবাজার এফসি, বেঙ্গল ওয়ারিয়র, টুডোর এফসি এবং জলডুপ এফসি।

জেনিথ রহমান টাওয়ার হ্যামলেটস'র ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার মেয়ে যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের টাওয়ার হ্যামলেটস-এর দ্বিতীয় বারের নির্বাচিত কাউন্সিলর "জেনিথ রহমান" লন্ডন টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার টাউন হলে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের ফুল কাউন্সিল মিটিং ও বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। তিনি লেবার পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত ।

জেনিথ রহমান এর জন্ম সিলেট শহরের চৌকিদেখীতে তাহার পিত্রালয়ে। তার গ্রামের বাড়ী জগন্নাথপুর উপজেলার পাটলী ইউনিয়নের বনগাঁও। মরহুম আবুল বাশার আনসারী এবং মরহুমা খায়রুন্নেছা চৌধুরী এর প্রথম সন্তান তিনি। তার বাবা যুক্তরাজ্যে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং তার মা সিলেট শহরের একটি গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন।



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

স্বাগমত, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন
জো বাইডেন-কমালা হরিস

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত ৪৬তম প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আর ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হরিস-কে স্বাগমত, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। দীর্ঘ লড়াই শেষে বিজয়ী ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী জো বাইডেন তাঁর নির্বাচনত্তোর ভাষণে বিভক্তি দূর করে ঐক্যবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র গড়ার অঙ্গীকার করেছেন। নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম ভাষণে তিনি বলেন, সব বিভেদ ভুলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ ও সহনশীল সমাজ গড়ে তুলতে হবে। দেশকে 'একতাবদ্ধ' করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের 'আত্মা'কে ফিরিয়ে আনতে চান। দেশকে 'বিভক্ত না করে ঐক্যবদ্ধ' করতে চান। এর আগে জয়ের খবর পেয়ে এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, 'ভোট দিক বা না দিক, আমি সবার প্রেসিডেন্ট হব।' আমি এমন একজন প্রেসিডেন্ট হওয়ার অঙ্গীকার করছি যিনি বিভাজন না করে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চান। যিনি লাল ও নীল রাজ্য দেখেন না, কেবল যুক্তরাষ্ট্রকে দেখেন। উল্লেখ্য, গত ৩ নভেম্বর মঙ্গলবারের নির্বাচনে ৫৩৮টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোটের মধ্যে বাইডেনের প্রয়োজন ছিল ২৭০টি ভোটের। অনেক তিক্ততার পর সুইং স্টেট পেন-সিলভানিয়ায় জয়ের মধ্য দিয়ে শনিবার বাইডেনের ২৭৩টি ইলেকটোরাল ভোট নিশ্চিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি বয়সী প্রেসিডেন্ট (৭৭ বছর) বাইডেন এর আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ডেলাওয়ারের সবচেয়ে বেশি সময়ের সিনেটর তিনি।

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট, কমলা হ্যারিস বিজয় মঞ্চে জো বাইডেনের ওঠার আগে বলেন, তিনি এখনই কাজ শুরু করতে প্রস্তুত। জো বাইডেন ও আমি একসঙ্গে বৈশ্বিক মহামারী ও বর্ণবৈষম্যকে মোকাবেলা করব। উল্লেখ্য, কমলা আমেরিকার ইতিহাসের প্রথম নারী, কৃষ্ণাঙ্গ এবং দক্ষিণ এশিয় তথা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন। তিনি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নির্বাচিত সিনেটর।

এদিকে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন হবে না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন ও প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। তারা মনে করেন, দুই দেশের মধ্যে আরও নতুন কিছু বিষয়ে সম্পর্ক তৈরি হবে। রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে পৃথক আলাপকালে তারা এসব কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে যেই ক্ষমতায় থাক, তাতে বাংলাদেশের জন্য কোনো অসুবিধা নেই। হোয়াইট হাউসে যিনিই আসেন, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। কারণ ব্যক্তি বিশেষের ওপর (আমেরিকার) পররাষ্ট্রনীতি নির্ভর করে না। তিনি বলেন, অর্থনীতির দিক থেকে আমরা ভালো করছি। ভূরাজনৈতিকভাবে খুব ভালো অবস্থানে আছি। কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই। সবাই আমাদের বন্ধু। অপর এক প্রশ্নের জবাবে ড. মোমেন বলেন, ভালো-মন্দ সবকিছুতে আছে। বাইডেন সাহেব জলবায়ু নিয়ে সোচ্চার, অভিবাসী সম্পর্কেও সোচ্চার। সুতরাং প্লাস-মাইনাস আছে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন হবে না। আমি মনে করি, আরও কিছু কমন গ্রাউন্ডে আরও গভীরভাবে কাজ করার সুযোগ হবে। ভৌগলিক অবস্থানকে ব্যবহার করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়াই শেখ হাসিনার পররাষ্ট্রনীতি।

আমেরিকায় অবস্থানরত বঙ্গবন্ধুর খুনি ফিরিয়ে আনার বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনির ফেরানোর বিষয় অনেকটা নিউট্রাল ইস্যু। আইনের মাধ্যমে ঠিক হবে। সুতরাং এগুলোতে আমাদের কোনো ব্যাঘাত হবে না। ঝামেলা হবে না। এ বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, কোনো খুনিকে যুক্তরাষ্ট্রের মতো গণতান্ত্রিক দেশ আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবে না- এই দাবি অতীতে যেমন ছিল, সামনের দিনে আরও জোরালো হবে।

আমরা মনে করি ডোনাল্ড ট্রাম্প যুগের পর আগামী বাইডেন যুগ আমেরিকার জন্য সহজ হবে না। করোনাভাইরাস মহামারীর, আর্থনীতি চাঙ্গা, অভিভাসন সমস্যা করা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে বাইডেন-কমালাকে। সেই সাথে আমেরিকা-কে আরো ঐক্যবদ্ধ ছাড়াও বিশ্ব শান্তি রক্ষায় মনোযোগী হতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি এসব সমস্যার ব্যাপারে নতুন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সুসম্পর্ক আরো জোরদার হবে।

বাংলা পত্রিকা'র পক্ষ থেকে মি. প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আর ভাইস প্রেসিডেন্ট মিজ কমালা হারিস-কে অনেক অনেক অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা, কামনা দীর্ঘায়ু।

আমেরিকার নির্বাচনে বিশ্বের প্রত্যাশা ও বাস্তবতা



আবদুল গাফফার চৌধুরী

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এখনো ঝুলে আছে। অর্থাত্, আমি এই লেখা যখন লিখছি (লন্ডন সময় শনিবার সকাল), তখনো ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন বিজয়ী বলে ঘোষিত হননি। আমেরিকান গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য যে শিষ্টাচার, অর্থাত্ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার আভাস পাওয়ামাত্র পরাজিত প্রার্থী বিজয়ী প্রার্থীকে অভিনন্দন জানিয়ে নির্বাচনকালীন ভেদাভেদ ভুলে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান, এবার সেই শিষ্টাচার রক্ষিত হবে বলে মনে হচ্ছে না। জো বাইডেন জয়ী হতে চলেছেন–এই আভাস পাওয়া সত্ত্বেও ডোনাল্ড ট্রাম্প পরাজয় স্বীকার করতে রাজি নন। তিনি নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে মিথ্যাচার শুরু করেছেন। নির্বাচনে জো বাইডেন যদিও জয়ের পথে এগিয়ে, তবু ট্রাম্পের চাইতে তার ভোটের ব্যবধান খুব একটা বেশি নয়। ভোট গণনাও দু-একটি রাজ্যে শেষ হয়নি। এজন্য জো বাইডেন এখনই নিজেকে জয়ী দাবি না করে শেষ ভোটটি গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সমর্থকদের শান্ত থাকতে বলছেন। অন্যদিকে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশের খালেদা জিয়ার কায়দায় 'এই নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে', 'আমার জয় ছিনতাই করা হয়েছে' ইত্যাদি বলে লম্ফঝম্ফ করতে শুরু করেছেন। তবে বাংলাদেশের একশ্রেণির মিডিয়ার মতো আমেরিকার মিডিয়া আবার আগে 'নিরপেক্ষ' নয়। তারা সমস্বরে বলছেন, ট্রাম্প ও তার সমর্থকেরা যা বলছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

লন্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'প্রেসিডেন্ট অব ক্যাওস অ্যান্ড করোনা ভাইরাস,' অরাজকতা ও করোনা ভাইরাসের প্রেসিডেন্ট। বাংলাদেশে খালেদা জিয়া প্রলয়ংকর ঝড় সঙ্গে নিয়ে প্রথমবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন বলে জনগণ তার নাম দিয়েছিল 'তুফানি বেগম'। করোনা ভাইরাস যেমন দুনিয়া থেকে যেতে চাইছে না, ডোনাল্ড ট্রাম্পও তেমনি ক্ষমতা ছেড়ে যেতে চাইছেন না। জো বাইডেনের কাছে সুস্পষ্টভাবে পরাজিত হলেও তিনি শান্তিপূর্ণ পন্থায় ক্ষমতা ছাড়তে চাইবেন মনে হচ্ছে না। ট্রাম্পের পরাজয়ের সম্ভাবনার মুখেও তার সমর্থকেরা ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর সমর্থকদের পাশাপাশি ভিকটোরি র‍্যালি করছেন। তবে ট্রাম্পের সমর্থক বিজয় সমাবেশের টেলিস্ট হচ্ছে, তারা অস্ত্র হাতে মিছিলে বেরোচ্ছেন এবং স্লোগান দিচ্ছেন ট্রাম্পকে তারা হোয়াইট হাউজে রাখবেন। নইলে দেশে রক্তগঙ্গা বইবে। এই স্লোগান গত শতকের প্রথম ভাগে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে হিটলারের নাসি দল দিয়েছিল। ভিকটোরি অর ব্লাডবাথ বিজয় অথবা রক্তস্নান। নির্বাচনে তথাকথিত বিজয়লাভের পরেও নাসি দল জার্মানিতে রক্তের বন্যা বইছে দিয়েছিল। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এখনো রক্তপাত হয়নি। যে কোনো সময় হতে পারে। অশান্তি দমনের জন্য পুলিশ এ পর্যন্ত দেড় শতাধিক লোককে গ্রেফতার করেছে।

ট্রাম্প হয়তো আশা করে আছেন, বাইডেনের সঙ্গে তার ভোটের ব্যবধান কম-বেশি যা-ই হোক, তিনি উপকথার মিথ্যাবাদী রাখাল বালকের মতো বাঘ বাঘ বলে চিত্কার করতে থাকবেনই। তাতে সুপ্রিম কোর্ট কান দেবে এবং তার বংশবদ বিচারকদের সাহায্যে জর্জ বুশ জুনিয়রের মতো নির্বাচনে জয়ী বলে ঘোষিত হতে পারবেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একটা অংশের মতে, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আমেরিকায় জনরোষ এত প্রবল যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অনেকে তার দ্বারা নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবার তার পক্ষাবলম্বন করতে চাইবেন কি না, সন্দেহ।

সুপ্রিম কোর্টের সাহায্য পান বা না পান, ট্রাম্প সহজে হোয়াইট হাউজ ছাড়তে চাইবেন বলে মনে হয় না। তার পেছনে হোয়াইট সুপ্রিমেসিতে বিশ্বাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গদের সমর্থন আছে, এটা জেনে তিনি নির্বাচনে পরাজয় না-ও মেনে নিতে পারেন। তার উসকানিমূলক বক্তৃতা-বিবৃতিতে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের বিরাট অংশের মধ্যে বিরাট উত্তেজনা বিরাজ করছে। অন্যদিকে আমেরিকার প্রগতিমনা শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় অভিবাসী ও বিরাট অশ্বেতাঙ্গ মানুষ এখন ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী। ট্রাম্প যদি তার সমর্থকদের উসকে দেন, তাহলেই আমেরিকায় একটি সিভিল ওয়ার শুরু হতে পারে। যদি তা শুরু হয়, তাহলে আমিরিকার ঐক্য বজায় থাকবে না। এমনিতেই ট্রাম্পের রক্ষণশীল বর্ণবাদী নীতি আমেরিকার জনগণকে মানসিকভাবে বিভক্ত করে ফেলেছে। সিভিল ওয়ার হলে এই ঐক্য সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো ভৌগোলিকভাবেও ভেঙে যাবে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের আরেকটা অংশের মতে, আমেরিকার বর্তমান পরিস্থিতি সিভিল ওয়ার পর্যন্ত গড়াবে না। ট্রাম্প যতই হম্বিতম্বি করুন, শেষ পর্যন্ত লেজ নামিয়ে হোয়াইট হাউজ ছাড়বেন। তার চারপাশে সমর্থকের সংখ্যা দ্রুত কমছে। পতিত সূর্যের উপাসনা এখন আর কেউ করতে চাইছে না। অন্যদিকে তার ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছে। যদিও ট্রাম্পের অনুগত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এখনো কিছু বলছেন না, কিন্তু জার্মানি ট্রাম্পকে মাথা ঠান্ডা করতে উপদেশ দিয়েছে। সম্ভবত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও একই কথা বলবে। এবার রাশিয়ার পুতিনও ট্রাম্পের পাশে নেই। সুতরাং আখেরে তাকে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে শান্তিপূর্ণভাবেই হোয়াইট হাউজ ত্যাগে রাজি হতে হবে। তবে ট্রাম্প যেভাবেই হোয়াইট হাউজ ত্যাগ করুন, পেছনে রেখে যাবেন করোনায় বিধ্বস্ত এবং ভৌগোলিকভাবে বিভক্ত না হলেও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ দ্বিধাবিভক্ত এক আমেরিকা। জো বাইডেন কি পারবেন এই বিভক্তিতে দেশকে জোড়া লাগাতে?

> জো বাইডেন আগে বারাক ওবামার আমলে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ছোটখাটো স্খলন-পতনের উর্ধ্বে নন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে বড় কোনো অভিযোগ শোনা যায়নি। তার প্রথম স্ত্রী সন্তানসহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলে তিনি আত্তহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন।

অনেকের বিস্ময়, এত অনাচার করার পরেও ট্রাম্প এত ভোট বাগালেন কীভাবে? এর সহজ উত্তর হলো, এখানে কোনো জাদুবিদ্যা নেই। আছে সহজ গণনা। ট্রাম্প হিটলারের 'নীল রক্তের অধিকারী জার্মানরাই বিশ্বের সেরা জাতি' স্লোগানের মতো 'আমেরিকা ফার্স্ট' ধ্বনি তুলে এবং অভিবাসী ও কালো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিটলারের ইহুদিবিদ্বেষ প্রচারের মতো বিদ্বেষ প্রচার করে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশের সমর্থন ধরে রাখতে পেরেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি একচেটিয়া ভোট পেয়েছেন আমেরিকার অত্যন্ত শক্তিশালী ইহুদি সম্প্রদায়ের। জেরুজালেম ইসরাইলকে দান করে এবং সৌদি আরবসহ অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রকে ইসরাইলের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় বাধ্য করে ট্রাম্প গোটা বিশ্বের ইহুদিদের সমর্থন লাভ করেছেন। আমেরিকার ইহুদি সম্প্রদায় অর্থেবিত্তে অত্যন্ত শক্তিশালী। মার্কিন রাজনীতিতে তাদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। ট্রাম্প এই ইহুদি ভোট একচেটিয়াভাবে পেয়েছেন।

তা সত্ত্বেও জো বাইডেন যে ভোটযুদ্ধে এতটা এগিয়ে তার কারণ, আমেরিকায় বর্ণবাদ, ফ্যাসিবাদবিরোধী শাদা মানুষ, বিশাল কালো সম্প্রদায় এবং ইমিগ্র্যান্টরা বহু বছরের অত্যাচার, অবিচার ও বৈষম্য দ্বারা পীড়িত হয়ে এবার দারুণভাবে ঐক্যবদ্ধ। তারা চেয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের অপসারণ। তার বিরুদ্ধে যদুমধু যে-ই দাঁড়াক, তাকে তারা ভোট দেবেন। জো বাইডেনকে তারা ভালোভাবে জানেন না। জো বাইডেন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন কি না, তা-ও তারা জানেন না। তবু ট্রাম্পের মতো এক স্বৈরাচারী স্বভাবের মানুষকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য তারা যাকে হাতের কাছে পেয়েছেন তাকেই ভোট দিয়েছেন।

জো বাইডেন আগে বারাক ওবামার আমলে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ছোটখাটো স্খলন-পতনের উর্ধ্বে নন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে বড় কোনো অভিযোগ শোনা যায়নি। তার প্রথম স্ত্রী সন্তানসহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলে তিনি আত্তহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। আচার-আচরণে ভদ্র মানুষ। আমেরিকার ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি ট্রাম্পের সৃষ্ট অরাজকতা দূর করতে পারবেন বলে অনেকেই আশা করেন। সম্ভবত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে তিনি আমেরিকার ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগাতে পারবেন এবং চীনের সঙ্গে আমেরিকার যে নরম-গরম স্নায়ুযুদ্ধ চলছে, তারও তিনি অবসান ঘটাতে না পারেন, উত্তেজনা কমিয়ে আনবেন। মধ্যপ্রাচ্যে বাইডেন কোনো নীতি পরিবর্তন ঘটাবেন মনে হয় না। সাবেক ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারও ট্রাম্পের মতো একই কাজ করেছিলেন। মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে ইসরাইলের বন্ধু বানিয়ে দিয়ে আরব ঐক্যে ফাটল ধরানোসহ প্যালেস্টাইনের মুক্তিসংগ্রামকে হতাশ করে দিয়েছিলেন। ডেমোক্র্যাট দলের মধ্যপ্রাচ্যনীতি, ইহুদি তোষণনীতি বদলাবে মনে হয় না। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি জো বাইডেন নতুন কোনো নীতি গ্রহণ করতে চাইবেন তা-ও মনে হয় না। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সাধারণত আমেরিকার ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দলের মধ্যে বড় রকমের কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। সুতরাং জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হলে বিশ্বে আমেরিকার হারানো নেতৃত্ব উদ্ধার করার চেষ্টা শুরু করবেন। তাকে নিয়ে মানুষের মনে বড় রকমের প্রত্যাশা না থাকাই ভালো। ট্রাম্প গেলে বিশ্বরাজনীতিতে উত্তেজনা কমবে, হয়তো করোনার প্রাদুর্ভাবও কমবে–এটাই হবে মানুষের সবচাইতে বড় প্রাপ্য।

ট্রাম্পের মূলমন্ত্র : আপনার অর্থ অথবা জীবন

টমাস এল ফ্রিডম্যান

সংশয়বাদীদের সাথে যখনই আমি কোভিড-১৯ অথবা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কথা বলি তখন একটি আংশিক সাদৃশ্যের উদাহরণ দিয়ে থাকি। মনে করুন, আপনার বাচ্চা একটি রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তারপর আপনি বাচ্চাটির চিকিৎসার ব্যাপারে বহুবিধ মতামত নেয়ার জন্য তাকে ১০০ জন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলেন। আপনি দেখলেন ৯৯ জন ডাক্তারই একই ধরনের রোগ নির্ণয় করলেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দিলেন। একজন ডাক্তার বললেন, চিন্তা করার বা উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। আপনার বাচ্চার অসুখ এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে। পিতা-মাতারা ১০০ জন চিকিৎসকের মধ্যে ৯৯ জনের পরামর্শকে সঠিক বলে মেনে নেবেন, না একজন চিকিৎসকের মতামত বা রোগ নির্ণয়কে মেনে নেবেন? হায়! এটা কোনো কল্পিত বা আন্দাজ অনুমানের প্রস্তাব নয়। সত্যিকার অর্থে আমাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটারদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যে ব্যক্তি জলবায়ু পরিবর্তন এবং কোভিড-১৯ এর ব্যাপারে ১০০ জনের মধ্যে একজনের অভিমতকে সমর্থন করেন, আপনি কি আপনার নিজের সন্তান এবং দেশের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে তাকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত আছেন? তিনিহচ্ছেন ডোনাল্ড ট্যাম্প যিনি ট্রাম্প ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে মনে হয় 'বিএম ইন বিএম' অর্জন করেছেন।

আমি হতভম্ব হয়ে যাচ্ছি, কিভাবে অনেক রক্ষণশীল ১০০ জন ডাক্তারের মধ্যে মাত্র একজনের ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারেন? জলবায়ু পরিবর্তন এবং কোভিড-১৯ দুটিই গত বছর আমাদেরকে নৃশংসভাবে ধাক্কা দিয়েছে। একই কারণে আমরা পরিবেশ দূষণব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার ওপর জোর দিচ্ছি। কিন্তু অভয়ারণ্য অঞ্চল ধ্বংস এবং বন্যপ্রাণী নির্মূল করে আমরা এগুলো করছি। আমরা কার্বন-ডাই অক্সাইড নির্গত করছি। এতে আমরা গ্রহকে আরো উষ্ণ করে তুলছি এবং ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির সুযোগ করে দিচ্ছি। এসব কারণে ফ্লোরিডায় চার মাসের বৃষ্টি এখন চার ঘণ্টায় নেমে এসেছে। পশ্চিম উপকূলে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে আগুন জ্বলে বনভূমি পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

জো বাইডেন অধিক সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতে চান এবং ট্রাম্প সতর্কতাকে শূন্যে উড়িয়ে দিতে চান। তাই অত্যন্ত মর্যাদাবান সায়েন্স জার্নাল 'সয়িন্টিফিক আমেরিকান' গত সপ্তাহে প্রথমবারের মতো ঘোষণা দিয়েছে, 'সায়েন্টিফিক আমেরিকানরা এখন পর্যন্ত ১৭৫ বছরের ইতিহাসে কখনো কোনো প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে অনুমোদন দেয়নি। ২০২০ সালের নির্বাচন আক্ষরিক অর্থে জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপার। আমরা আপনাদের প্রতি স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান এবং জো (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

অক্টোবর	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ফজর	৫.২২	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৮
সূর্যোদয়	৬.৩৮	৬.৩৯	৬.৪১	৬.৪২	৬.৪৩	৬.৪৪	৬.৪৫
জোহর	১১.৪০	১১.৪০	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪২
আসর	৩.০০	২.৫৯	২.৫৮	২.৫৮	২.৫৭	২.৫৬	২.৫৫
মাগরিব	৪.৪১	৪.৪১	৪.৪০	৪.৩৯	৪.৩৮	৪.৩৭	৪.৩৬
এশা	৫.৫৯	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫

জো বাইডেনের জয়ে

(শেষের পাতার পর)

এভিনিউতে বাংলাদেশী-আমেরিবকান ডেমোক্র্যাটদের উদ্যোগে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে।

ইতিহাস গড়া এবারের নির্বাচনে জো বাইডেনের বিজয়ে তাঁকে প্রাণঢালা অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা জানিয়ে বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার বলেছেন, আমরা আনন্দিত, আমরা উচ্ছসিত। তিনি বলেন, আমেরিকা হচ্ছে ইমিগ্র্যান্টদের স্বর্গরাজ্য। আমরা বিশ্বাস করি জো বাইনের বিজয়ে অভিবাসীদের মাঝে যে ভয়, আতঙ্ক বিরাজ করছিরো তা দূর হবে। ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন বিরোধী আইন বাতিল ও অকার্যকর হবে। নতুন প্রেসিডেন্ট অভিবাসীদের স্বার্থ রক্ষা করবেন, মহামারী কভিড-১৯ মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন। বিশেষ করে 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' নীতি অবলম্বন করে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন। বিশিষ্ট লেখক, কলামিস্ট ও বিশ্লেষক হাসান ফেরদৌস বলেন, জো বাইডেনের জয়ে মনে হচ্ছে- 'পিউর জয়' বা 'বিশুদ্ধ আনন্দ' উপভোগ করছি। আমি কখনো ভাবি এমন ঘটনা ঘটবে। বলা যায়, আমার জীবনের আনন্দের দিন। তিনি বলেন, বারাক ওবামার জয়ের পর যেমন বিশুদ্ধ আনন্দ পেয়েছিলাম, তেমনী বাইডেন-কমালা হারিসের জয়ে তেমনী বিশুদ্ধ জয় পেয়েছি। ভাবছিলাম সত্যি কি আমি এই দু:শাসন (ট্রাম্পের শাসন) থেকে মুক্তি পাবো।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হারিস নির্বাচিত হওয়ায় উভয়কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিশিষ্ট ইনকামট্যাক্স ইনরোলমেন্ট এজেন্ট মিয়া মোহাম্মদ আফজাল এক বিবৃতিতে জো বাইডেন ও কমালা হারিস-এর জয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এটা আমাদের জন্য আনন্দের সংবাদ।

বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী শায়লা আজীম বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর পরাজয়ে মনে হচ্ছে আমেরিকার রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে স্বৈরাচারের পতন ঘটেছে। গত চার বছরের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থির অবসান ঘটেছে। কেননা, ট্রাম্প প্রশাসন গত চার বছর ধরে ইমিগ্র্যান্টদের উপর যে আচরণ করেছেন তা মেনে নেয়া যায় না, বরং তার নীতি ছিলো ইমিগ্র্যান্টদের জন্য কষ্টের, মানুষের স্বপ্ন ভংগের, পরিবার-কে দূরে রাখার নীতি। অনেককে আমেরিকা ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। যা কাম্য ছিলো না। শায়লা ইফতেখার বলেন, আজ আমরা সেলিব্রেট করছি। সামনে আরো এগুতে হবে। করোনা থেকে আমরা মুক্ত হবো, অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। আমরা স্বস্তির নি:শ্বাস নেবো।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার বলেন, জো বাইডেন ও কমালা হারিস-কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন এবারের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট পার্টির বিজয়ে ইমিগ্রান্টরা স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন। আমরা করছি ট্রাম্প প্রশাসনের ভয়-ভীতি কেটে যাবে। আমরা আগের মতো ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে গর্বিত হতে চাই।

আবু কুদরতউল্লাহ বলেছেন, ট্রাম্পের পরাজয়ে মনে হচ্ছে আমেরিকা সহ সারা বিশ্ব স্বাধীন হলো।

অভিবাসন আইন

(শেষের পাতার পর)

মাধ্যমে কিছু কিছু আইন প্রণয়ন করনে। সেই ক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক স্থগিতকৃত এবং বহুল আলোচিত 'ডাকা প্রোগ্রাম' পুনরায় চালু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এসাইলামে শিথিলতা আসবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করবেন। আইএস-এর তৎপরতাও কমবে। এছাড়াও মুসলিম ব্যান আইনও অকার্যকর হওয়ার সম্ভানা রয়েছে। এমনটিই আশা করছি নতুন বাইডেন প্রশাসনের কাছে। তিনি বাইডেনের বিজয়-কে ইমিগ্র্যান্টদের বিজয় হিসেবেই দেখছেন।

তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের ইমিগ্রেশন বিষয়ক বিভিন্ন আইনের সমালোচনা করে বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন আইন করেছিলেন ইমিগ্রেশন বন্ধ করার জন্য আর বাইডেন সেই বন্ধ আইন খোলার আইন করবেন। তিনি আরো বলেন, বিল ক্লিনটন, ওবামার সময়ে ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটি তেমন সুবিধা না পেলেও বাইডেনের সময়ে ভালো হবে বলেই মনে হচ্ছে। ইমিগ্র্যান্ট বিষয়ে বাইডেনের নিরবতা ইমিগ্র্যান্টদের জন্য সুখবর হিসেবেই দেখছি, সুদিন আসছে।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইমিগ্রেশন বিরোধী যেসকল অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন সেব অধ্যাদেশ বাতিল করা হতে পারে। সেই সাথে ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে স্থবিরতা বিরাজ করছে তা সচল হবে।

এটর্নী নামজুল আলম বলেন, বাংলাদেশী অভিবাসী যারা ইমিগ্রেশন বিষয়ে নানা জটিলকায় ভুগছেন তাদেরকে ধৈর্য্য ধরে আইনগতভাবেই এগুতে হবে। এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করার কোন কান নেই বা তাড়াহুড়া করে কোন লাভ হবে না।

উল্লেখ্য, এটর্নী নাজমুল আলম টাইম টেলিভিশন-এর জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'ইমিগ্রেশন' এর নিয়মিত অতিথি। সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ আমার প্রাণে বেঁচে যাওয়ার দিনটি

সৈকত রুশদী

উনিশশ' পঁচাত্তর। সাত নভেম্বর ঢাকার আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র তখন আমি।

বনানী থেকে পায়ে হেঁটে, সকাল দশটার দিকে কলেজে যাওয়ার পথে এয়ারপোর্ট রোডে ট্যাংক,ট্রাক ভর্তি উত্তেজিত সৈনিক এবং গোলাগুলির শব্দ সত্ত্বেও উৎফুল্ল ও উৎকণ্ঠিত মানুষের স্রোত দেখলাম।

কলেজে গিয়ে শুনলাম পাল্টা অভ্যুত্থানে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম নিহত হয়েছেন। তাঁর মরদেহ কলেজের কাছেই ঢাকা কম্বাইন্ড মিলিটারী হসপিটাল (সিএমএইচ)-এর মর্গে রাখা আছে।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসেবে খালেদ মোশাররফকে কলেজের ক্যান্টিন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে দেখেছি। এছাড়াও বনানীর সাত নম্বর রোডে আমাদের পাশের বাড়িতে ভাড়াটে, তার ভায়রা ভাই বিমান চালনা প্রশিক্ষক ক্যাপ্টেন কে কিউ হুদার বাসায় আসতে দেখেছি বহুবার।

বনানীর বন্ধু ও সহপাঠী ফারুক (এনামুল হক খন্দকার, বর্তমানে কানাডার মন্ট্রিয়লে বসবাসরত) ও আরও কয়েকজন ছাত্র ঠিক করলাম কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফের মরদেহ শেষবারের মতো দেখে আসি।

কলেজ থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মূল সড়ক ধরে পায়ে হেঁটে সিএমএইচ-এ রওয়ানা হতেই দেখি সেনাবাহিনীর কমব্যাট পোশাক পরিহিতি সশস্ত্র সৈন্যদের প্রহরায় গাড়ি চলাচল করছে দ্রুত বেগে। দ্রুত ধাবমান জীপ গাড়ি (এসইউভি) থেকে মাইকে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে যে কয়েকজন অফিসারকে হত্যার উদ্দেশ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে যাচ্ছে সৈনিকরা। সশস্ত্র সৈন্যরা চলন্ত গাড়ির সাইডবোর্ডে ও পিছনে ঝুলে রয়েছে। আর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে ছোঁড়া হচ্ছে ফাঁকা গুলি।

আমাদের নিরাপত্তার জন্য মাথা নিচু করে আমরা রাস্তা থেকে লাফিয়ে মাঠে নেমে পড়লাম। পৌঁছালাম মর্গে। মর্গটি হাসপাতালের মূল চত্বরের বাইরে। চারিদিকে প্রায় তিনফুট উঁচু দেওয়াল, তার উপরে কাঁচ ঘেরা এক ঘরের মেঝেতে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে কয়েকটি মরদেহ। তার পাশে বড় বড় বরফের ব্লক। মরদেহের উপরেও কিছু বরফের টুকরো। সশস্ত্র সৈনিকের প্রহরা। মানুষ সারি বেঁধে দেখে যাচ্ছে। নীরবে।

চিনতে পারলাম শায়িত খালেদ মোশাররফের মরদেহটি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কপালে গুলি লেগে আহত খালেদ মোশাররফের ক্ষতচিহ্নটি সুস্পষ্ট ছিল। তাঁর পাশেই শায়িত কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বীর বিক্রম ও কর্নেল এ টি এম হায়দারের বীর উত্তম-এর মরদেহ।

কর্নেল হুদা ও কর্নেল হায়দারকে প্রথম দেখি বিজয়ের পর বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর প্রথম সম্প্রচারে। বাংলাদেশ টেলিভিশনে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর (অথবা ১৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় লাইভ অনুষ্ঠানে। পাকিস্তান সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ যে এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ পরবর্তী পরিস্থিতিতে ঢাকা মহানগরীর নিরাপত্তা সম্পর্কে নেওয়া কিছু ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছিলেন তাঁরা ঘোষক ও উপস্থাপক সরকার ফিরোজউদ্দিনের সাথে আলাপচারিতায়।

সেই সন্ধ্যায় বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকা এবং আরও কয়েকজন অসামরিক মুক্তিযোদ্ধাও বাংলাদেশ টেলিভিশনে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। ঢাকা মহানগরীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার নানা নির্দেশ প্রচার করেছিলেন।

অকুতোভয় তিন বীর মুক্তিযোদ্ধার মরদেহ এইভাবে মর্গের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। রেডিওর ঘোষণায় ও সৈনিকদের শ্লোগানে শুনেছি সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের নামে বিজয় ধ্বনি।

আমার বরাবরের কৌতূহলী মনের অভ্যাসবশত: আমি এক সহপাঠীর কাছে নিচু কণ্ঠে জানতে চাইলাম, 'খালেদ মোশাররফ তো জিয়ার বিপক্ষে ছিলেন, হুদা এবং হায়দার কী খালেদের সাথে ছিলেন, নাকি জিয়ার সাথে?'

পেছনে কেউ একজন হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'চুপ, কোন শব্দ করবেনা। একদম শেষ করে দেবো।' পিঠে তীক্ষণ কিছুর খোঁচা খেলাম। তাকিয়ে দেখি সেনাবাহিনীর এক নায়েক তার বন্দুকের মাথায় লাগানো ধারালো বেয়নেটের সুতীক্ষণ অগ্রভাগ আমার পিঠে চেপে ধরে আছে। উত্তেজিত, রাতজাগা চোখে জিঘাংসা। ট্রিগারে আঙ্গুল। মনে হলো গুলি করে দেবে। আমি কিছু ব্যাখ্যা করতে গেলে সে আরও উত্তেজিত। তখনও 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত অভ্যুত্থান চলমান। ঠিক সেই মুহূর্তে বনানীর বন্ধু ও সহপাঠী এনু (কাজী এনায়েত উল্লাহ, বর্তমানে ফ্রান্সের প্যারিসে বসবাসরত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজসেবী ও সংগঠক) এগিয়ে এসে ঐ নায়েককে বললো, 'আদমজী কলেজের ছাত্র, ছেড়ে দিন।' ছয় ফুটের উপর উচ্চতার এনু ছিল কলেজের অন্যতম প্রিফেক্ট। কলেজের ইউনিফর্ম শাদা শার্ট, নীল প্যান্ট পরনে। বাহুতে মেরুন রঙের কাপড়ের বন্ধনীতে পিতলের ধাতব অক্ষরে বড় করে ইংরেজিতে লেখা পি (চ)। বরাবরই সপ্রতিভ এনু ও তার হাতের ব্যাজ দেখে আমার পিঠে উদ্ধত সঙ্গীন চেপে ধরা নায়েক তাকে মিলিটারী পুলিশের (গচ) মতো কিছু একটা অথবা কী বুঝলো জানিনা। আমাকে ছেড়ে দিল।

আমি দ্রুত সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে করে পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে ঐ তল্লাট ছেড়ে কলেজে ছুটলাম। প্রাণে বাঁচলাম!

ফিরে আসলাম অবিস্মরণীয় এক অভিজ্ঞতা নিয়ে।

টরেন্টো, কানাডা।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

পার্থ-পার্ল অব অস্ট্রেলিয়া



হাবিব রহমান

পার্থ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী। তাকে আদর করে অনেকে ডাকে পার্ল অব অস্ট্রেলিয়া। সোয়ান নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটি তার দুর্দান্ত আবহাওয়া এবং পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য সবার কাছে পরিচিত। ভারত মহাসাগরের পাশাপাশি চলমান উপকূলরেখার এক প্রান্তে অবস্থিত শহর পার্থ। এই শহরটি দীর্ঘদিন ধরে তার প্রাণবন্ত বার, দুর্দান্ত খাবার এবং খুব সম্প্রতি এর বুটিক হোটেলগুলির নতুন স্ট্রিংগুলিতে দর্শকদের আকর্ষণ করে। শহরটির জনসংখ্যা ১.৯৭ মিলিয়ন। সিডনি, মেলবোর্ন আর ব্রিসবেনের পর এটি অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম শহর। আজ সকালে গোল্ড কোস্ট থেকে পার্থ এসেছি। সরাসরি ফ্লাইটে সময় লেগেছে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা। জেটস্টার এয়ার লাইনে চমৎকার সময় কেটেছে। মনে হয় এই এয়ার-লাইনটি অস্ট্রেলিয়ার এই বেল্টে চলাচল করে এবং ভালো সার্ভিস দেয়। আসার সময়ে হাওয়াই থেকে মেলবোর্ন এসেছিলাম এই এয়ারলাই নেই।

আমার এরাইভাল ছিলো ৪ নং টারমিনালে। ইমিগ্রেশন পেরিয়ে ইনফরমেশন সেন্টারে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই তারা জানালো এয়ারপোর্ট থেকে সিটির দূরত্ব মাত্র ২২ কিলোমিটার। ট্যাক্সিতে গেলে সময় লাগবে ১৫ থেকে ২০ মিনিট আর বাসে দেড় ঘন্টার মত। আর আমার হোটেলের সামনেই বাস স্টপ। চাইলেই কম খরচে বাসে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি। ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়ার বাস গুলো খুবই আরামদায়ক। আর সুযোগ পেলেই আমি তাতে ভ্রমণ করি।

বাসে যাব জানাতেই কাউন্টারের মেয়েটি বল্লো পাশেই ৩ নাম্বার টার্মিনালের সামনে থেকে ৪০ এবং ৮২ নাম্বার বাস যাবে। ভাড়া মাত্র ১৫ অস্ট্রেলিয়ান ডলার।

ইনফরমেশন সেন্টারের মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটু হেঁটে ৩ নাম্বার টার্মিনালে গিয়ে ৪০ নাম্বার বাসটি পেয়ে গেলাম যেটি সিটিতে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। বাস টি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে নামিয়ে দিলো সিটিতে আমার হোটেল হায়াত রিজেন্সী সামনে। এটি আমার প্রিয় হোটেলের একটি। আমি এই হোটেলটির একজন মেম্বারও। সেরা সেবাটাই পাই আমি এখানে। এখানেও তার ব্যত্যয় হয়নি। ১২ তলায় রিভারভিউ একটি রুম দেয়া হলো আমাকে।

দুটো থেকে একটা ট্যুর বুক করা ছিলো আগে থেকেই। কথা ছিলো গাইড আমাকে পিক আপ করবে লবি থেকে। সময় মতই এসে গাইড আমাকে তুলে নিলো। আমাদের প্রথম গন্তব্য সোয়ান টাওয়ার পরিদর্শন।

বাসে বসতেই শুরু হলো গাইডের লেকচার পর্ব। পার্থ



শহরটির ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে। পার্থ শহরটি সোয়ান নদীর উপর যাত্রা করেছিলো। আদিবাসীরা এর নামকরন কর ডার্বারি-ইয়েরিগান। যা ভারত মহাসাগরের সাথে তার সংগম থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে গ্রীষ্ম এবং শরতের মাসে শুকিয়ে যায়। আস্তে আস্তে শহরটি পশ্চিম দিকে পার্থে সমুদ্র উপকূলে পৌঁছে পূর্ব দিকে ডার্লিং রিজে অবস্থিত সোয়ান উপকূলীয় সমভূমির উপর দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৮২৯ সালের মে মাসে ক্যাপ্টেন চার্লস ফ্রেমেন্টল অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চলকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ ঘোষণা করেছিলেন। একই বছরের জুনে, ব্রিটিশ অধিনায়ক এবং গভর্নর, স্কটসম্যান জেমস স্টার্লিং উপকূলীয় পাহাড় ডার্লিংয়ের অঞ্চলে পারমেলিয়া জাহাজ থেকে নামিয়ে পূর্ব দিকে গিয়ে সোয়ান উপকূলীয় সমভূমি পেরিয়ে গ্রেট লেকে পৌঁছেছিলেন। তিনি এই জায়গাগুলিকে এত পছন্দ করেছিলেন- সুরম্য, জল, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সংমিশ্রণে, তিনি তৎক্ষণাত পার্থ নামে একচি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা সোয়ান নদীর উপনিবেশের প্রথম গ্রাম ছিলো। তৎকালীন যুদ্ধ ও উপনিবেশ মন্ত্রী স্যার ম্যুরের পরামর্শক্রমে স্কটল্যান্ডের পার্থ এলাকার নাম অনুসারে এই শহরটির পার্থ নাম করণ করা হয়। ১৯৫৬ সালে পার্থ নগরের মর্যাদা লাভ করে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে পার্থেনন স্বর্ন প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে নগরীর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৮৫৬ সালে এটি রানী ভিক্টোরিয়ার ডিক্রি দ্বারা একটি শহরের মর্যাদা লাভ করে। আদিবাসীদের সাথে সম্পর্ক সহজ ছিল না, তবে পার্থের পুরো ইতিহাসে তাদের সাথে কোনও উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ হয়নি।

ইউরোপ থেকে আগত বিপুল সংখ্যক অভিবাসীর কারণে পার্থ শহরটির জনসংখ্যা এবং তার জাতিগত বৈচিত্র্য বেড়েছে। শহরে বিশেষত প্রচুর ইতালি, গ্রীক, ডাচ, জার্মান, ক্রোয়েট, বসনিয়ান, সার্বস, পোলস, চেক, স্লোভাক, রাশিয়ান, ইউক্রেনীয়, ম্যাসেডোনিয়ান, তুর্কী রয়েছে।

বাস এসে থামলো সোয়ান টাওয়ারের সামনে। স্থাপত্য প্রেমীদের অবশ্যই সোয়ান বাল টাওয়ারটি দেখা উচিত জানালো গাইড। কাঁচের তৈরি বিশ্বের দীর্ঘতম এই বেল টাওয়ারটি নির্মিত হয়েছিলো ২০০৯ সালে। এতে ১৮ টি ঘন্টা রয়েছে। এটি লন্ডনের বেল টাওয়ারের আদলে তৈরি। টাওয়ার দেখা শেষ করার পর সবাইকে আধা ঘন্টা সময় দেয়া হলো চা নাস্তা করার জন্য। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলাম অন্নপুর্না নামের হোটেলটি। একজন ভারতীয় দম্পতি হোটেলটি পরিচালনা করেন। গরম গরম লুচিয় ভেদে আনলেন। সাথে হালুয়া। বিদেশে দেশীয় খাবারের সত্যিই তুলনা নেই। নাস্তার পরএককাপ চা খেয়ে আবার বাসে এসে বসলাম।

এবার বাস এসে থামলো পার্থ চিড়িয়াখানার সামনে। সব দেশের চিড়িয়াখানার চরিত্রই এক রকম। তবে স্থানীয় কিছু দীব জন্তু দেখা যায় বলে আমি যে দেশে যাই সে দেশের চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করি। তবে পার্থ চি-ড়িয়াখানার ব্যাপারে আমার অন্য একটু দুর্বলতা ছিলো। কারণ এখানেই ছিলো বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ওরাংওটাং পুয়ান। ২০১৬ সালে এটি মারা যায়।

গাইড জানালো, সুমাত্রাল এই ওরামং ওটাং টার নাম গিনেজ বুক অব রেকর্ডে উঠে যায়। এটির ১১ টি বাচ্চা এবং ৫৪ টি বংশধর বিশ্বের বিভিন্ন চিড়িয়াখানার ছড়িয়ে আছে। গাইড আরো জানালো এই চিড়িয়াখানায় ১৬৪টি প্রজাতির ১২৫৮ রকমের প্রাণী রয়েছে। আছে ক্যাঙ্গারুকে খাওয়ানোর সুযোগ।

ক্যাঙ্গারু সেকসনে গিয়ে অনেকেই নিজ হাতে তাদের খাওয়ালো। ক্যাঙারুর নামকরণ নিয়ে একটা মজার গল্প শোনালো গাইড। ক্যাপ্টেন কুক অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নেমে ক্যাঙ্গারুর দেখা পেয়ে বেশ মুগ্ধ হন, পেটে বাচ্চা নিয়ে লাফিয়ে চলা এই প্রাণীটিকে তার অনভ্যস্ত ইউরোপীয়ান চোখে বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য্য মনে হয়। সেই প্রথম অস্ট্রেলিয়ান আর ইউরোপীয়ানদের সাক্ষাত, কাজেই কেউ কারো ভাষা বুঝতে পারার প্রশ্নই আসে না, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া। ক্যাপ্টেন কুক স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে ইশারা-ইঙ্গিতে প্রানীটির নাম জানতে চান। জবাবে স্থানীয় অধিবাসীদের একজনতাদের ভাষায় বল্লো-ক্যাঙ্গারু। যার অর্থ-আমি জানি না। স্থানীয় ভাষার সেই বাক্যটিকেই ক্যাপ্টেন কুক প্রাণীটির নাম মনে করেছিলেন, আর সেই থেকেই বাকী দুনিয়া প্রাণীটিকে ক্যাঙ্গারু নামে ডেকে আসছে, আদি অস্ট্রেলিয়ান ভাষায় যার অর্থ হল 'আমি জানি না'।

বেলা পরে এসেছিলো। গাইড জানালো সেদিনের মত ট্যুর এখানেই সমাপ্তি। আগামী দিন সে আবার সকলকে হোটেল থেকে উঠিয়ে নেবে অন্য গন্তব্যে।

-লেখক, সাংবাদিক। সিইও বাংলা ট্যুর।

বর্ণবৈষম্য ও তার প্রভাব



মিজানুর রহমান খান আপেল

কোন মানবসন্তানই পাপী হয়ে জন্মায় না, একসময় বয়:বৃদ্ধির সাথে জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার পর ঐ জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার তার নীতি-নৈতিকতার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা হয়। তাই, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে নানা রং ও প্রকৃতির মানুষ সৃষ্টি করলেও তার মূল্যায়নের ব্যাপারটা চলে আসে তার নৈতিক আচরণ থেকে। সুতরাং জন্মগত ও শাব্দিক অর্থে সবাই মানুষ এ দাবিতেই আমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রাণী দাবী করে দুনিয়ার যত ভোগ-বিলাসে মত্ত থেকে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারে শয়তানের ধোকায় ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে চাইনা। অথচ, আল্লাহ তায়ালা যে দু'টি গুনের কারণে আকৃতিগত মানুষদেরকে "প্রকৃত মানুষ" হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন তার একটি হলো "মান-সম্মান" (Respect) তার মানে সঠিক ও ন্যায় গুনাবলীর মূল্যায়নে শ্রদ্ধাশীল হওয়া, অপরটি হলো "হুঁশ" (Awareness) এই হুঁশ শুধু শারীরিকভাবে জেগে থাকা নয়, বরং ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য স্পষ্ট করার লক্ষ্যে ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করা। সুতরাং মান ও হুঁশের সমন্বয় ব্যতিরেকে একজন প্রকৃত মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে ন্যায়ের পক্ষে কল্যাণকর কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করাই একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে তার গুণাবলী প্রকাশ পায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার মোহকে আঁকড়ে ধরার কারণে অর্থ-বিত্ত, বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চাকচিক্যের দিকে মনোনিবেশ করায় বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার চরম অবনতি, এক কথায় অসুস্থ সমাজ।

মহান আল্লাহ তায়ালা সারা পৃথিবীটা একই রং ও বৈশিষ্টের মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেননি। আমাদের আদি পিতা আদম (আ:) কে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পৃথিবী থেকে মাটি নিতে আল্লাহ তায়ালা প্রথমে, হুকুম করলেন ফেরেস্তা জিবরাইল ও মিকাইল (আ:) কে, তখন মাটি বলল, তোমাদের আচরণ থেকে আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যদি আমার অস্তিত্ব বিপন্ন করার মানসে তোমরা এসে থাক তাহলে ফিরে যাও। যার কারণে, ফেরেস্তারা খালি হাতে ফিরে গেলেন। এরপর পাঠালেন জানকবজ করার ফেরেস্তা আজরাইল (আ:)-কে, তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে গেলেন। সেই মাটি দিয়েই সৃষ্টি করা হলো আদি পিতা আদম (আ:)-কে, তাই আদি পিতার বংশধর হিসেবে মাটির মত বিভিন্ন রংবৈচিত্রের মানুষ পৃথিবীতে দেখা যায়। সুতরাং এটিই মানুষের বর্ণবৈষম্যের মূল কারণ। এই বাহ্যিক সৌন্দর্য়ের বিবেচনায় কূকর্মপ্রবণ মানুষগুলো অন্তরের চাহিদা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হিতাহিত জ্ঞান শুন্য হয়ে পরেছেন, যার প্রভাব আজ সামাজিক ব্যধিতে রূপ নিয়েছে। মানুষের গায়ের রং আল্লাহ তায়ালার একক সিদ্ধান্ত, তাই মানব সন্তানের মর্যাদার মাপকাঠি বর্ণ নয় বরং কর্ম। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যার সংগ্রহ করা মাটি দিয়ে আদম সৃষ্টি করেছেন তাকে দিয়েই আদম সন্তানদের জানকবজ করেন। যিনি পৃথিবীর বুকে একমাত্র ভয়ের কারণ, যার নাম "আজরাইল"। আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তের উপর মানব সন্তানদের বর্ণবৈষম্য ও অর্থ-বিত্তের অহংকার এক নিকৃষ্ট মানসিকতার পরিচয় ও শয়তানী প্রভাব। তাই, পবিত্র কোরআনের ১৬ নং সূরা নাহলের ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, নি:সন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নি-শ্চিতই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

মানুষ এক আজব প্রকৃতির প্রাণী। কারণ, যেখানে আল্লাহ তায়ালা বিচিত্র ধরণের মাটি ও তার দ্বারা সুন্দর অভয়বে সৃষ্টি করেছেন মানুষ, সেই মানুষ আজ অহংকার ও আত্ম প্রশংসায় নিজেদের পশুর সাথে তুলনা করতেও দ্বিধাবোধ করেননা, তাও আবার অত্যাচারী হিংস্র পশু যেমন. সিংহ অথবা বাঘের সাথে।

মানুষ এক আজব প্রকৃতির প্রাণী। কারণ, যেখানে আল্লাহ তায়ালা বিচিত্র ধরণের মাটি ও তার দ্বারা সুন্দর অভয়বে সৃষ্টি করেছেন মানুষ, সেই মানুষ আজ অহংকার ও আত্ম প্রশংসায় নিজেদের পশুর সাথে তুলনা করতেও দ্বিধাবোধ করেননা, তাও আবার অত্যাচারী হিংস্র পশু যেমন. সিংহ অথবা বাঘের সাথে। সহজাতভাবে তারা ভয়ংকর, নিষ্ঠুর ও নির্মম। তাই, তারা সবার ঘৃণার পাত্র। তাদের সাথে তুলনা করলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের ভয়ে সবাই ভীত থাকে। তাদের ভয়ে জীবন বাঁচানোর জন্যে তারা সার্বক্ষনিক আতংকে থাকে। একইভাবে বর্তমান সমাজে বাঘ সিংহের মত অত্যাচারী, নরপশু সমাজে ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ ও নানাবিধ জঘন্য কাজের হোতা, তাদের কাছে সৎ নিরীহ লোকগুলো নির্যাতিত, নিষ্পেষিত অথচ ঘুষ, দুর্নীতি অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয়ে যারা অবৈধ অর্থে বিলাসবহুল জীবন-যাপন করেন তাদেরকে নিজ সন্তান থেকে শুরু করে সমাজের স্বার্থান্বেষী মানুষগুলো স্বগৌরবে ঐসব কুলাংগারদের নিয়ে গর্ব করে থাকেন। অথচ সমাজে যারা সৎ পেশায় নিয়োজিত থেকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে উচ্চ বিলাসিতাকে বিসর্জন দেন, ঐসব সৎ নিরীহ সোনার মানুষগুলেকে অন্য লোকতো দূরের কথা নিজের আপন জনেরা পর্যন্ত পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করেন শুধু ক্ষমতা ও অর্থ-বিত্তের বিবেচনায়। তাই বর্তমান সমাজ আজ নীতি-নৈতিকতার বিপরীত স্রোতে ভাসছে। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে অহ-ংকার নামক ব্যাধি থেকে হেফাজতে রাখুন। আমিন।

লেখক: কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট। কুইন্স ভিলেজ, নিউইয়র্ক

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

Emirates السعودية SAUDIA QATAR AIRWAYS القطرية TURKISH AIRLINES

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

website: www.digitaltraveltour.com

We are on Facebook

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও তাদের সময়কাল



ডা. ওয়াজেদ খান

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ৫৮টি নির্বাচনে ৪৫ জন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন এবং শেষ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদের মধ্যে ১৯ জন প্রেসিডেন্ট পুনঃনির্বাচিত হন।
ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট: ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত ১৫ জন প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্র শাসন করেন। দেশটির ৭ম প্রেসিডেন্ট এন্ড্রু জ্যাকসন ছিলেন প্রথম এবং ৪৪তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন বারাক ওবামা।
রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট: রিপাবলিকান পার্টির প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৪ সাল। দলটির মোট ১৯ জন প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণে ছিল হোয়াইট হাউস। যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬১ সালে রিপাবলিকান পার্টি থেকে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হন।
দলটির শেষ এবং ১৯তম প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বাকিরা ছিলেন প্রথম দিকে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান পার্টির ও স্বতন্ত্র।

এক নজরে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ব্যতিক্রমধর্মী তথ্য

- ৮জন প্রেসিডেন্টের জন্ম ব্রিটিশ শাসনামলে। এরা হচ্ছে জর্জ ওয়াশিংটন, জন অ্যাডমস, জেফারসন, ম্যাডিসন, মনরো, কিউ অ্যাডমস, জ্যাকসন এবং হ্যারিসন।
- ৯জন প্রেসিডেন্ট কখনো কলেজেই যাননি। এরা হচ্ছেন- ওয়াশিংটন, জ্যাকসন, ভ্যান বুরেন, টেলর, ফিলমোর, লিংকন, জনসন, ক্লীভল্যান্ড এবং ট্রুম্যান।
- হার্ভার্ড থেকে ডিগ্রী নিয়েছেন ৬ জন: জন অ্যাডমস, কিউ অ্যাডমসম, টি রুজভেল্ট, এফ রুজভেল্ট, কেনেডী এবং জর্জ ডব্লিউ বুশ।
- আমেরিকার ৪৩ জন প্রেসিডেন্টই পর্তুগীজ, ইংরেজ, আইরিশ, স্কটিশ, ওয়েলস, সুইস, অথবা জার্মান-এ ৭টি জাতের উত্তরসুরী।
- সবচেয়ে বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ৬৯ বছর বয়সে এবং সর্ব কনিষ্ঠ কেনেডী ৪৩ বছর বয়সে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
- সবচেয়ে লম্বাকৃতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন লিংকন। তার উচ্চতা ছিলো ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি। আর সবচেয়ে খাটো ছিলেন ম্যাডিসন।
- অনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের ২ বছর আমেরিকা শাসন: ১৯৭৩ সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট স্পাইরো ক্রানিত পদত্যাগ করলে প্রেসিডেন্ট নিক্সন জেরাল্ড ফোর্ডকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করেন এর পরবর্তীতে নিক্সন পদত্যাগ করলে ফোর্ড প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।
- প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন যারা আততায়ীর হাতে নিহত হন: লিংকন, গারফিল্ড, ম্যাককিনলে এবং কেনেডী।
- আততায়ীর হাত থেকে যারা বেঁচে যান: জ্যাকসন, টি রুজভেল্ট, এফ রুজভেল্ট, ট্রুম্যান, ফোর্ড এবং রিগ্যান।
- প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন যে ৮ জন মারা যান: হ্যারিসন, টেলর, গারফিল্ড, ম্যাককিনলে, হার্ডিং, এফ রুজভেল্ট এবং কেনেডী।
- ৪ জুলাই মারা যান/ আমেরিকান স্বাধীনতা দিবসে মারা যান: প্রেসিডেন্ট অ্যাডমস, জেফারসন এবয় মনরো।

লেখক: সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, নিউইয়র্ক।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার থ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট



New Price
বিশাল মুল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, মোরগ, চাকর, টিটি মুরগী ও বড়া মোরগ, বাদি হাঁস, হাঁস ও মোরগের ডিম

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ডোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহুর বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99

মচুর ডাল (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99c
আয়োডাইজ সল্ট (২টি)	.99c

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত শেখ রহমান ও আবুল বি খান বিজয়ী

(৩ পাতার পর)

হলেন- টেক্সাসের অস্টিন থেকে ইউএস কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী ডোনা ইমাম, জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের স্টেট সিনেটর শেখ রহমান, নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ আবুল বি. খান ও পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের অডিটর জেনারেল পদপ্রার্থী ড. নীনা আহমেদ। এছাড়া ড. এমডি রাব্বি আলম মিশিগান স্টেট থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

জানা গেছে, কিশোরগঞ্জের সন্তান শেখ চন্দন দ্বিতীয়বারের মতো ষ্টেট সিনেটর পদে বিজয়ী হয়েছেন। তিনি ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী হিসেবে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের নরক্রস, লিলবার্ন ও লরেন্সভিল নিয়ে গঠিত ডিস্ট্রিক্ট-৫ আসন থেকে নির্বাচিত হন। এর আগে একই আসন থেকে তিনি প্রথমবারের মতো সিনেটর নির্বাচিত হন। এবারের নির্বাচনে শেখ রহমানের বিরুদ্ধে রিপাবলিকানদের কোনো প্রার্থী না থাকলেও নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর পরই তাকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে জর্জিয়া নির্বাচন বোর্ড।

১৯৫৫ সালে তৎকালীন ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার বাজিতপুর থানার সরারচরে পৈতৃক বাড়িতে শেখ মোজাহিদুর রহমান চন্দন জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম নজিবুর রহমান এবং সৈয়দা হাজেরা খাতুন দম্পতির চতুর্থ সন্তান তিনি। চন্দনের এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে। চন্দনের ছোট ভাই কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সহসভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল বলেন, বড় ভাইয়ের বিজয়ে পরিবার, আত্মীয়স্বজনসহ এলাকার সবাই আনন্দিত। তিনি জানান, ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যান চন্দন। ছাত্রজীবনেই তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হন।

অপরদিকে বৃহস্তর বরিশালের পিরোজপুরের সন্তান আবুল বি খান নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্য থেকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে ইউএস কংগ্রেসম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এ নিয়ে টানা চারবার নির্বাচিত হলেন এই রিপাবলিকান নেতা। আবুল খান বলেন, সব সময় বাংলাদেশ নিয়ে ভাবি। বাংলাদেশী আমেরিকানদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই সামনে এগোচ্ছি।

এছাড়া টেক্সাসের অস্টিন নিয়ে গঠিত ইউএস কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট-৩১ থেকে প্রার্থী হন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ডোনা ইমাম। তবে তিনি হেরে গেছেন। ডেমোক্র্যাট দলীয় এই প্রার্থী ভোট পেয়েছেন এক লাখ ৭৪ হাজার ৩৯৪টি বা ৪৪.৩ শতাংশ। বিজয়ী রিপাবলিকান প্রার্থী জন কারটার পেয়েছেন দুই লাখ ১০ হাজার ৭৬৮ বা ৫৩.৫ শতাংশ ভোট।

অপরদিকে পেনসিলভানিয়া রাজ্যের অডিটর জেনারেল পদে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ে নামেন আরেক বাংলাদেশী-আমেরিকান ড. নীনা আহমেদ। তবে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তার জয়-পরাজয়ের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ইতিপূর্বে দলীয় প্রাইমারতে তিনি বিজয়ী হন।

ড. নীনা ইতোমধ্যে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার এশিয়াবিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছেন। ফিলাডেলফিয়ার মতো বড় একটি শহরের ডেপুটি মেয়রের দায়িত্বও পালন করেছেন। দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় ধরে অভিবাসীদের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে কাজের পাশাপাশি সততা ও দক্ষতার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসা ড. নীনার পক্ষে প্রবাসীদের মধ্যেও ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।

বিজয়ের পর শেখ রহমানের প্রতিক্রিয়া: বিজয়ের পর শেখ রহমান সব প্রবাসী প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা এবং মাতৃভূমি বাংলাদেশের মানুষ তার জন্য দোয়া করায় তিনি সকল মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সবার আশীর্বাদে বহুজাতিক একটি সমাজে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হওয়ার মধ্যে অন্যরকমের একটি আনন্দ রয়েছে-যা আমাকে আরও সামনে এগোতে সহায়তা করবে। শেখ রহমান বলেন, স্টেট পার্লামেন্টে থাকলেও জাতীয়ভিত্তিক যে কানেকশন রয়েছে ইউএস সিনেট এবং ক্যাপিটল হিলে, তাকে অবশ্যই বাংলাদেশী আমেরিকান ও বাংলাদেশের সামগ্রিক কল্যাণে কাজে লাগানোর প্রয়াস অব্যাহত রাখব। উল্লেখ্য, তার নির্বাচনী এলাকার ভোটারের সংখ্যা ১৪,৯০৪। এর মধ্যে শখানেক বাংলাদেশী আমেরিকান রয়েছেন। অর্থাৎ ভিন্ন ভাষা, বর্ণ আর ধর্মের মানুষের প্রিয় একজনে পরিণত হওয়ায় জনপ্রতিনিধি হিসেবে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। কমিউনিটির ব্যাপারে শেখ রহমানের পরামর্শ হচ্ছে: বাঙালীত্ব হৃদয়ে ধারণ করে প্রতিবেশী সব ভাষা-বর্ণ-ধর্মের মানুষের সঙ্গেও গভীর সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তাহলেই যে কোনো নির্বাচনে বিজয়ের পথ সুগম হয়।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকার অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর কিছের সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিভাগে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে বাংলার ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীদের দেশী সাংবাদিকদের এবারো আলোচনা করছি। এই আলোচনার লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী লিভিংস্টর্ন ম'সুলে আইনের উপর পড়াশোনার করেছেন। তিনি ব্যাচিলর্স অব আর্ট থেকে ইমিগ্রেশন আ' এবং বিজনেস আ'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি লিভিংস্টর্ন স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন আ' ইন্সার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মিতালী হকের প্রশ্নঃ

আমার বোন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলো। তারপর বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বিষয়টি এম্বেসীকে জানানো হয়নি। এরপর আমার বোন এদেশে এসে থাকার পর আবার বাংলাদেশে গেছে। আমার বোনের এবারের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ এক বছর পেরিয়ে গেছে। তাই আমার জানার ইচ্ছা আমার বোনটি স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আবার এদেশে চল আসতে পারবে? সে কি ঢাকা ইউএস এম্বেসীতে গিয়ে প্রয়োজনে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে পারবে? আমার বোন তার স্বামীকে এদেশে আনতে চায়। এসব বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। এমন প্রশ্ন আগেও দেখেছি বলে আজ আমিও লিখলাম।

মিতালী হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এক বছরের কম সময় এদশে বাইরে অবস্থান করতে পারেন। এক বছর বা তার বেশি সময় এদশের বাইরে অবস্থান করলে গ্রিনকার্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইমিগ্রেশন ইউএস এর প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

তবে রি-এন্ট্রির ব্যাপারে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে একবছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে দুই বছরের জন্যে অনুমতি সাপেক্ষে রি-এন্ট্রি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারীকে এদেশের বাইরে যাবার আগেই এখান থেকেই তাকে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে হবে।

এই রি-এন্ট্রির আবেদনের সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই এদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে একজন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আপনি আপনার বোনের বিষয়ে আরো যা জানতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে স্পস্ট করে করে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে। যা হয়তো সাক্ষাতে আলোচনা ক রার সময় আপনি উল্লেখ করতে পারবেন। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পউসের জন্যে ইমিগ্রেশনের আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেই আবেদনকারী স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে যথাযথ গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবু হামিদের প্রশ্নঃ

আমি আজ এই চিঠিটি লিখছি আমার এক বন্ধুর জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে। আমার বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি আমার বন্ধুর বাবার জন্যে অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে ঐ ভাইয়ের সন্তানেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাবা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাই মারা গিয়েছেন। সে কারণে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এখন ঐ আবেদনের অবস্থা কেমন হবে?

আবু হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ



প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

১। ২১ নিম্ন এবং

২। ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরিতে পড়ে।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

সন্তান (২১ নিম্ন/২১ উর্ধ)বিবাহিত ও অবিবাহিত

মা-বাবা এবং

ভাইবোন

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয়না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।এই ক্যাটেগরীর অপেক্ষার সময় আনুসাঙ্গিক দশ বছরের বেশি। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবা ছিলেন বেশি-ফিশিয়ারী এবং তিনি মারা গেছেন। এর ফরে অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভূক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

কুইন্স থেকে ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নঃ

আমি কিছুদিন হয় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি। সেকারণে বাংলাদেশে গিয়ে আমার পছন্দের একজন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীকে এখানে আনার ব্যাপারে আমি উপযুক্ত হবো কিনা? আর গ্রিনকার্ড নিয়ে ঝামেলাহীনভাবে দেশে গিয়ে কতদিন অবস্থান করতে পারব?

ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তান-এর জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেজন্যে আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

পিটিশনার যদি ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী হন তবে শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশান ফাইল করতে পারেন। আর বেনিফি-শিয়ারী যদি ইউএস সিটিজেন হন আর বেনিফিশিয়ারী যদি বাংলাদেশী হন হবে আই-১৩০ পিটিশান ফাইলের দরকার নেই। ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হবার কারণে বিয়ের পরেই তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করা যাবে।

গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে পড়েন। আর আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী তাই আপনি দেশে একবছরের কম সময় সেখানে অবস্থান করতে পারেন কোন অনুমতি ছাড়াই। আপনার যদি এক বছর বা তার বেশি সময় থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে দুই বছরের অনুমতি নিয়ে দেশে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। তবে এতে করে গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও আপনাকে আবারো একাধারে ক্রমাগত পাঁচ বছর এদেশে অবস্থান করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে আপনি একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

আর একটি কথা আমরা প্রায় সবসময় বলে থাকি আর তা হচ্ছে যে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

জেল হত্যা সেনাবাহিনীর নৃশংস বর্বরতার উদাহরণ



সামসুদ্দীন আজাদ

তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাতের অন্ধকারে আওয়ামী লীগের চার জাতীয় নেতাকে নৃশংসভাবে খুন করে স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কতিপয় জারজ সন্তান এবং এই হত্যার মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনী নৃশংস বর্বরতার আরো একটি খারাপ উদাহরণ সৃষ্টি করলো। আর সেইদিন থেকে বাঙালী জাতি এই দিবসটিকে জেল হত্যা দিবস হিসাবে শ্রদ্ধা ভরে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে নিহত চার জাতীয় নেতাকে স্বরণ করে। যে চার জাতীয় নেতাকে খুন করা হল তারা ছিলেন 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের চলার সাথি, বিশ্বস্থ সহকর্মী এবং সুহৃদ। তারা হলেন- উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, মুজিব নগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ক্যাপটেন মনসুর আলী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান। সে খুনিরা একই বছরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে খুন করে জিয়াউর রহমানের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বিনা পাসপোর্টে রাতের অন্ধকারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই তারা সুপরিকল্পিতভাবে চার জাতীয় নেতাকে কারাভ্যন্তরে খুন করে নিশ্চিত হলো- যে শত চেষ্টা করেও আওয়ামী লীগ আর রাষ্ট্র ক্ষমতায় ফিরে আসবে না। এমন চিন্তা থেকেই তারা সেদিন এমন নির্মম হত্যাকান্ডটি ঘটিয়েছিল।

কি ঘটেছিল সেদিন আর কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল চার জাতীয় নেতাকে সেটি জানা যাক। সেদিনের সেই বর্বরোচিত অমানবিক হত্যা কাণ্ডটির প্রেক্ষাপট জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাই। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মধ্যরাত আনুমানিক রাত ১টা থেকে ২টার মত হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মেইন ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল একটি পিকআপ ভ্যান যেটির রং ছিল জলপাই রং। গাড়িতে ছিল ৬ জন জুনিয়র সামরিক কর্মকর্তা। তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন আমিনুর রহমান। সেনাবাহিনীর গাড়িটি জেল গেটে পৌছার পর পর জেলারকে ওপার থেকে ফোন করে বলা হয়- প্রেসিডেন্ট কথা বলবেন, তখনকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেনাবাহিনী কর্তৃক ধৃত জোর করে ধরে এনে রাষ্ট্রপতির পদে বসিয়ে দেয়া রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোস্তাক। প্রেসিডেন্ট ফোন দিয়ে জেলারকে বললেন, ফোনটা আইজি সাহেবকে দাও, আইজি ফোন উঠাতে ওপার থেকে খন্দকার মোস্তাক তথাকথিত প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দিলেন- আর্মি অফিসারেরা যা চায়- সেটা তোমরা কর। অর্থাৎ কুখ্যাত মোস্তাক সেনাবাহিনীর বিপথগামী সন্তানদের জেল গেটে পাঠালেন চার জাতীয় নেতাকে খুন করতে। আর সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেই কাজটি করলো। এখানে বলা প্রয়োজন সেনাবাহিনী চেয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে খুন করে পরবর্তীতে এই চার জাতীয় নেতাকে খুন করলে আর কোন দিন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারবে না।

এক পর্যায়ে আদেশ আসে জেলারের কাছে চার নেতাকে একত্রিত করতে। জেলারের বর্ণনা অনুযায়ী সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহামদ সাহেব ছিলেন একটি কক্ষে। আর ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান সাহেব ছিলেন অন্য আরেকটি কক্ষে। সবাইকে একই রুমে আনা হয়। নেতাদেরকে এক রুমে জড়ো করার আগে স্ব স্ব রুমে গিয়ে দেখা গেছে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী কাপড় পাল্টাচ্ছিলেন, তাজউদ্দিন আহামদ সাহেব কোরান শরিফ তেলওয়াত করছিলেন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব হাত মুখ ধুয়ে ছিলেন অর্থাৎ অযু করছিলেন। জেলার সাহেব যখন নেতাদের বলছিলেন- জেল গেটে সেনারা এসেছে। তারা কেউ একটিবারের জন্য জেলারকে জিজ্ঞাস করেনি কেন এসেছে সেনারা? এবং তাদের কোথায় নেয়া হচ্ছে সেটাও জিজ্ঞাস করেনি বা জানতে চায়নি। চার নেতাকে ভিন্ন ভিন্ন রুম থেকে আনতে সামান্য দেরী হচ্ছিল দেখে, সেনা কর্মকর্তারা অকথ্য ভাষায় আইজি সাহেবকে গালিগালাজ শুরু করে। সেদিনের সেই সেনা কর্মকর্তারা যম সেজে জেল গেটে চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করতে






এসেছিল- ওরা স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনীর সদস্য হলেও ওদের জন্ম দিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। তাই ওদের আচরণ হয়েছে পাকিস্তানীদের মত রুক্ষ, বদমেজাজী, নির্মম ও নিষ্ঠুর। এমন নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পরও তাদের পরিবারকে কিছুই জানানো হয়নি। পরের দিন ৪ নভেম্বর সকালে ঢাকার এক বাসিন্দা জনাব তাজউদ্দিনের বাসায় এসে জানান যে, তিনি গত রাতে ভোরে কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতরে গুলির শব্দ শুনেছেন। তারপরও খুব সহজে এই চার জাতীয় নেতার লাশ ফেরত দিতে চায়নি। এই ছিল ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যার পর আরেকটি নৃশংসতা ঘটিয়েছিল আমাদের সেনাবাহিনী।

প্রশ্ন হল কেন সেনাবাহিনী এমন নৃশংসতা দেখানোর সুযোগ পেল- কে বা কারা এর পেছনে নেপথ্যে কাজ করেছিল। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষন করলেই বুঝা যাবে কারা এটি ঘটিয়েছে এবং কারা এর বেনিফিসিয়ারী। এই কাজটি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোস্তাকের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্দেশে হয়েছে ঠিকই-তখন কিন্তু বঙ্গভবনে সেনা কর্মকর্তারা নিজেরাই ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ রেখেই রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে এ কাজটি করিয়েছিল। এই জঘন্য কাজটির জন্য মেজর জিয়াকে দায়ী করা হয় কারণ পরবর্তীতে তিনিই এদেশে সামরিক আইন জারী করে রাষ্ট্রপতি হন আবার চীফ মার্শাল, ল এডমিনিষ্ট্রেটর হন। তিনিই খুনিদের রাতের অন্ধকারে বিদেশে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। খুনিদের বীনা পাসপোর্টে বার্মা পাঠিয়ে দেয়া হয় পরে আবার পাসপোর্ট বানিয়ে সেখান থেকে ভারত, পাকিস্তান, লিবিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পালিয়ে গিয়ে থাকতে সাহায্য করা হয় সব রকম কুটনীতিক সুবিধা দিয়ে। খুনিদের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে ব্যবসা বাণিজ্য করারও সুযোগ করে দেয়া হয়। শুধু তাই নয় খুনিদের এই খুনির দোসর স্বৈরাচারী জিয়া তার সরকারের আমলে বিভিন্ন দূতাবাসে, হাইকমিশনে উচ্চতর পর্যায়ে চাকুরী দিয়ে সম্মানিত করা হয় আর খুনিদের স্ত্রী-পুত্র যারা দেশে রয়ে গেছে তাদের দেখাশুনার দায়িত্বও স্বৈরাচারী জিয়া নিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বঙ্গবন্ধু সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী খন্দকার মোস্তাককে রাষ্ট্রপতি করার তিন মাসের কম সময়ের মধ্যে তাকে সরিয়ে এই স্বৈরাচারী জিয়া ক্ষমতা দখল করেন। জিয়াকে ক্ষমতায় বসানোর মাত্র ৪ দিন আগেই চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়। ১৫ আগস্টের ৯ দিন পর তৎকালীন সেনাপ্রধান সফিউল্লাকে সরিয়ে উপপ্রধান জিয়াকে সেনাপ্রধান এবং এরশাদকে ছয় মাসের মধ্যে দু'টি পদন্নোতি দিয়ে উপপ্রধান সামরিক কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়।

এই ছিল মোটামুটি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আর ৩ নভেম্বরের ভয়াবহ ঘটনার নেপথ্য কাহিনী। প্রিয় পাঠক একবার ভেবে দেখুন সারা জীবন বঙ্গবন্ধু জেল-জুলুম, নির্যাতন সহ্য করলেন দেশটাকে স্বাধীন করে দিয়ে গেলেন। জীবনের প্রায় ১৪টি বছর তাকে জেল জীবন কাটাতে হয়েছে। তার সহযোগী, সহকর্মী রাজনৈতিক সতির্থ ৪ জাতীয় নেতা সহ আওয়ামী লীগের লক্ষ কোটি নেতা-কর্মী এবং তৎকালীন সাড়ে সাত কোটি মানুষ মুক্তির নেশায়- স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখেছিল। আওয়ামী লীগ নেতারা জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিল মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করে সুশৃংখলভাবে এটিকে কনটিনিউ করার জন্য। কারণ বঙ্গবন্ধুকে ২৫ শে মার্চের রাত্রেই পাকবাহিনী বন্দি করে পাকিস্তানের রাওয়াল পিণ্ডির কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে প্রবাসী সরকার যাকে মুজিব নগর সরকার বলা হয়, সেটি ছিল মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত। বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল এখানে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানী ছিল চুয়াডাঙ্গা। তৎকালীন বৈদ্যনাথতলা বর্তমান মুজিব নগরের আম্রকাননে ১৭ই এপ্রিল সরকারের মন্ত্রী পরিষদ শপথ নিয়েছিল। এই সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য সব চেষ্টা সব ত্যাগ করেছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এবং এদেশের জনগন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ, দীর্ঘ ৯ মাস ভারতে অবস্থান, প্রশিক্ষণ নেয়া, দেশে ফিরে এসে রনাঙ্গণে যুদ্ধ করা নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা এসব চেলেঞ্জিং কাজগুলো সম্ভব হয়েছিল নিতান্ত দেশ প্রেমের তাড়না থেকে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর অগাধ বিশ্বাস আর আস্থা ছিল বলে- বীর বাঙালী দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে নিয়েছিল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের নির্দেশনায়। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা পেলাম, ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরে এলেন এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়ে দেশটাকে পুণর্গঠনের চেলেঞ্জ নিয়ে, মহাপরিকল্পনা নিয়ে পথ চলা শুরু করতেই মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় কিছু উসৃংখল-উন্মাদ জারজ মিলিটারী জাতির পিতাকে নৃশংসভাবে খুন করলো এবং একই বছর নভেম্বরের ৩ তারিখ আওয়ামী লীগের ৪ (চার) স্তম্ভ, বরেণ্য নেতৃবৃন্দকেও রাতের অন্ধকারে খুন করলো একই বর্বর অশভ্য জারজ মিলিটারীর কতিপয় উন্মাদ।

বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতাকে খুন করে তারা এদেশের সংবিধানে বিশেষকাল আইন সংযোজন করে যার নাম ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ। অর্থাৎ এসব খুনিদের বিচার করা যাবে না। তারা যে কাজটি করেছে-এটিকে পরবর্তী ক্ষমতাসীরা অর্থাৎ জিয়া, এরশাদ এবং বিএনপি এমন অপরাধকে বৈধতা দিয়েছে। জিয়া খুনিদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকুরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছে, এরশাদ একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে আর খালেদা জিয়া আরও একধাপ আগবাড়িয়ে খুনিদের বিদেশ থেকে এনে সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ দিয়ে-সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা বানায়। দেশের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে '৭৫ এর মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়ে জিয়া এদেশে সন্ত্রাসের জন্ম দিয়ে গেছে। তার সন্ত্রাস সৃষ্টির সুবিধাভোগী এরশাদ এবং তার স্ত্রী খালেদা জিয়া। এরশাদ দীর্ঘ সাড়ে নয় বছর ক্ষমতা ধরে রেখেছিলেন এবং জিয়ার স্ত্রীকে দু'টি বাড়িও উপহার দিয়ে গেছেন। আর '৯১ তে বেগম ক্ষমতায় এসে '৭৫ এর খুনিদের বিচার চাওয়ারও কোন সুযোগ দেয়নি। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগের ২৪০০০ হাজার নেতাকর্মীকে খুন করেছে, হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, জঙ্গীবাদের উত্থান এসবই বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে জন্ম নিয়েছে এদেশে।

লেখক: সহ সভাপতি-যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

MITU DISABILITY CENTER




ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

বাইসাইকেল পাথ নেটওয়ার্ক

মতি লাল দেব রায়

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেশী হওয়ায় এবং অধিক সংখ্যক যানবাহনের ধুয়ায় অনবরত বায়ুদূষণ হচ্ছে এবং বহু ধরনের যানবাহনের একই রাস্তায় চলাচলের কারণে প্রতি দিন ঘটছে দুর্ঘটনা এবং দুর্ঘটনায় অনেক নিরীহ মানুষের জীবন হানি হচ্ছে। তাছাড়া বর্তমান অনুপাতে গাড়ির সংখ্যা বাড়তে থাকলে ভবিষ্যতে রাস্তাঘাট মানুষ চলার জন্য অনুপযুক্ত হয়ে যাবে। বাংলাদেশ প্রতি বছর তার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বড় একটি অংশ জ্বালানী বাবত খরচ করতে হচ্ছে। দেশের সকল নাগরিকের একটি নিজস্ব গাড়ি কেনার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই ইত্যাদি বিষয় মাথায় রেখে এবং ইউরোপীয় দেশের বিশেষ করে নেদারল্যান্ডের মত কম জনসংখ্যার দেশের বাই-সাইকেল ব্যবহার দেখে আমি উৎসাহিত হয়ে এই উদ্যোগ শুরু করার চেষ্টা করছি, তাছাড়া বাইসাইকেল তৈরির প্রযুক্তি এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ বাংলাদেশ তৈরি করতে সক্ষম। দেশে এখন ২টি কারখানা বাইসাইকেল উৎপাদন করে চলছে ভবিষ্যতে আর ও কয়েকটি সাইকেল তৈরির কারখানা তৈরি করলে দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে ও রপ্তানি করা যাবে। বাংলাদেশে মোট হাইওয়ে ৩,৭৯০.৮৬১ কিলো, মোট আঞ্চলিক হাইওয়ে ৪,২০৬.১২১ কিলো, মোট জিলা রোড ১৩,১২১.৭৫৭ কিলো, মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ২১,১১৮.৭৩৯ কিলো। তাই এই সড়কের সমান্তরাল বাইসাইকেল পথ তৈরি করা অসম্ভব নয়। দেশীয় প্রযুক্তি দিয়ে, স্থানীয় শ্রমিক দিয়ে বাইসাইকেল পথ তৈরি করা সম্ভব, যে দেশ পদ্মা সেতুর মত একটি বিশাল প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে করতে পারে সেই দেশের জনগণের সরকার এই বিকল্প যানবাহন তথা বাইসাইকেল পথ তৈরি করতে ও পারবে। শুধু বিদেশী অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এর কাছ থকে অভিজ্ঞতা নেয়া যেতে পারে বিশেষ করে নেদারল্যান্ডের নেটওয়ার্ক নিজ চোখে যদি বাংলাদেশের সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের ৪ জন ইঞ্জিনিয়ার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন সচিব ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায় অথবা যুগ্ম সচিব, একজন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, একজন উপজেলা চেয়ারম্যান, ২ জন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং একজন ভাল ইংরেজি জানা দু'ভাষী সমন্নয়ে টিম গঠন করে বাইসাইকেলের রাজধানী খ্যাত নেদারল্যান্ডের রাজধানী অ্যামস্টারডাম শহর এবং সে দেশের বাইসাইকেল পথ এবং নেটওয়ার্ক নিজ চোখে দেখে কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলাপ আলোচনা করে নেদারল্যান্ডের সরকারের কারিগরি এবং বিশেষজ্ঞ সহায়তা নিয়ে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তারপর বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থা, জলবায়ুর অবস্থা, বন্যা ইত্যাদি বিষয় চিন্তায় রেখে একটি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং সেই মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারণ করে বাস্তবায়ন শুরু করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে জাতীয়ভাবে একটি জরিপ করে দেখতে হবে দেশের কোন কোন এলাকা দিয়ে এই বাইসাইকেল পথ তৈরি করা যায়। বর্তমানে যে সকল রাস্তায় জনসাধারণ চলাচল করেন, সেই সকল রাস্তার সমান্তরাল বাইসাইকেলের জন্য আলাদা পথ তৈরি করা যায় কিনা, করলে জনগণের কোন ক্ষতি হবে কিনা। তারপর দেশের প্রায় সব কটি জেলাতেই ছোট অথবা বড় আকারের নদী বহমান, কোন কোন কোন নদীর পার প্রকৃতিগতভাবে আছে এবং কোন কোন নদীর পাওে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাধ তৈরি করা হয়েছে। নদীর পারকে বাইসাইকেল চলার মত উপযোগী করে তুলা খুব কঠিন কাজ নয়, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধগুলাকে আরও উন্নত করে বাইসাইকেল পথ হিসাবে বাইসাইকেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা যেতে পারে।

বাংলাদেশে মোট ২৮৯৫ কিলোমিটার রেল লাইন আছে, এই সকল রেল লাইনের পাশ দিয়ে ছোট সরু রাস্তা আছে এই রাস্তাকেও বাই-সাইকেল পথ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পথগুলাকে শুধু মেরামত করতে হবে। বাংলাদেশের সকল জেলা থেকে ঢাকা পর্যন্ত যে রাস্তা আছে সেগুলার সমান্তরাল আরেকটি ছোট পথ তৈরি করতে হবে এবং এই জেলা থেকে উপজেলার সঙ্গে সংযুক্ত কারি রাস্তার পাশাপাশি সমান্তরাল আরেকটি পথ বাইসাইকেলের জন্য তৈরি করতে হবে। সাইকেলের জন্য আলাদা পথ, ঢাকার ফুটপাত,জেলা শহরের ফুটপাথ,আন্ত-জেলার রাস্তার ফুটপাথ, নদীর পারের বাধ,রেল লাইনের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া ফুটপাথ, উপজেলার গ্রামের সাথে সংযোগকারী রাস্তার দুই ধার, চা বাগানের লিঙ্ক রোড, জাতীয় উদ্যানের ভিতর প্রবেশ রাস্তা থেকে হাইওয়ে রাস্তা পর্যন্ত। ইত্যাদি জায়গাকে বাইসাইকেলের চালানোর জন্য উপযুক্ত করে তৈরি করে নিতে হবে। ফেরিঘাটে আলাদা ফেরি, প্রতি উপজেলায় একটি সাইকেলের দোকান, সাইকেল পার্কিং এর জায়গা তৈরি করে সকল প্রয়োজনীয় অনুসাঙ্গিক সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে দিতে হবে। এখন থেকে প্রত্যেক বাড়ির নূতন ডিজাইন তৈরির সময় সাইকেলের জন্য গ্যারেজ স্থাপন, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাইকেল পার্কিং করার জন্য আলাদা সুরক্ষিত ব্যবস্থা রাখতে হবে, যে সকল স্থানে, মানুষের যাতায়াত আছে সে সকল স্থাপনার সামনে সাইকেল পার্কিং এর ব্যবস্থা করা, বাস স্ট্যান্ডের কাছে একটি করে সাইকেল পার্কিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে বাস যাত্রীরা বাস থেকে নেমে নিজের ভাড়া করা সাইকেল দিয়ে গন্তব্যে যেতে পারেন। দেশের মানুষের বাইসাইকেলের চাহিদা মেটানোর জন্য কয়েকটি অস্থায়ী সাইকেল বিক্রয় কেন্দ্র সরকার কর্তৃক খুলতে হবে যেখান থেকে সাধারণ জনগণ ন্যায্য মূল্যে বাইসাইকেল পেতে পারে। প্রত্যেক উপজেলাতে একটি করে বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। দেশের সকল হাই স্কুল, কলেজে ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে, সাইকেল গ্যারেজ এবং পার্কিং এর জন্য আলাদা জায়গা নির্ধারণ করে দিতে হবে। সাত বিভাগে ৭টি বাইসাইকেল তৈরির কারখানা স্থাপন করার জন্য জমি, অবকাঠামো তৈরি করে দেশিয় বাইসাইকেল তৈরি সকল ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া এই প্রকল্প টিকসই হবে না। বাইসাইকেল চালকদের রাস্তার নিয়ম-কানুন মেনে চলার জন্য এবং সাইকেল ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা পুলিশকে দায়িত্ব দিতে হবে। যানবাহনের ও ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ট্র্যাফিক রোল আছে টিক সেই মোতাবেক বাইসাইকেলের জন্য আলাদা ট্র্যাফিক রোল তৈরি করে জাতীয় সংসদের অনুমোদন নিতে হবে।

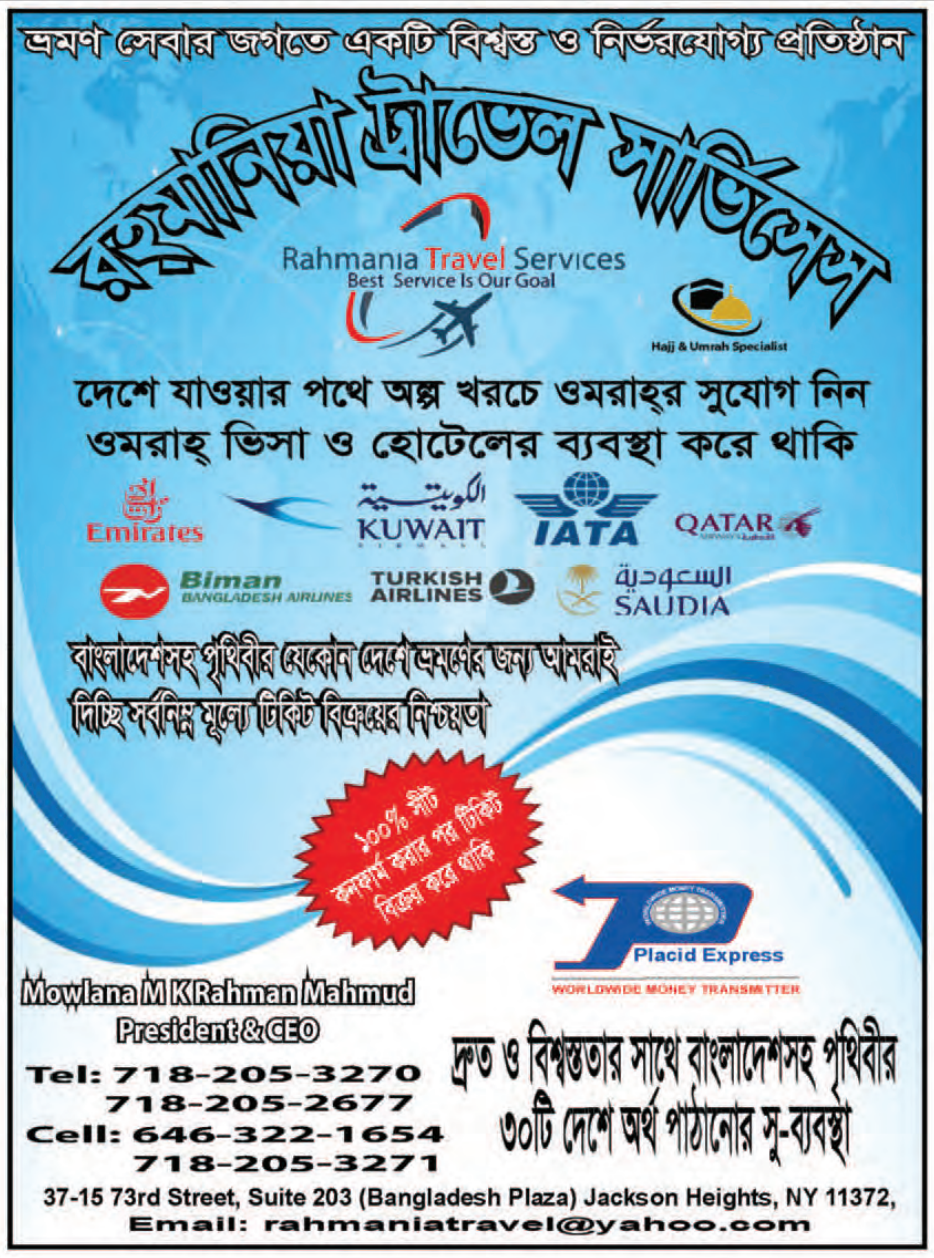
বাইসাইকেল চালানো মেয়েদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্ক যুক্ত তাই যত অধিক সংখ্যক মহিলা বাইসাইকেল চালাতে এগিয়ে আসেন সেই লক্ষ্যে প্রচারণা চালাতে হবে,স্কুল কলেজে এ অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীদেরকে বাইসাইকেল বেবহার করার জন্য উৎ-সাহী করে তুলতে হবে। জাতীয় গণমাধমে এই প্রচারণা চালাতে হবে। মেয়েরা বাইসাইকেলে যখন চড়ে একা একা বাজারে যাবে বাজার করতে, ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে নিয়ে যাবে এবং নিয়ে আসবে তখন তারা নিজেরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে আত্মনির্ভর হবে এবং পুরুষদের উপর নির্ভরতা কমে আসবে। ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে যখন সাইকেলর প্রচলন শুরু হয় তখন মেয়েরা সাইকেল চড়া শুরু করে তখন তাড়া বলত যে সাইকেল চড়া তাদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করেছে তাছাড়া সাইকেল চড়া শুরু করার পর তাদের নিজেদের মধ্যে আস্থা বেড়েছে যা তাদেরকে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে ও সহায়ক হয়েছে তাই সে দেশগুলাতে এখন ছেলে মেয়ে সকলে সাইকেল এ করে হাট বাজার স্কুল কলেজে যাতায়াত করে। সাইকেল এ করে ছোট ছেলে মেয়েদের স্কুলে নিয়ে যায়। মহিলাদের স্বল্প খরচে চলাফেরার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় তাদের যোগাযোগ ও গতি বেড়েছে, যা মহিলাদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে অংশ গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। মেয়েদের চলা ফেরার স্বাধীনতা বৃদ্ধি করেছে। যখন একজন মহিলা বাইসাইকেল চরেন তখন নিজেকে স্বনির্ভর ও নিজেকে স্বাধীন মনে করেন, যা তাদের জীবনের গতি ও কার্যক্রম বাড়িয়ে দিয়েছে। এই প্রকল্প সারা দেশে একসাথে শুরু করা যায় অথবা- একটি বৃহত্তর জেলা থেকে এই কাজটি শুরু করে সফলতা পাওয়া যাবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম- বাইসাইকেল চলার উপযোগী আলাদা পথ তৈরি করা এবং যে সকল গ্রামীণ রাস্তা আছে সেগুলাকে সংস্কার করা। সকল বড় নদী ছোট নদীর পার মেরামত করা। যে সকল নদীর উপর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ আছে সেগুলাকে অ্যারো মজবুত করা এবং বাইসাইকেল চলার উপ-যুগি করে তুলা। উপজেলার কেন্দ্র বিন্দু থেকে জেলা শহরের সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তার সমান্তরাল বাইসাইকেল পথ তৈরি করা এবং জেলা থেকে ঢাকাগামী সকল রাস্তার সমান্তরাল বাইসাইকেল পথ তৈরি করা। সারা দেশে জনসাধারণ যাতে বাই-সাইকেল ন্যায্য মূল্যে পেতে পারে সেই জন্য প্রতি উপজেলা সদরে একটি সরকার অনুমোদিত বাইসাইকেল বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে সেখানে বাইসাইকেলের সরবরাহ নিশ্চিত করা। যোগাযোগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের এর যৌথ উদ্যোগে দেশীয় প্রযুক্তিতে বাইসাইকেল তৈরি করা শুরু করতে হবে। প্রকল্পের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করা যেমন অফিস ঘর, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কেন্দ্রীর বাইসাইকেল পার্ক। প্রকল্পের কর্মকর্তা পরিচালক নিয়োগ এবং স্টাফ ম্যানুয়াল তৈরি করা। সারা দেশে সাইকেল পার্কিং স্টেশন নির্মাণ করা। প্রকল্প শুরুর প্রাক্কালে একটি মাঠ জরিফ করে কত কিলো মিটার ছোট পথ এবং কত কিলো মিটার বড় পথ করার প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণের করে এবং একটি জাতীয় রোড ম্যাপ তৈরি করে সেটা অনুসরণ করে এগুতে হবে নাইলে কর্মসূচি সফল হবেনা। বাইসাইকেল চালক-কে সরকার কে ট্যাক্স দিতে হবে কি না তা নির্ধারণ করে দিতে হবে। পৃথিবীর যে সকল দেশে বাইসাইকেল সকল শ্রেণির মানুষ বেবহার করে সেই সকল দেশে চালক-কে কোন রোড ট্যাক্স দিতে হয় কিনা তা দেখে শুনে বুজে ঠিক করতে হবে বাংলাদেশে ট্যাক্স এর বাধ্য বাধকতা থাকবে কিনা। দেশে চলাচল কারি সকল বাস কোম্পানির সাথে আলোচনা করে তার যাতে বিনা খরচে যাত্রীরা বাইসাইকেল বাসে করে নিতে পারে সে ব্যাপারে একটি লিখিত চুক্তি করা যেতে পারে। প্রত্যেক সাইকেল এ সাইকেল বেল থাকতে হবে যাতে করে সাইকেল ব্যবহার কারিগর পিছন থেকে ও শুনতে পান। সাইকেল রোল না মানলে জরিমানার বিধান রাখার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন হতে পারে। আপনি যদি রাত্রে বাইসাইকেল চালান তাহলে অবশ্যই বাতি লাগাতে হবে এর সাথে রিফ্লেকটার বাতি ও লাগাতে হবে। এই নিয়ম অবশ্যই পালন করতে হবে। বাতি এবং রিফ্লেকটারের জন্য কিছু শর্ত, সামনের বাতি-সাদা অথবা হলুদ পিছনের বাতি-লাল অবশ্যই সোজাসুজি সামনের দিকে থাকতে হবে। অন্যান্য যানবাহনের মত নিয়ম মেনে সাইকেল আরোহীদের রাস্তার বাম পাশে চলতে হবে। সব সময় সাইকেলের জন্য নির্ধারিত পথে চলতে হবে, অন্যান্য যানবাহন চলাচলকারি রাস্তায় চলা যাবেনা। কিছু কিছু রাস্তা সাইকেল পথ হিসাবে ব্যবহৃত হবে। কিছু কিছু রাস্তা আছে যানবাহনের সাথে সাইকেল ও চলতে পারবে। যদি সাইকেল আরোহীদের জন্য কোন ট্রাফিক রুল না থাকে তাহলে সংসদে এব্যাপারে নূতন বাইসাইকেল আইন তৈরি করতে হবে এবং এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যাবতীয় অবকাঠামো তৈরি এবং রাস্তার নেটওয়ার্ক তৈরির দায়িত্ব থাকবে স্থানীয় সরকার ও পল্লীউন্নয়ন মন্ত্রণালয় প্রকৌশলী তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাট স্টাডি করে দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিবেন এবং তারা নিয়ম অনু-যায়ী একনেকের সভায় এই প্রকল্প প্রস্তাবনা উপস্থাপন করবেন, তারা সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে এবং মাট পর্যায়ের পর্যবেক্ষণের প্রতিবেদনের উপর শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন দিবেন। অ্যামস্টারডাম শহরকে সাইকেলের রাজধানী বলা হয়ে থাকে কারণ এখানের সকল বাসিন্দারা সাইকেলে চলা ফেরা করেন এবং প্রত্যেক পরিবারে সকল সদস্যদের সাইকেল আছে। নেদারল্যান্ড হচ্ছে যেখানে সকল স্কুল কলেজে সকল ছাত্রছাত্রীগণ বাইসাইকেল ব্যবহার করেন। আমাদের দেশে যেমন গ্রামীণ জনপদে ছাতা নিত্য সঙ্গী সেই দেশে বাইসাইকেল নিত্য সঙ্গী। নেদারল্যান্ডে যত রকম উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়না কেন বাইসাইকেল আরোহীদের যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেই দিকে খেয়াল রাখা হয়। এখানে সকল পর্যায়ের মানুষ সকালে শপিং করতে, স্কুলে যেতে, বেড়াতে যেতে, তারা ছুটিতে ও বাইকে নিয়ে যায় শিশু, কুকুরের বাচ্চা, কাপড় ইত্যাদি কার্গো বাইসে-কেল নিয়ে যায়, যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে, সব জায়গায় বাইসাইকেল নিয়ে আসা হয়। সকল ট্রেন স্টপে সাইকেল গ্যারেজ আছে, দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাইসাইকেল গ্যারেজ আছে, অধিকাংশ ছাত্ররা বাইসাইকেল ব্যাবহার করে। কেউ যদি দূরবর্তী স্থানে সময়ের স্বল্পতার কারণে ট্রেনে যায় সাথে করে ফৌলডিং বাইসাইকেল নিয়ে যান, ট্রেনে গন্তব্যে পৌঁছার পর আবার বাইসাইকেলে চরে গন্তব্যে চলে যান। সেই দেশে ট্রেনে বা বাসে বিনা খরচে বাইসাইকেল নিয়ে যাওয়া যায়। নেদারল্যান্ডে সাইকেলের জন্য আলাদা বাইসাইকেল সড়ক আছে যা সারা দেশের শহর ও গ্রামের সাথে সংযুক্ত। জাতীয় হাইওয়ে সড়কের সমান্তরাল আলাদা বাইসাইকেল সড়ক আছে। সুতরাং এই প্রকল্প শুরুর আগে নেদারল্যান্ডে বাইসাইকেল চালু করতে কোন অসুবিধার মুখামুখি হতে হয়েছে কিনা, এই বাইসাইকেল প্রকল্পটি শুরু করার আগে একটি প্রাথমিক টিম নেদারল্যান্ড থেকে এব্যাপারে সকল খুটিনাটি বিষয়গুলা সঠিকভাবে হাতে-কলমে শিখে তা এখানে এসে প্রয়োগ করবেন এই কর্মসূচিকে অ্যার বেগবান করবেন। বাইসাইকেল কেনার সময় যে বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে তা হল বাইকের ফ্রেমের সাইজ, সাধারনত বাইকের ফ্রেম সাইজের শ্রেনি বিন্যাস করা হয় এই রকম এক্সত্রা স্মল (এক্স স্মল) স্মল (এস) মিডিয়াম (এম), লারজ (এল) এক্সত্রা লারজ (এক্সএল) এক্সত্রা স্মল সাইজ কেজি স্কুলের ছাত্রদের জন্য, মিডিয়াম সাইজ হাই স্কুলের ছাত্রদের জন্য। যখন এই বাইসাইকেল প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু হবে তখন যুব সমাজ, সহ সাধারণ জনগনের মধ্যে ব্যপক সাড়া জাগবে বাইসাইকেল এর চাহিদা ও বেড়ে যাবে। তাই দেশে বর্তমানে যে পরিণাম বাইসাইকেল উৎপাদন হয় তার চূড়ান্ত করে এবং তার সাথে ছাত্র ছাত্রীদের চাহিদা, সমাজের সকল স্তরের মানুষের চাহিদা যাচাই করে কয়টি বাইসাইকেলের অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে তা বের করে নুতন বাসাইকেল কোম্পানি স্থাপনের অনুমতি দিতে হবে। বাইসাইকেল চলা শুরুর পর থেকে তার কাঠামো গত উন্নয়ন হচ্ছে। বর্তমান যোগের সাথে তাল মিলিয়ে ইহাকে আরও আরামদায়ক ও নিরাপদ করার জন্য কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন ব্যবহার করে আরও উন্নত এবং গ্রাহক বান্ধব করার অব্যাহত প্রচেষ্টা চলছে। বাসাইকেল কে বিভিন্ন রকমের ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় যেমন দৈনন্দিন ব্যবহারী বাইসাইকেল, পর্বত বাইসাইকেল, রেসিং বাইসাইকেল, টিউটরিং বাইসাইকেল, হাইব্রিড বাইসাইকেল, কম উচ্চ বাইসাইকেল, বেশি উচ্চ বাই-সাইকেল। বাইসাইকেল পরিবেশ বান্ধব, স্বাস্থ্য সম্মত জ্বালানী বিহীন এবং স্বল্প ব্যয়ী একটি যানবাহন। বাইসাইকেল ব্যায়ামের জন্য একটি উপকারি বাহন, নিয়মিত সাইকেল যারা চড়েন অফিস আদালতে স্কুল কলেজে যান বা কাজ কর্ম করেন তাদের জন্য দুই দিকেই লাভবান হন, একদিকে টাকার সাশ্রয় হয়, সময় বাঁচে এবং পরিবেশ দূষণ কম হবে। মহিলাদের স্বল্প ব্যয়ে চলা ফেরার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় তাদের যোগাযোগ ও গতি বাড়বে, যা মহিলাদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে অংশগ্রহনে সয়াহক ভুমিকা রাখবে। মেয়েদের চলা ফেরার স্বাধীনতা বৃদ্ধি করবে। যখন একজন মহিলা বাইসাইকেল চরেন তখন নিজেকে স্বনির্ভর ও নিজেকে স্বাধীন মনে করেন। যা তাদের জীবনের গতি ও কারযক্রম বাড়িয়ে দিবে। বিশ্বের অনেক দেশে কয়েক শতাব্দি আগে থেকেই চলে আসছে আদিম যান বাই-সাইকেল। বাইসাইকেল রেসিং প্রতিযোগিতাও থেমে নেই। অন্যান্য যানবাহনের তুলনায় কোপেনহেগেনবাসী বেশি ব্যস্ত বাইসাইকেল যানেই। ডেনমার্কের এই রাজধানী শহরটির ৫২ শতাংশ অধিবাসী বাইসাইকেল চালক। কোপেনহেগেনবাসী যেন পরিবেশ রক্ষারই দায়িত্ব নিয়েছে বাইসাইকেল চালিয়ে। যেখানে কোপেনহেগেনবাসীর প্রতিদিনে ৬৬০ কিলোমিটার রাস্তার যোগাযোগ সম্পন্ন করে মেট্রোতে করে সেখানে ১.২ মিলিয়ন কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দেয় তারা বাই-সাইকেল চালিয়ে। তাদের রয়েছে ৩০০ কিলোমিটারেরও অধিক বাইসাইকেল চালানোর জন্য আলাদা লেন। ৫০ কিলোমিটার পরবর্তীতে যোগ হয়েছে। কোপেনহেগেনের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ তাদের প্রয়োজনীয় যাতায়াত সেরে নেয় তাদের বাই-সাইকেলে। ২০০০-১১তে ইন্টারন্যাশনাল সাইক্লিং ইউনিয়ন কোপেনহেগনকে বিশ্বের প্রথম বাইক সিটি ঘোষণা করে। কোপেনহেগেনের অনেক মধ্যবর্তী পরিবার তাদের বাচ্চাদের জন্য কার ব্যবহার করেন না। তারা তাদের কর্মস্থলে যান বাইসাইকেল চালিয়ে, বাচ্চাদের কিন্ডারগার্টেনে আনা-নেওয়া করেন বাইসাইকেলে। আসলে কোপেনহেগেনের দুই সন্তানধারী এমন ২৫ শতাংশ পরিবার আছে যাদের একটি করে কার্গো বাইক আছে। এমনকি সেখানে রাজনীতিবিদরা বাইসাইকেলে তাদের যোগাযোগটা সারেন। প্রতিদিন তাদের অনেকেই বাইসাইকেলে করেই পার্লামেন্টে যাওয়া আসা কর্নে। ড্যানিশ পার্লামেন্টের বেশির ভাগ সদস্য যাতায়াত করেন বাইসাইকেলে। কোপেনহেগেনে আসা কোন নতুন দর্শনার্থীর কাছে এই সাইকেল যাতায়াতকে অনেকটা অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু কোপেনহেগেনবাসীর কাছে প্রতিদিনের যোগাযোগ করার এই সাইকেলই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে ৩০০ কিলমিটারের বেশি বাইক লেন এর ট্রাফিক লাইটস রয়েছে শুধু বাইক চালকদের জন্য। কোপেনহেগেনবাসীদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে তাদের সকল শ্রমজীবীদের যোগাযোগের বাহন হিসেবে সাইকেল ব্যবহারে মাত্রা ৭৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়া। বিশ্বের এমন কম জায়গাই আমাদের চোখে পড়বে যেখানে সাইকেল চালকদের জন্য রয়েছে ট্রাফিক লাইট। যা মেনে তারা সাইকেল চালায়। অনেক দেশ যেগুলোর অনেক শহরে আছে সাইকেল চালানোর জন্য রীতিমতো নগর পরিকল্পনা করা হয়।

বার্সেলোনায় রয়েছে বাইসাইকেলের জন্য রীতিমতো শতকের উপরে সাইকেল স্টেশন। সুইজারল্যান্ডের ব্রাসেলেও রয়েছে সাইক্লিস্টদের জন্য আলাদা রাস্তা। পোর্টল্যান্ডে রয়েছে পরিকল্পিত সাইকেল লেন। হেলমেট, লাইট, অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ যেসব পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা কম তাদেরকে ভাড়া দেয়া হয় বাইসাইকেল।কানাডাতেও রয়েছে সাইকেল চালানোর জন্য পরিকল্পিত রাস্তা। তাদের দেখাদেখি লন্ডন, মেলবোর্নে, ওয়াশিংটনে সাইকেল চালানোর উপযোগী রাস্তা তৈরি হচ্ছে। ব্রাজিলের কারিতিবা শহরটাকে বিশ্বের অন্যান্য পরিক-ল্পিত শহগুলোর ধাঁচেই সাজানো। রয়েছে সাইকেল চালকদের জন্য আলাদা লেন। তারা বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে জ্বালানিবিহীন বাহনকে। কলম্বিয়ার বোগোটা বাইসাইকেল বান্ধব একটি শহর। সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে মাত্র ১৩ শতাংশ বাসিন্দাদের রয়েছে নিজস্ব গাড়ি। তারাও তাদের ছোটখাটো দরকারে বাইসাইকেলকেই বেশি উপযুক্ত মনে করেন। নেদারল্যান্ডসের আমস্টার্ডাম সাইকেলবান্ধব শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম। এদের ৪০ শতাংশ যোগাযোগ সম্পন্ন হয়ে থাকে বাইসাইকেলের মাধ্যমেই। এই দেশে রয়েছে সারা দেশব্যাপি সাইকেল চালানর জন্য আলাদা রাস্তা। সকল ট্রেন ষ্টেশনে রয়েছে সাইকেল পাকিং এর জন্য পারকিং স্পট। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্লাব হোটেল সহ (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)



LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

স্বাগত প্রেসিডেন্ট বাইডেন



আহবাব চৌধুরী খোকন

অবশেষ শ্বাস রুদ্ধকর অপেক্ষার অবসান হলো। আমেরিকান জনগনের দেওয়া ঐতিহাসিক রায়ে দেশটির ৪৬তম প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে জোসেফ আর বাইডেন ও কমালা হারিস। এটা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম কোন নির্বাচন যে নির্বাচনে সর্বচ্চো সংখ্যক ভোটার ভোট প্রদান করেছেন। গত ৭ নভেম্বর শনিবার ভোর পর্যন্ত বাইডেনের সংগ্রহে ছিল ২৫৩ ইলেকটোরাল ভোট। জয়ের জন্য প্রয়োজন ২৭০। এই সময় পেনসিলভানিয়ায় ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জয় নিশ্চিত হলে বাইডেন-এর সংগ্রহে যোগ হয় ২০ ইলেক্টরাল ভোট। আর তাতেই বিজয় নিশ্চিত হয় বাইডেনের। পরবর্তীতে অঙ্গরাজ্য নেভাদাতে জয়ী হলে বাইডেন-কমালা শিবিরে যোগ হয় আরো ৬টি ভোট। তিনটি রাজ্যের গণনা শেষ হলে ইলেক্টরাল ভোটের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে ধারনা করা যাচ্ছে ।আমি এই প্রবাস জীবনে যত নির্বাচন দেখেছি এবারের মত উত্তেজনা কোন নির্বাচনে দেখিনি । নির্বাচন বলতে আমি যে অভিজ্ঞতা দেশ থেকে অর্জন করেছি এখানে তার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেশে নির্বাচন বলতে ঠান ঠান উত্তেজনা, মিছিল-মিটিং, পোষ্টারিং, রেষ্টুরেন্ট ও বাজারে চায়ের আড্ডা। কেন্দ্র দখল, জাল ভোটের প্রতিযোগিতা, বোমা ও ককটেলের শব্দ, পুলিশের লাটিচার্জ এবং অসংখ্য মানুষের জীবনহানী। আর যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ভোটাররা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে তাদের পছন্দসই প্রার্থীকে নিরবে-নিভৃতে ভোট দিয়ে থাকেন। ভোট কেন্দ্রের বাইরে থেকে দেখে বুঝার উপায় নেই এখানে ভোট হচ্ছে। কিন্তু এবার ছিলো ব্যতিক্রম। এবারই প্রথম লক্ষ্য করলাম জনগণ উৎসব আমেজে ভোট দিচ্ছে। ভোট গণনার দাবীতে রাজপথে মিছিল হয়েছে। আবার বিজয়ের সংবাদে রাজপথে উৎসবে অংশ নিচ্ছে।

আগেই ধারণা করা গিয়েছিল আমেরিকান জনগণ এবার



একটি পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছে। এবারের নির্বাচনে জো বাইডেনই হতে হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। গত চার বছরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দায়িত্ব জ্ঞানহীন কথাবার্তা এবং আচার-আচারণ যুক্তরাষ্ট্রের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলেছিল। বিশেষ করে করোনাভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি দেশে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি। হাসপাতাল সমুহে অপ্রতুল চি-কিৎসা ব্যবস্থা, ভাইরাস প্রতিরোধ কোন পূর্ব প্রস্তুতি না নেওয়া এবং ভ্যাকসিন, মার্কস ও করোনা প্রতিরোধ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অনভিপ্রেত আচার আচরণ ভালো চোখে দেখেনি আমেরিকান জনগন। তাছাড়া অভিবাসন বিরোধী নতুন কালা কানুন প্রবর্তন এবং মিডিয়ার সাথে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি প্রেসিডেন্ট ডোনাল ট্রাম্পের জনপ্রয়তায় ধ্বস নামিয়েছে।

জো বাইডেনের পুরো নাম জোসেফ রবিনেট বাইডেন। জন্ম ১৯৪২ সালের ২০ নভেম্বর পেনসিলভেনিয়ার স্ক্রানটনে। বাবা জোসেফ বাইডেন সিনিয়র এবং মা মিসেস ক্যাথরিন ইউজেনিয়া ফিনেগান। বাইডেন শিক্ষা জীবন সম্পন্ন করেন ডেলাওয়ার ইউনিভার্সিটি থেকে। তিনি পরবর্তীতে সিরাকিউজ ইউনিভার্সিটি থেকে আইন শাস্ত্রে ডিগ্রি নেন। রাজনৈতিক উত্থান শুরু হয় ডেলাওয়ারের নিউ ক্যাসল কাউন্টির কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হওয়ায় মধ্য দিয়ে। ১৯৭২ সালে মাত্র ৩০ বছর বয়স প্রথম সিনেটর নির্বাচিত হয়ে পর পর ছয় বার সি-নটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রেসিডেন্ট বরাক ওবামার সময় কালে তিনি টানা আট বছর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন । অপরদিকে নব নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট কামাল হ্যারিসের পিতা স্ট্যানফোর্ড ইউনির্ভাসির অধ্যাপক ডোনাল্ড জে হ্যারিস একজন জ্যামাইকান বংশোদ্ভূত এবং মা শ্যামলা গোপালন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান একজন ক্যান্সার গবেষক এবং নাগরিক অধিকার কর্মী। কমালা হ্যারিস আইন শাস্ত্রে ডিগ্রি নেন হেস্টিংসের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এবং কাজ শুরু করেন আইনজীবী হিসেবে। তিনি এক সময় ক্যালিফোর্নিয়ার এ্যাটর্নি জেনারেল হন এবং দু'বছর দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ সালে তিনি ক্যালিফোর্নি য়ার জুনিয়র সিনেটর নির্বাচিত হন। কমালা বিবাহিত। তার স্বামী ডগলাস এমহফ-ও একজন আই-নজীবী এবং তিনি দুই সন্তানের জননী।

এই নির্বাচনে জোসেফ বাইডেন যথেষ্ট আস্থা ও দৃঢতার সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ মোকাবেলা করলেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সব সময় মারমুখী দেখা গেছে। যা তার নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত করতে কাজ করেছে। ফলে দেখা গেছে অনেক রেজিষ্টার্ড রিপাবলিকানকে জো বাইডেনকে ভোট দিতে। এবারের নির্বাচনে উল্লেখ্যোগ্য পরিমান ভোটার ডাকযোগে যেমন ভোট প্রদান করেছেন তেমনি আগাম ভোট প্রদানের সংখ্যা ও ছিল অনেক। অনেকেই দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট প্রদান করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী ও স্বাধীন এবারের নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল ট্রাম্পের হুমকি এবং প্রচন্ড চাপের মধ্যেও নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করেছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অসংলগ্ন কথাবার্তায় নির্বাচনী কর্মকর্তা তো দূরে থাক অনেক রিপাবলিকান পার্টির নেতারাও সমর্থন করেনি। ফলে এই নির্বাচনে কারো কোন হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি।

জো বাইডেন অভিজ্ঞ এবং ক্লিন আমেজের রাজনীতিবিদ ও সিনেটর হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে সমাদৃত। সব কিছু ঠিক ঠাক থাকলে আগামী ২০ জানুয়ারী তিনি বিশ্বের সবচেয়ে পরাক্রমশালী এই দেশের ৪৬তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিতে যাচ্ছেন। এমন এক সময়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন যখন করোনাভাইরাসের ধাক্কায় গোঠা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি বিপর্যস্থ ও টালমাটাল। ব্যবস্থা বাণিজ্য স্থবির, সৃষ্টি হয়েছে স্মরণ কালের ভয়াবহতম বেকারত্ব। বেড়েছে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও আনএমপন্টয়েন্ট রেইট। এমন সময়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি শক্তিশালী করতে তিনি কতটা ভূমিকা রাখতে পারবেন সময়ই বলে দেবে। আমি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে জো বাইডেন ও কমালা হ্যারিসকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং কামনা করছি তাদের সফলতা।

লেখক: সংগঠক ও কলাম লেখক, নিউইয়র্ক।

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

বাইডেন : রাজনীতির এক বিস্ময়

মিজানুর রহমান ও অনিম আরাফাত

নানা হিসাব নিকাশের অবসান ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন। পেনসিলভেনিয়ায় জয়ের ফলে তার মোট ইলেকটোরাল কলেজ ভোট এখন ২৭৩। জীবনে নানা ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে আসা রাজনীতির এই মানুষটি যেন তামাম দুনিয়ার রাজনীতির এক বিস্ময়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া এ মানুষটির জীবনের পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে সংগ্রাম আর সাহসের নানা গল্প।

জন্মের পর থেকে বহু বছর লড়াই করেছেন দরিদ্রতার সঙ্গে। উত্তর-পূর্ব পেনসিলভ্যানিয়ার ব্লু-কালার সিটি স্ক্যানটনে কেটেছে তার দাদ্রিপীড়িত শৈশব। বাবা জোসেফ বাইডেন ছিলেন চুল্লি পরিষ্কারক, পরবর্তী জীবনে ব্যবহৃত গাড়ির বিক্রয়কর্মী। বাবা বাসার বাইরে থাকতেন বিশাল সংসারের ভরণপোষণ জোগাড়ে। আর মা ক্যাথরিন ইউজেনিয়া 'জিন' ফিনেগানের দিন কাটতো জো বাইডেনদের গড়ে তোলার কাজে।

'বায়োগ্রাফি অব বাইডেন'-এ এভাবেই তার শৈশবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অবশ্য বাবা-মা'র ওই ত্যাগই যে বাইডেনকে কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় তথা জীবনের পথে টিকে থাকার লড়াই শিখিয়েছে সেটি অকপটে স্বীকার করেন আগামী ২০ নভেম্বর ৭৯-তে পা দিতে যাওয়া বাইডেন। জীবনের প্রতিটি পরতে পিতা-মাতাকে অনুপ্রেরণা হিসেবে স্মরণ করা বাইডেন ছেলেবেলায় বহু প্রতিবন্ধকতা পাড়ি দিয়েছেন। একবার তার চেয়ে বয়সী এক ছেলে তাকে আঘাত করেছিল। এতে বাইডেনের মা এতোটাই কষ্ট পেয়েছিলেন এবং প্রতিবাদী হয়েছিলেন, সেদিন তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'ওর নাক ফাটিয়ে দাও, যেন পরদিন তুমি জঞ্জালমুক্ত অবস্থায় রাস্তায় যেতে পারো।' স্ক্যানটনের সেন্ট পলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা বাইডেন ১৩ বছর বয়সে দেলাওয়ার অঙ্গরাজ্যের মেলফিল্ডে চলে যান পরিবারের সঙ্গে। এলাকাটি ছিল দ্রুত বর্ধনশীল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। বাল্যকালে তোতলামির জন্য সহপাঠীরা তাকে নিয়ে উপহাস করতো। কখনো 'ড্যাশ' বলে তাচ্ছিল্য করতো তারা। কিন্তু কবিতা আবৃত্তি আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা চর্চার মধ্য দিয়ে তোতলামির সেই প্রতিবন্ধকতাও জয় করেন বাইডেন। মাধ্যমিকে সেন্ট হেলেনা স্কুলে বাইডেনের একটাই চাওয়া ছিল মর্যাদাপূর্ণ আর্চমারি একাডেমির স্বীকৃতি অর্জন। তিনি তা-ও জয় করেছিলেন। যদিও ওই সময়ে নিজের টিউশন ফি'র অর্থ জোগাড় এবং পরিবারের ওপর চাপ কমাতে তিনি স্কুলের বাগান পরিচর্যা এবং দরজা-জানালা ধোয়া-মোছার কাজ নিয়েছিলেন। কর্মে নিয়োজিত থাকলেও তার মন পড়ে থাকতো পাঠে। দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন করে কতক্ষণে তিনি পড়াশোনায় বসতে পারেন তাতেই ছিল তার পূর্ণ মনোযোগ। বাইডেনের ভাষায় এটাই ছিল 'আমার গভীর বাসনা, আমার ওজ' (ওজ হলো কার্টুনের একটি কাল্পনিক জগত)। বাইডেন কেবল মেধাবী শিক্ষার্থীই ছিলেন না, তার শারীরিক আকারে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন কৃতী ফুটবলার। তার কোচের ভাষায়, ১৬ বছরের কোচিং জীবনে এতো চিকনা শরীরের দুর্দান্ত পারফরমেন্স তিনি প্রত্যক্ষ করেননি। তিনি এ-ও বলেন- হাডিডসার বাইডেন ছিলেন তার টিমের অন্যতম সেরা পাস রিসি-ভার।

কলেজে প্রেম, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিয়ে: কলেজে পড়ার সময় ছুটিতে বাহামায় বেড়াতে গিয়ে নিলিয়া হান্টারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বাইডেনের। তারপর বহুদিন প্রেম, মন দেয়া-নেয়া। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তাকে নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন বাইডেন। কথিত আছে তখন



তরুণ বাইডেনকে নেইলিয়ার মা কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করেছিলেন, তার জীবনের লক্ষ্য কী? বাইডেন জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে চাই।' সিগারেট, মদ বরাবরই অপছন্দ ছিল বাইডেনের। নেই-লিয়ার মা তা জানতেন। সেই সময়ে তার নেশা বলতে ছিল ফুটবল ও মোটরসাইকেল জাম্পিং। সেই বিয়ের সময় বাবার কাছ থেকে ১৯৬৭ মডেলের করভেট স্টিংরে গাড়ি উপহার পেয়েছিলেন বাইডেন। যেটি বহু বছর ব্যবহার করেছেন। ১৯৭২ সালে মাত্র ২৯ বছর বয়সে দেলাওয়ারে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান সিনেটর কেলেব বগসের বিরুদ্ধে ডেমোক্রেট প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়েন বাইডেন। অর্থাভাব, রাজনীতির ময়দানে অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও পারিবারিক সহায়তা ও মাঠপর্যায়ে প্রচার চালিয়ে বগসকে পরাজিত করেন বাইডেন। ডেমোক্র্যাট রাজনীতিক হিসেবে এটাই ছিল তার সূচনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সিনেটর নির্বাচিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বাইডেনের জীবনে আসে বিপর্যয়। একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় তার স্ত্রী নিলিয়া ও কন্যা নাওমির বিয়োগ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয় তাকে। সেই সময় তিনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দলের জোরাজুরিতে হাসপাতালেই সিনেটর পদে শপথ নিতে হয় তাকে।

বাইডেনের স্মৃতিতে অম্লান তার হারিয়ে যাওয়া দুই সন্তান, ভোটের দিনেও স্মরণ: বাইডেন তার জীবনের মধ্যগগনে প্রিয়তমা স্ত্রী ও ১৩ বছর বয়সী কন্যা নাওমিকে হারান মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায়। ক্রিসমাস ট্রি জোগাড় করতে সপরিবারে বেরিয়েছিলেন তারা। ওই ঘটনা তাকে এতোটাই কাতর করেছিল যে, কথিত আছে সেটি তার ধর্মবিশ্বাসে নাকি চিড় ধরিয়ে দিয়েছিল। ওই ঘটনার পর থেকে বাস-কার এড়িয়ে চলতেন তিনি। চলাফেরা করতেন ট্রেনে। ঘটনাটি ছিল তার প্রথম সিনেট নির্বাচিত হওয়ার পরপরই, ১৯৭২ সালে। সেই থেকে ৩০ বছর একাধারে সিনেট সদস্য হিসেবে ওয়াশিংটনে অফিস করেছেন। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও মানসিকভাবে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। ফোনে কানেক্ট থাকা ছাড়াও প্রায়শই ৯০ মিনিটের ট্রেন জার্নি করে রাতে বাড়ি ফিরতেন। পরিবারের সঙ্গে রাত কাটিয়ে পরদিন যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত হতেন। বাইডেনের জবানিতে সিএনএন-এর এক রিপোর্ট বলছে, ৩০ বছরের সিনেট জীবনে তিনি ৮ হাজার ২শ' রাউন্ড ট্রেন ট্রিপ করেছেন কেবল পরিবারকে সময় দিতে। এক হিসাবে দেখানো হয়েছে, দিনে অন্তত ২শ' ৫৯ মাইল পাড়ি দিতেন তিনি। বছরে তার যাত্রা ছিল গড়ে ২১৭ দিন করে। বাইডেনের পারিবারিক জীবনে ফের বিপর্যয় আসে ২০১৫ সালে, ভাইস-প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন অবস্থায়। ওই সময়ে ব্রেন টিউমারজনিত জটিলতায় তিনি তার পুত্র জোসেফকে হারান। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যস্ততম মুহূর্তেও হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী-সন্তানদের ভুলেননি বাইডেন। তাই ভোটের দিনে তাদের বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন।

বাইডেনের বর্ণাঢ্য জীবন-সংগ্রামের বিস্তারিত: ১৯৪২ সালের ২০ নভেম্বর জন্ম নেয়া জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম ভাইস প্রেসিডেন্ট। তার পুরো নাম জোসেফ রবিনেট বাইডেন জুনিয়র। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি ডেমোক্র্যাট দলের হয়ে লড়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক জীবন ছিল পুরোপুরি সফলতায় ঘেরা। ডেমোক্র্যাট দলের হয়ে তিনি দেলাওয়ার থেকে ১৯৭৩ সাল থেকে একটানা ২০০৯ সাল পর্যন্ত সিনেটর নির্বাচিত হয়েছেন।

স্ক্র্যানটন, পেনসিলভ্যানিয়া ও নিউ ক্যাসল কাউন্টিতে বেড়ে উঠেছেন বাইডেন। পড়েছেন দেলাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে। আইনের ওপর ডিগ্রি নিয়েছেন সিরাকিউস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৭০ সালে তিনি প্রথম নিউ ক্যাসল কাউন্টির কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালে তিনি দেলাওয়ার থেকে ডেমোক্রেট দলের হয়ে সিনেটর নির্বাচিত হন। বাইডেন ছিলেন আমেরিকার ইতিহাসের ৬ষ্ঠতম তরুণ সিনেটর। সিনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমি-টির দীর্ঘকালীন সদস্য ছিলেন বাইডেন। এর চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। তবে পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর শক্তি বৃদ্ধিকেও সমর্থন দিয়েছিলেন সে সময়। যুগোস্লাভিয়া যুদ্ধে তিনি প্রভাব বিস্তারের পক্ষে ছিলেন। ২০০২ সালে ইরাক যুদ্ধের প্রস্তাবে সমর্থন দিয়েছিলেন তিনি। একইসঙ্গে তিনি আবার ২০০৭ সালে ইরাকে আমেরিকান সেনা বৃদ্ধির বিরোধিতা করেন।

বাইডেন ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সিনেটের জুডিশিয়ারি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। এসময় তিনি মাদক নিয়ন্ত্রণ নীতি, অপরাধ দমন এবং নাগরিক অধিকার সমপর্কিত ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করেছেন। ভয়াবহ অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং আইনপ্রয়োগ সংবলিত ধারা প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছেন বাইডেন। নারীর বিরুদ্ধে সহিং-সতা আইন প্রণয়নেও সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন তিনি। ডেমোক্র্যাট দল থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোয়ন পেতে দৌড়ে নামেন প্রথম ১৯৮৮ সালে। এরপর ২০০৮ সালে আবারো তিনি মনোনয়ন দৌড়ে নেমে ব্যর্থ হন। ২০১৬ সালে তার ছেলে ক্যান্সারে মারা গেলে তিনি রাজ-নীতি থেকে সাময়িক দূরত্ব বজায় রাখেন। এরপর এ বছর ডেমোক্রেট দলের মনোনয়ন নিশ্চিত করেছেন জো বাইডেন।

তিনি সিনেটে টানা ৬ বার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। যখন বারাক ওবামার ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য রিজাইন করেন তখন তিনি ছিলেন চতুর্থ সিনিয়র সিনেটর। ২০১২ সালে ওবামা ও বাইডেন পুনরায় নির্বাচিত হন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার 'নিউ স্টার্ট' চুক্তি পাস করতে ভূমিকা রেখেছেন। একইসঙ্গে লিবিয়ায় সামরিক শক্তি প্রয়োগেও সমর্থন দিয়েছেন। ২০১৭ সালের জানুয়ারী মাসে বাইডেনকে 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম' প্রদান করেন বারাক ওবামা।

২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দেন। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যম বাইডেনকে ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করে। তবে সে সময় তিনি সপষ্ট করে বিষয়টি জানাননি। কখনো নির্বাচনে আগ্রহ দেখিয়েছেন, আবার কখনো অস্বীকারও করেছেন। ২০১৮ সালের জানুয়ারীতে নির্বাচনে বাইডেনের অংশগ্রহণ চেয়ে 'টাইম ফর বাইডেন' নামে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি কমিটি গঠিত হয়েছিল। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

অভিনন্দন বাইডেন-হ্যারিস

অভিনন্দন বাংলাদেশী-আমেরিকান্স



এম এস সেকিল চৌধুরী

রুদ্ধশ্বাস নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো আমেরিকায়। আমেরিকানদের পাশাপাশি দিন রাত জেগে থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে এই নিবার্চন। অবশেষে নানা উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার নিবার্চনে বিজয়ী হয়েছেন 'বাইডেন-হ্যারিস'। অভিনন্দন 'বাইডেন-হ্যারিস' কে।

বিশ্বের সর্ব বৃহৎ অর্থনীতির দেশ আমেরিকা। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে অর্থ-বিত্তে সমৃদ্ধ আমেরিকা সামপ্রতিক সময়ে বিশ্বে নানা অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছে। বিশ্বজনীন আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলোতে আমেরিকার গঠনমূলক অংশগ্রহন ও অবদান নিয়ে নানা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। নতুন নেতৃত্বকে এ ব্যাপারে লাগ-সই ভূমিকা রাখতে হবে।

ব্যক্তি-পদ প্রধান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নিবার্হী ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ সম্বলিত শাসন ব্যবস্থা বলবৎ থাকলেও আমেরিকা তার বহু মত-পথের সমন্বিত সমাজ ব্যবস্থাকে উড্ডীন রেখেছে সর্বদা।

দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার কূট-কৌশল থাকলেও আমেরিকা কখনও তার রাজনৈতিক প্রচলিত প্রথা ও বহুজাতিক সমাজের আবেগ উপেক্ষা করেনি। দল-নামীয় নামকরন না হয়ে ব্যক্তি-নামীয় নামকরনের প্রশাসন নামে বিশ্বে সমধিক পরিচিত আমেরিকা। কিন্তু তা বলে কখনই তা তার দলীয় রীতিনীতি, দর্শন ও নেতৃত্বকে উপেক্ষা করেনি। ফলশ্রুতিতে আমেরিকার দ্বি-দল রাজনৈতিক ব্যবস্থা সর্বদাই সমৃদ্ধ থেকেছে এবং এতে তৃতীয় কোন শক্তির উত্থান ও দর্শনের বিকাশ ঘটেনি।



বিশ্ব রাজনীতির নানা সমীকরণে আমেরিকা সব সময় প্রধান প্রভাব বিস্তার করেছে। এর মূল কারন আমেরিকা তার রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে সর্বদা ঐকবদ্ধ থেকেছে, বহির্বিশ্বে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ দ্বি-দলীয় অবস্থানের ভিন্নতা তাকে কখনই কাবু করতে পারেনি। তাছাড়া আমেরিকার বহুজাতিক নাগরিক সমাজ সব সময় আমেরিকান হয়ে থেকেছে। অভিবাসী সমাজের এক আর্দশ দর্পণ আমেরিকা।

আমেরিকান নির্মাণ ও বিনির্মাণে বহুজাতিক অভিবাসীরা অত্যন্ত বলিষ্ট অবদান রেখেছে সর্বদা। ঐক্যবদ্ধ থেকে তারা পরিচয় দিয়েছে 'আমরা আমেরিকান' বলে এবং আমেরিকাকে বিশ্বব্যাপী পরিচয় করিয়ে দিয়েছে 'দিস ইজ এ্যামেরিকা' বলে। সেই আমেরিকা তার বহুমাত্রিক ও বহুজাতিক সংস্কৃতির মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে এক-আঙ্গিক ধারায় বিকশিত হবে এমন অবস্থান আমেরিকানরাও চায়না এবং বিশ্ববাসীও কামনা করে না। তাইতো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আমেরিকান অভিবাসীর পরিবারগুলোর সদস্যরাও নিজ দেশের পরে পরেই আমেরিকার আবেগ অনুভূতির সাথে অজান্তেই একাত্ম হয়ে যায়। আর তাতেই আমেরিকা হয় 'গ্রেট'।

আধুনিক বিশ্বে ও করোনা-উত্তর বিশ্ব অর্থনীতির নতুন পথ চলায় আমেরিকাকে তার মূল চেতনায় বলিষ্ট হতে হবে এবং সবাইকে নিয়ে চলার সংস্কৃতির বিকাশে শ্রদ্ধাবান হতে হবে, দেশে-দেশে জাতিতে-জাতিতে যে বিবাদ কলহ বিরাজমান তাকে উস্কে না দিয়ে 'গালাগালি' কে 'গলাগলি' তে রাপান্তরে ভূমিকা নিতে হবে বড় অর্থনীতির দেশটিকে, প্রমাণ করতে হবে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের। আরব বিশ্বের নানা বিরোধে আমেরিকাকে হতে হবে শান্তিকামী পৃথিবীর অনুকূলে যুদ্ধহীন এবং পাল্পরিক সম্মানজনক সমাধান খোঁজার অগ্র-সৈনিক।

আধুনিক আমেরিকার আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় জীবনে বাংলাদেশও এক অংশীদার। বাংলাদেশী আমেরিকানরা এই নির্বাচনে অনেক বেশী সক্রিয় ছিল গোটা আমেরিকা জুড়ে। দুই দলেই তাদের অংশগ্রহণ কম বেশী দৃশ্যমান ছিল। এই অংশগ্রহনকে কাজে লাগাতে হবে শান্তিবাদের জন্য।

বাংলাদেশীরা এই নিবার্চনে ব্যাপক অংশ গ্রহনের মধ্য দিয়ে আমেরিকান সমাজে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। অতএব এই নির্বাচনে বিজয়ের অভিনন্দন শুধু 'বাইডেন-হ্যারিস' কেই নয়, অভিনন্দন 'বাংলাদেশী-আমেরিকান'দেরও।

লেখক: অলাভজনক গবেষণা সংস্থা, সেন্টার পর *এনআরবি'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন।*

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

(প্রথম পাতার পর)

অঙ্গরাজ্যের নিজ শহর উইলমিংটনে জাতির উদ্দেশে বিজয়ী ভাষণ দেন বাইডেন। শনিবার রাত ৮.৪৫ মিনিটে ভাষণ শুরু করেন বাইডেন। সে সময় তিনি ট্রাম্পের ভোটারদের ঐক্য ও পুনর্মিলনের আহ্বান জানান। জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বাইডেন ট্রাম্প-সমর্থকদের প্রতি তাঁর সহযোগিতার কথা বলেন। বাইডেন বলেন, 'যাঁরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন, আপনাদের হতাশাটা আমি বুঝি। আমিও বেশ কয়বার পরাজিত হয়েছি। কিন্তু এখন একে অন্যকে সুযোগ দিতে হবে।'সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, 'আমাদের দুই পক্ষের আবারও একে অন্যের কথা শোনার সময় এখন।' নির্বাচনের সময়কার সব ঘটনা ভুলে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বাইডেন বলেন, 'এখন সময় কর্কশ কথাবার্তা দূরে ঠেলে রাখার। উত্তেজনা কমিয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে হবে। উন্নতি করতে হলে আমাদের বিপক্ষ দলকে শত্রু ভাবা বন্ধ করতে হবে।' বাইডেন আরও বলেন, 'তারা আমাদের শত্রু নয়, তারা আমেরিকান।' ভাষণে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করায় জনগণকে ধন্যবাদ জানান বাইডেন। তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ জবাব দিয়েছে। তারা আমাদের পরিষ্কার বিজয় এনে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি (৭ কোটি ৪০ লাখ) ভোট পেয়ে আমরা জয়ী হয়েছি।'

বাইডেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, 'আমি বিভেদ নয়, ঐক্য চাই। কোন রাজ্য নীল, কোন রাজ্য লাল, তা আমি দেখি না। আমি দেখি যুক্তরাষ্ট্রকে।' তিনি বলেন, 'আমি যুক্তরাষ্ট্রের মূল শক্তির পুনর্গঠন করতে চাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষকে টেনে তুলতে চাই। যুক্তরাষ্ট্রকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চাই, যাকে সারা বিশ্ব সম্মান করবে।'

ডেমোক্রেটিক প্রার্থী জো বাইডেন ২৭৩টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়েছেন, অর্থাৎ তিনি জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, যদিও তা নির্ভর করবে আইনগত চ্যালেঞ্জের ফলাফলের ওপর।

ভোটের ফলাফলের হিসাবে পেনসিলভেনিয়ায় জো বাইডেনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। পেনসিলভেনিয়ায় জেতার মাধ্যমে বাইডেন সেখানকার ২০টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে গেলেন। এর ফলে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ২৭০টি ভোট তিনি নিশ্চিত করেন।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটলগ্রাউন্ড রাজ্যে ভোটগণনা এখনো চলছে। এগুলোর মধ্যে জর্জিয়া, অ্যারিজোনা এবং নেভাদাতে তিনি এগিয়ে রয়েছেন। ফলে এই তিনটি রাজ্যে তিনি জিতলে তিনি জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ইলেকটোরাল ভোটের চেয়ে আরো বেশি ভোট পেয়ে যাবেন। এই ভোটগুলো পেলে তার ঝুলিতে যাবে ৩০৬টি ভোট।

কেমন হবে বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতি

(প্রথম পাতার পর)

কানাডা ও পশ্চিম ইউরোপের মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক জোরালো হবে।

এসব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উপেক্ষা করেছিলেন ট্রাম্প। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্কের ধরন তেমন পাল্টাবে না। চীনের সঙ্গে চলমান বৈরিতা থাকবেই। ভারতের সঙ্গে জোরালো সম্পর্কের ধারা অব্যাহত থাকবে।

বহুপক্ষীয় ব্যবস্থায় ফিরে যেতে পারেন বাইডেন।ট্রাম্প প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ডব্লিউএইচও'র জন্য সহায়তাও বন্ধ করেছিলেন।

জানতে চাইলে বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত শমশের মবিন চৌধুরী বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে নতুন সরকার এখনও ক্ষমতায় বসেনি। জানুয়ারির ২০ তারিখে তারা ক্ষমতায় বসবে। তারপর ক্যাবিনেট গঠন করবে। তখন বোঝা যাবে কী ধরনের ক্যাবিনেট গঠন করে।

তার ওপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সরকারের পররাষ্ট্রনীতি কী হবে তা সুনির্দিষ্ট করা যাবে। তবে মোটা দাগে বলা যায়, বাইডেন সরকার শুরুতেই কানাডা, ইউরোপসহ ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করবে।ট্রাম্পের আমলে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কে ব্যবধান তৈরি হয়েছিল। ফলে ন্যাটোর সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করা হবে প্রধান অগ্রাধিকার।'

তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্প ইতোমধ্যে জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা করেছেন। এখন বাইডেনের পক্ষে সেখান থেকে ফিরে যাওয়া কঠিন হবে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি লবি শক্তিশালী।

এশিয়ার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সরকারের নীতি সম্পর্কে শমশের মবিন চৌধুরী বলেন, 'এশিয়ায় চীনের ব্যাপারে শক্ত অবস্থান নতুন সরকারের সময়েও অব্যাহত থাকবে। তবে ট্রাম্পের মতো নয়। চীনকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাববে। তবে চীন সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি নয়। কারণ চীনের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের থেকে অনেক দূরে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য হুমকি।

এ কারণে এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র মহড়া বাড়াবে। ডেমোক্রেট সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবে।ট্রাম্প তার আমলে মোদির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করেছিল। এবার ব্যক্তি নয়; দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক জোরালো হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ধরন কী হবে সেটা জানার জন্য আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে। কারণ এশিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ধরন দেখার পর আমাদের জাতীয় স্বার্থ চিন্ড্র করে সিদ্ধান্ড্র নিতে হবে।'

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলেন, 'ট্রান্স আট-লান্টিক সম্পর্কে বড় পরিবর্তন হবে।ট্রাম্প ওই অঞ্চলে তাদের মিত্রদের অসন্তুষ্ট ও উপেক্ষা করেছিলেন। বাইডেনের চরিত্র অন্যরকম। তিনি সবার সঙ্গে সমঝোতা করে মিলেমিশে চলার মানুষ। তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সক্রিয় হবেন বলে মনে হয়। তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন, ৭৭ দিন পর প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে যোগ দেবেন। আমার ধারণা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাতেও যোগ দেবেন। কারণ এসবে যোগ না দেয়ার মানে হল, বৈশ্বিক পর্যায় থেকে আমেরিকার নেতৃত্ব চলে যাওয়া।'

তিনি আরও বলেন, 'চীনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান বৈরিতার অবসান নাও হতে পারে। কারণ চীনের সক্ষমতা দিন দিন বাড়তে থাকবে। লড়াইও বাড়তে থাকবে। ফলে বৈরিতার অবসান নাও হতে পারে। ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান জোরালো সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। কারণ ভারতও চীনের বিরোধী।'

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে তৌহিদ হোসেন বলেন, 'বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিরাট কোনো উন্নতি কিংবা শত্রুতার সম্ভাবনা দেখি না। বাংলাদেশের ব্যাপারে মানব পাচার, মানবাধিকার এসব নিয়ে তারা প্রতিবেদন দিতে থাকবে। বাণিজ্য ক্ষেত্রে জিএসপি কিংবা নতুন কোনো সুবিধা দেবে না। ফলে সম্পর্ক একই থাকবে।'

সাবেক রাষ্ট্রদূত এম শফিউল্লাহ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে নতুন সরকার প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ফিরে যাবে। ইরানের সঙ্গে ওবামার আমলে ফাইভ পাস ওয়ানের যে চুক্তি হয়েছিল; সেই চুক্তিও পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। মহ-ামারীতে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক আক্রান্ত ও প্রাণহানির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পুনরায় ফিরে যাবে। ফিলিস্তিনি ইস্যুতে ট্রাম্প ক্ষতি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের দুই দলই দুই রাষ্ট্র সমাধান চায়। সেখানে ফিরে যায় কিনা সেটা দেখার বিষয়। ন্যাটোর সঙ্গে সম্পর্ক পুনরায় মেরামত করবে। তালেবানের সঙ্গে আলোচনা করে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ধারা চলমান থাকতে পারে।ট্রাম্পের ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিতে থেকে যেতে পারেন বাইডেন। চীনের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ কমতে পারে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার থাকতে পারে।

কোরআন তেলাওয়াত করলেন পুতিন

(প্রথম পাতার পর)

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রাশিয়ার জাতীয় সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেয়ার সময় রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন পবিত্র কোরআনের দুইটি সূরার দুটি আয়াত তেলাওয়াত করেন।

রাশিয়ার গণমাধ্যমগুলো বলছে, রাশিয়ার জাতীয় সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট পুতিন বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে মুসলিম, ইহুদি, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্যে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পবিত্র কোরআনের সূরা আশ-শুরার ২৩ নম্বর আয়াত এবং সূরা আন-নাহলের ১২৮ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করে সৎকর্ম, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব এবং এর পুরস্কার সম্পর্কে কথা বলেন।

‡প্রসিডেন্ট পুতিন বলেন, এসব পুরস্কার সেই সব মানুষের জন্য যারা জীবদ্দশায় ভালো কাজ করেন। এরপরে তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যেও তাওরাত ও বাইবেলের আয়াত উদ্ধৃত করেন।

এছাড়াও বক্তব্যে পুতিন মুসলিমদের অনুভূতিতে আঘাত হানার জন্য ফ্রান্সের সমালোচনা করেন।

উল্লেখ্য, নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও সম্প্রতি গণমাধ্যমে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছিলেন। সূত্র : দি ইসলামিক ইনফরমেশন

প্রথম যে কাজটি করলেন বাইডেন

(প্রথম পাতার পর)

৪৬তম প্রেসিডেন্ট তিনি। নির্বাচনে জয় পেয়েছেন জানার পর প্রথম কী করলেন তিনি? টুইটারে দেশবাসীর উদ্দেশে বার্তা তো দিলেনই। তারও আগে বদলে ফেললেন টুইটারে নিজের বায়ো।

এতদিন নিজের পরিচয় দিয়েছেন- একজন ডেমোক্রেট যিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন। আর এখন সেই অংশ বদলে লিখলেন- নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। সকল আমেরিকানদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত।

এরপর টুইট করে তিনি বার বার জোর দিলেন সম্প্রীতির ওপর। তিনি লিখলেন, আমেরিকা, আমি সম্মানিত, যে এই মহান দেশ চালানোর জন্য আপনারা আমায় নির্বাচিত করেছেন। আমাদের সামনে কঠিন কাজ রয়েছে। কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি প্রত্যেক আমেরিকানের প্রেসিডেন্ট হব। আপনি আমায় ভোট না দিয়ে থাকলেও। যে বিশ্বাস আমার ওপর রেখেছেন, তা বজায় রাখব।

সেই সঙ্গে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন বাইডেন। যেখানে আমেরিকার সকল ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সব মানুষ এক ফ্রেমে বন্দি হচ্ছেন।

আমি প্রথম হলেও শেষ হব না-কমলা

(প্রথম পাতার পর)

জো বাইডেনকে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। আপনারা আশা, একতা, শালীনতা, বিজ্ঞান, হ্যাঁ ও সত্যকে বেছে নিয়েছেন।"

শনিবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়ার অঙ্গরাজ্যর উইলমিংটন থেকে দেওয়া ভাষণে এ কথা বলেন তিনি।

কমলা বলেন, এই নির্বাচনে আমাদের গণতন্ত্র ব্যালটে ছিল। আমেরিকার আত্মা ঝুঁকিতে ছিল, পুরো বিশ্ব এদিকেই তাকিয়ে ছিল। আপনারা আমেরিকার জন্য নতুন দিন বেছে নিয়েছেন। সামনের পথটা সহজ হবে না কিন্তু আমেরিকা প্রস্তুত। একইভাবে প্রস্তুত জো এবং আমিও। আমি এই অফিসের প্রথম নারী হলেও শেষ নারী হব না।

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি **HHA** অথবা **PCA** হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP
প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্সটিটিউট, ইন্ক

নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এডক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহঃ
(সিওই অনুমোদিত এবং ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত)

- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট
- একাউন্টিং এসিস্টেন্ট
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ মেডিকেল বিলিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ বুককিপিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ ইংলিশ (শুধুমাত্র ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট - সংক্ষিপ্ত (শুধুমাত্র প্রধান এবং ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)

শর্ট প্রোগ্রাম
(সিওই অনুমোদিত তবে ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত নয়)

- নার্স এসিস্টেন্ট / এইড (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- পেসেন্ট কেয়ার টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ফ্লেবোটমি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ইকেজি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)



সুবিধাজসক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ: সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ: বিকাল ৫:১৫ টা থেকে রাত ১০:১৫টা

শনি ও রবিবার (শুধুমাত্র শর্ট প্রোগ্রামের জন্য)
সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

রয়েছে জব প্লেসমেন্ট সুবিধা
ফিনান্সিয়াল এইড
যোগ্যদের জন্য রয়েছে ফিনান্সিয়াল এইড সুবিধা

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ (ESL)
(২য় ভাষা হিসাবে ইংরেজি) - লেভিল ওয়ান টু এইট

যোগাযোগ:
ডা. মাসুদুল হাসান
ডিরেক্টর মেডিকেল প্রোগ্রাম,
রিগোপার্ক শাখা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.gettraining.org

প্রধান ক্যাম্পাস
৯৭-৭৭ কুইন্স বুলোভার্ড (৯ম তলা)
রিগো পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৩৭৮
ফোন: ৭১৮-৮৯৭-০৪৮২

এক্সটেনশন ক্যাম্পাস
৫৬০ ৫৯ স্ট্রীট, ৫ম এভিনিউ
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২২০
ফোন: ৭১৮-৪৯২-২১২০

তাসলিমা খান - ৩৪৭-৮৩৬-২২২৬
খালেদা পারভিন - ৯২৯-৩০১-৯২৭৫
কাউসার জাহান - ৯১৭-৩৪০-৪৩৫৯

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

জ্যামাইকা সুপার সেভেন ক্রিকেট টুর্ণামেন্টের পুরস্কার বিতরণ





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জ্যামাইকা সুপার সেভেন ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট-২০২০ এর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী গত ৬ নভেম্বর, শুক্রবার নিউইর্য়কের কুইন্সের পিটি ডব্লিওর আইটি স্কুল অফিস হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার এর সিইও শাহ নেওয়াজ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির (জেবিএফএস) প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট এবং ডিস্ট্রিক ২৪-এর সিটি কাউন্সিল প্রার্থী মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বিপিএল-এর সভাপতি সুমন খান, বিপিএল এর সিনিয়র সহ-সভাপতি তানভীর চৌধুরী (বাবু), ব্রুকলীন স্পোটিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পরান চৌধুরী এবং ডিস্ট্রিক ২৪ এর সিটি কাউন্সিল প্রার্থী এটর্নী সোমা সাইদ। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানে 'গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার প্রেজেন্ট' জ্যামাইকা সুপার সেভেন ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট-২০২০ এর খেলার চ্যাম্পিয়ান দল টীম ব্লাস্টার ক্রিকেট ক্লাবের ওনার ও ক্যাপ্টেন মাহমুদ আলবাবের নিকট ১,০০০ (এক হাজার) ডলার ও রানার্স আপ দল জ্যামাইকা বাংলাদেশ ইয়্যুথ ফোরাম (জেবিওয়াইএফ) ক্রিকেট ক্লাবের ক্যাপ্টেন ইমন খানের নিকট ৫০০ ডলার প্রাইজমানি হিসেবে তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। টুর্ণামেন্টের সেরা খেলোয়াড় এবং সেরা ব্যাটসম্যান নির্বাচিত হন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ইয়্যুথ ফোরাম ক্রিকেট ক্লাবের খেলোয়াড় মোহাম্মদ গুলজার। সেরা বোলার মনোনীত হন টীম ব্লাস্টার ক্রিকেট ক্লাব-এর ফয়সাল।

অনুষ্ঠানে বিপিএল-এর পরিচালক অমিত চৌধুরী, আসমা খান, মো: জাসেম, পলাশ রয়, মিজানুর চৌধুরী, মোহাম্মদ আবদুল মালেক, সুজন ইসলাম, শরিফ হোসাইন, মানিক ইসলাম, মইনুর রহমান, মোহাম্মদ কবির টিটু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মেহেদী রিজন ও সুমন খান। নৈশভোজের মাধ্যমে আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য, এই টুর্নামেন্টের মিডিয়া পার্টনার ছিলো টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা।

টুর্নামেন্টের পাওয়ার্ড স্পন্সর ছিলো এটর্নি র‍্যান্ডি বি. সিগেল, গ্রান্ড স্পন্সর ডি.এইচ হোম কেয়ার। স্পন্সর ছিল- এটিএন্ডটি'র হিমু আমীন, পিটিডব্লিও'র পরিচালক ফারহানা আলম, বিগমো ফয়সাল হোসেন, ক্রিকেটার নাজিম উদ্দিন সাহাদী, গ্লাডিয়েটর ক্রিকেট টীমের স্বত্ত্বাধীকারী মারজান আলম, আল-প্রিন্ট এন্ড কম্পিউটার সেন্টার ও প্লে২৯ ডট কম এর রাশেদুল খান সোহাগ।





১৩ নভেম্বর জ্যামাইকায় ফ্রি কোভিড-১৯ টেস্ট



নিউইয়র্ক: আগামী ১৩ নভেম্বর শুক্রবার বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জ্যামাইকাস্থ আমেরিকান মুসলিম সেন্টার (৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট) এর উদ্যোগে ফ্রী কোভিড-১৯ টেস্ট এর আয়োজন করা হয়েছে। আগ্রহীদের হেলথ ইন্সুরেন্স অথবা সোশাল সিকিউরিটি কার্ড সাথে রাখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ট্রাম্পের মূলমন্ত্র : আপনার

(৪ পাতার পর)

বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট পদে ভোট দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'

কোভিড-১৯ এবং পরিবেশগত সুরক্ষার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য একই : আপনার অর্থ অথবা আপনার জীবন? আপনার কাছে কোনটার মূল্য বেশি? আমরা বুদ্ধিমান হলে এবং বিজ্ঞানকে মেনে চললে এ দুটোর মধ্যে আমাদের বাছাই করতে হবে না। কোভিড-১৯ এর ক্ষেত্রে ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি কী? চাকরি অথবা মাস্ক, স্কুল খুলে দেয়া অথবা মাস্ক, সামাজিক দূরত্ব অথবা বড় ১০ ফুটবল, বিজ্ঞান অথবা চার্চ। প্রত্যেক কিছুই সাদা অথবা কালো এবং ফলাফল হলো : অনেক আমেরিকান চাকরি হারিয়েছেন এবং তাদের শিশুরা বাড়ি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে; কারণ ট্রাম্প স্কুলের শ্রেণীকক্ষে মাস্ক পরিধান করার বিরোধী। চার্চে তিনি মাস্ক পরিধানের বিরোধিতা করছেন। এ জন্য ইতোমধ্যেই নাগরিকদের এর মূল্য দিতে হয়েছে অথবা হবে। অপর দিকে বাইডেনের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে, তিনি যুক্তি দিয়ে বলছেন, প্রত্যেকে মাস্ক পরিধান করলে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখলে এবং কোভিড পরীক্ষা করালে আমরা অনেক বেশি চাকরি রক্ষা করতে পারব এবং আমাদের অনেকের জীবন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। মাস্ক হচ্ছে মহামারীতে চাকরি সুরক্ষার হাতিয়ার। মাস্ক হচ্ছে স্কুল খুলে দেয়ার এবং অন্যান্য ইনডোর কার্যক্রমের চালিকাশক্তি; তাদের শত্রু নয়। এ ব্যাপারে জার্মানি, সিঙ্গাপুরের বাসিন্দা অথবা দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। পরিবেশ অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে ট্রাম্প প্রত্যেককে বিশ্বাস করাতে চান, প্রকৃতিকে রক্ষা করার অর্থ হলো জনগণকে বেকার করে দেয়া। পরিচ্ছন্ন বা সতেজ অথবা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, গ্যাস ব্যবহার অথবা বেকারত্ব সব কিছুতেই তিনি প্রকৃতির বিরুদ্ধে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পক্ষে ওকালতি করেন।

বাইডেন চাকরি বা কর্ম সংস্থানের ঐক্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কষ্ট লাঘবের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে তিনি উচ্চকণ্ঠ। একটি পরিচ্ছন্ন সবুজ অর্থনীতি অধিকতর ভালো স্বাস্থ্য এবং অধিক ভালো চাকরির সমান। এটিই হচ্ছে সৌন্দর্য।

সুতরাং আশা করি বাইডেন বলবেন, প্রিয় আমেরিকানরা, আপনারা আমাদের বন জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিকে নিশ্চয় নিয়ে আসবেন না। বর্ণ-বৈষম্য আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্য আপনারা কোনো বিভাজককে নিয়ে আসবেন না। আপনারা পানি সরবরাহকে আরো পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত করার জন্য কোনো বিষ প্রয়োগকারীকে নিয়ে আসবেন না। আপনাদের অধিকাংশই এমন ব্যক্তিকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন না– যিনি চাকরিকে প্রকৃতির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবেন এবং স্বাস্থ্যের চেয়ে কর্মসংস্থানকে। অথচ একই সময়ে আমাদের সব কিছুই প্রয়োজন। তাই আমরা সুস্পষ্টভাবে জানাতে চাই, কর্মস্থান, পরিবেশ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ইত্যাদি সবকিছুই আমাদের প্রয়োজন।

নিউইয়র্ক টাইমস থেকে ভাষান্তর মুহাম্মদ খায়রুল বাশার

এলোমেলো ভাবনা

(শেষের পাতার পর)

দেখেছো আজকের সশস্ত্র ডেমোষ্টেশন, মিষ্টার ট্রাম্পের উচিত ফলাফল মেনে নিয়ে বাইডেনকে কনগ্রেচুলেট করা এবং অবশ্যই শান্তির আহবান জানানো কি বলো ?

-হ্যাঁ, তাতো অবশ্যই তাঁর করা উচিত ছিল। বাইডেন তাই বলেছেন। প্রেসিডেন্ট হয়েই ঐক্যবদ্ধ আমেরিকার ডাক দিলেন তিনি। বললেন, একে অন্যের প্রতিপক্ষ হতে পারি আমরা কিন্তু পরস্পরের শত্রু নই কোন ভাবেই। অথচ প্রেসিডেন্ট হয়ে ট্রাম্প সে পথে হাঁটছেন না। কেন তিনি তা করছেন না এটি একটি প্রশ্ন। উল্টো এখনও তিনি নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগ তুলে তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন বলে দাবী করছেন।

এটা কি জাতিকে বিভক্ত করছেনা, গণতন্ত্র এবং আমেরিকার জন্য এই প্রবনতা নিশ্চয় শুভ নয়! এই মুহূর্তে যখন লক্ষ মানুষ গোটা হোয়াইট হাউসের চারদিক ঘিরে বাইডেনের বিজয় উদযাপন করছেন এবং প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছেন তখন তিনি নির্বিকার। তিনি ভার্জিনিয়া গলফ খেলছেন।

অসত্য টুইট করে চলেছেন একের পর এক !

-বাইডেন তাঁর প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট হিসেবে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া প্রথম ভাষণে পরিস্কারভাবে বলেছেন আমাদের ঐক্যবদ্ধ আমেরিকা গড়ার মেন্ডেট দিয়েছে গোটা জাতি। আমি নীল বা লাল ষ্টেট দেখি না, আমি কেবল ইউনাইটেড ষ্টেট অব আমেরিকা বুঝি। যাঁরা আমাকে ভোট দিয়েছেন এবং যাঁরা দেননি আমি তাঁদের সকলের প্রেসিডেন্ট।

আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে গ্রেট আমেরিকা গড়ার স্বপ্ন সাথে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নাম উল্লেখ না করেই তাঁকে উদ্দেশ করে বলেন, পরাজয়ের ব্যাথা আমি বুঝি।

জীবনে আমিও কয়েকবার পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছি। আসুন এসব পিছনে ফেলে পরিবর্তনের পথে সামনে অগ্রসর হই।

- বাইডেনের (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)



২১-২৯ নভেম্বর এনওয়াইবিসিসি চেস টুর্নামেন্ট

নিউইয়র্ক: নিউইর্য়কে কুইন্সের জ্যামাইকা বাংলাদেশ ইর্য়ুথ ফোরাম (জেবিওয়াইএফ) এর উদ্যোগে আগামী ২১, ২২, ২৮ এবং ২৯ নভেম্বর এনওয়াই বাংলাদেশ চেস চ্যাম্পিয়ানশিপ (এনওয়াইবিসিসি) চেস টুর্নামেন্ট-২০২০ এর আয়োজন করা হয়েছে। খেলায় নাম নিবন্ধনের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর। টুর্নামেন্টে নাম নিবন্ধনের জন্য এন্টি ফি পুরুষ বিভাগে ২০ ডলার এবং মহিলা বিভাগ ও ইয়্যুথ বিভাগে ১৯ বছরের নীচ সবার জন্য ফ্রী। টুর্ণামেন্টে প্রাইজমানি হচ্ছে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান ৫০০ ডলার ও রানার্স আপ ২৫০ ডলার, মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান ২০০ ডলার ও রানার্স আপ ১০০ ডলার এবং ইয়্যুথ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান ২০০ ডলার ও রানার্স আপ ১০০ ডলার।

বিস্তারিত তথ্য ও নিবন্ধনের জন্য ৩৪৭-৭৪১-৩৮১১ ও ৩৪৭-৮৭৬-৮১০৪ নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন মোহাম্মদ কবির, মাজেদ হোসাইন, সুমন খান, মেহেদী রিজন। সবগুলো খেলা অনুষ্ঠিত হবে '১৭২-১৫ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইর্য়ক ১১৪৩২' ঠিকানায়। এই টুর্ণামেন্টের মিডিয়া পার্টনার টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

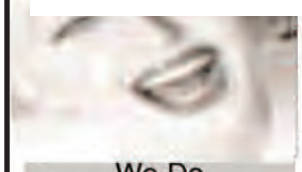
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL





We Do
Implant & Veneers

ার পরিবারের সবার ীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

http://ArmanCPA.com



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights



ট্রাম্পকে প্রত্যাখ্যান, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন অধ্যায়

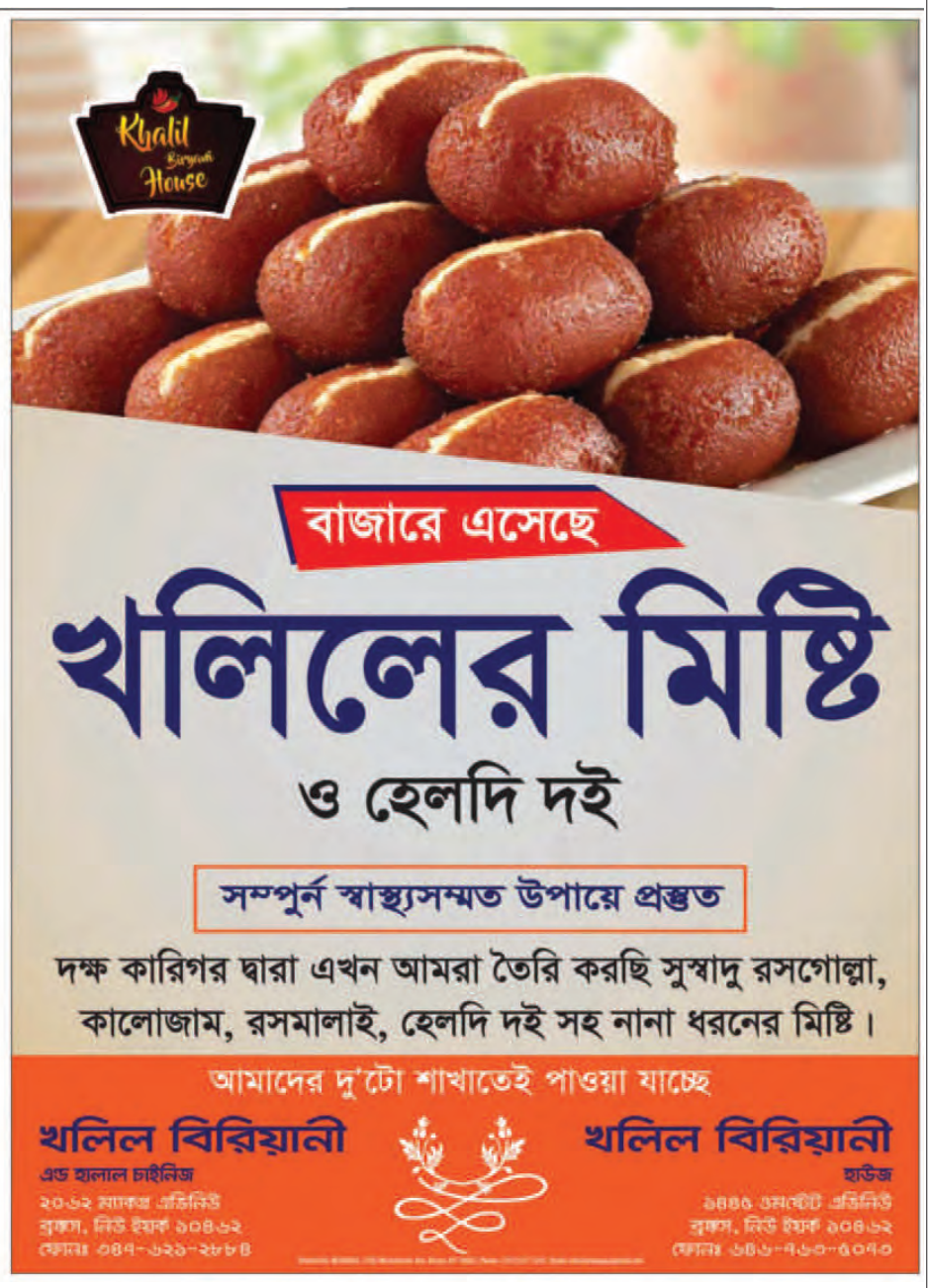
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জো বাইডেনের বিজয়কে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি নতুন অধ্যায় বলে আখ্যায়িত করেছেন গত নির্বাচনে পরাজিত ডেমোক্রেট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন। তিনি বাইডেনের এই নির্বাচনকে ট্রাম্পকে প্রত্যাখ্যানের নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করেছেন। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে ৩০ লাখ জনপ্রিয় ভোট বেশি পাওয়ার পরও ট্রাম্পের কাছে হেরে যান হিলারি ক্লিনটন। তবে ওই নির্বাচনে রাশিয়ার হাত ছিল বলে যুক্তরাষ্ট্রে জোর অভিযোগ আছে। তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত অভিশংসনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল ট্রাম্পকে। কিন্তু সিনেট তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। স্বভাবতই ট্রাম্পের ওপর হিলারি ক্লিনটনের ক্ষোভটা বেশি। তাই তিনি টুইট করেছেন।

তাতে বলেছেন, ভোটাররা রায় দিয়েছেন। তারা জো বাইডেন এবং কমালা হ্যারিসকে আগামী প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এটা ইতিহাস নির্মাণের একটি টিকেট। ট্রাম্পকে প্রত্যাখ্যানের টিকেট। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নতুন একটি অধ্যায়। যারা এটা ঘটানোতে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই একসঙ্গে এগিয়ে যাবো।













কুমিল্লার ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ

(শেষের পাতার পর)

জোর পুর্বক ধর্মান্তরসহ অসংখ্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে শনিবার (৭ নভেম্বর) বিকাল ৫:৩০ মিনিটে জ্যাকসনহাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় হিন্দু কোয়ালিশন, আমেরিকার উদ্যোগে শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় দীপক দাশের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন দীনেশ মজুমদার, গোবিন্দ বানিয়ে, নিতাই বাগচী, বিভাস মল্লিক, জয়দেব গাইন, রূপক নন্দী, শিতাংশু গুহ, ভজন সরকার, বিদ্যুৎ সরকার, রনবীর বড়ুয়া, ডা. টমাস দুলু রায়, সনজিৎ কুমার ঘোষ সহ অনেকে। জুম্মদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মং এপ্রু, নিরময় তচঙ্গ্যা, আরাবিন্দু চাকমা প্রমুখ। সভায় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ ও জমি দখলের সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি প্রদান, অবিলম্বে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়নের দাবি জানান হয়। এতে দেশের প্রগতিশীল শক্তির নীরবতায় উষ্মা প্রকাশ করা হয়। সমাবেশ থেকে দীনেশ মজুমদার ও রণবীর বড়ুয়া ঘোষণা করেন যে, কুমিল্লাসহ সারাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে আগামী ১৩ নভেম্বর শুক্রবার বিকাল ২টায় জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এতে সবাইকে উপস্থিত হবার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বাবা-মাসহ চারজনকে গলা কেটে হত্যা,

(শেষের পাতার পর)

তার প্যারোল রহিত করা হয়েছে।

গত ৬ নভেম্বর শুক্রবার নিউমার্কেটের সুপিরিয়র কোর্ট জাস্টিন মিশেল ফ্লুয়ের্সট এই রায় ঘোষণা করেন।

লিন্ডসে অন্টারিওর একটি কারেকশন সেন্টারে অবস্থানরত মিনহাজ ভিডিওর মাধ্যমে রায় শোনে। রায় ঘোষণার সময় সে নির্বিকার ছিলো এবং কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেনি বলে কানাডিয়ান মিডিয়া উল্লেখ করেছে।

গত বছরের ২৮ জুলাই মারখামের একটি বাড়িতে মিনহাজ তার বাবা মনির জামান, মা মমতাজ বেগম, বোন মেলিসা জামান এবং বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে আসা নানী ফিরোজা বেগমকে গলা কেটে খুন করে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর আদালতে সে খুন করার দায় স্বীকার করে।

রায় ঘোষণা করতে গিয়ে বিচারক বলেন, গলা কেটে একজন মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়ার মতো নিষ্ঠুরতম আর কোনো কাজ হতে পারে না। মিনহাজ জামান কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে চার চারবার এই নৃশংসতম কাজটি করেছে।

আদালতে দেয়া বক্তব্যে মিনহাজ জানিয়েছে, সে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে না সেটি পরিবারের সদস্যরা জেনে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় সে তাদের খুন করেছে। মিনহাজ স্বীকার করেছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড্রপ আউট হয়ে যাওয়ার পর সেটি পরিবারের সদস্যদের সে জানায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা বলে শপিং মলে, জিমে ঘুরে ফিরে সময় কাটিয়েছে সে। কিন্তু সেটি প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হলে সে তাদের খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়। মিনহাজ জামান যখন প্যারোলে কারাগারের বাইরে আসার সুযোগ পাবে তখন তার বয়স হবে ৬৪ বছর।

এপার্টমেন্টগুলোতেও

(শেষের পাতার পর)

এপার্টমেন্টগুলোর প্রধান দরজায়ও এই নির্দেশ কার্যকর করা হচ্ছে।

নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকা সহ বিভিন্ন এলাকায় সরজমিনে দেখা যায় করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে স্বাস্থ্যবিধি মানতে সকল মহল থেকেই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। অনেক এপার্টমেন্টে অতিথি যাতায়াতেও কড়াকড়ি আরোপ করা হচ্ছে। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। কে কোথা থেকে কবে এসেছেন, কোন এপার্টমেন্টে যাবেন ইত্যাদি প্রশ্ন। এসব ব্যবস্থায় সংশ্লিস্ট এপার্টমেন্টের অধিবাসীরাও স্বস্তি প্রকাশ করছেন। স্বাগত জানিয়েছেন এপার্টমেন্ট ভবন ম্যানেজন্টেকে।

জ্যামাইকায় বসবাসকারী মাহামুদা খাতুন নামের এক গৃহবধু বলেন, করোনাভাইরাস যখন শুরু হলো তখন বুঝতে পারিনি যে, এটা মহামারী আকার ধারণ করবে। কিন্তু দিনে দিনে এর প্রকোপ দেখে বিশেষ করে বিগত মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন মাসে করোনায় মৃত্যুর হার দেখে রীতিমত ভয়েই ছিলাম। তিনি বলেন, বেঁচে আছি এজন্য পরম করুনাময়ের কাছে শুকরিয়া আদায় করে বলেন, এখনো করোনার ভ্যাকসিন আবিস্কার না হওয়ায় চিন্তিত আছি। তবে আশা করছি শীঘ্রই ভাইরাস বাজারে আসছে। আর যতদিন না ভ্যাকসিন পাচ্ছি ততদিন স্বাস্থ্য বিধি গুরুত্বের সাথে মেনে চলতে হবে। বিশেষ করে মাস্ক ব্যবহার, স্যানাটাইজার ব্যবহার, ছয় ফুট দূরত্ব সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

জ্যামাইকায় বসবাসকারী মোয়াজ্জেম হোসেন খান বলেন, গত মার্চ মাস থেকে এপার্টমেন্টে আছি। স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বাসার বাইরে বের হউনি। ভেবেছিলাম করোনার প্রকোপ কমছে, আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবো। কিন্তু আবার নতুন করে যেভাবে করোনার প্রকোপ বাড়ছে তাতে চিন্তিত না হয়ে পারছি না। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য ঝুকির কথা বিবেচনায় রেখে কারো বাসা-বাড়ীতে যাচ্ছি না এবং কাউকে বাসায় আসার জন্য আমন্ত্রণও জানাচ্ছি না।

সিটির রিচমন্ড হীলে বসবাসকারী শহীদুল ইসলাম খান বলেন, করোনায় নিজেদের চেয়ে সন্তানদের নিয়ে বেশী চিন্তিত আছি। দুই কন্যার স্কুল চলছে রিমোটে। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া পরিবার নিয়ে বাইরে যাচ্ছি না। তবে করোনা পরিস্থিতি একটু ভালো হওয়ায় পরিবারের সদস্যদের একঘুয়েমী কাটাতে মাঝেমধ্যে বাসায় ঘনিষ্টজনদের নিয়ে আড্ডা'র আয়োজন করছি। কিন্তু এখন আবার নতুন করে যেভাবে করোনার প্রকোপ বাড়ছে তাতে ঘরমুখী থাকাই ভলো।

ব্রঙ্কসের খলিলে চালু হলো

(শেষের পাতার পর)

শুক্রবার থেকে চালু হওয়া এই বার্গারটির মূল্য নির্ধারন করা হয়েছে ১৯৮০ ইয়েন। যা ১৯ আমেরিকান ডলারের সমমান।

এরই ধারাবাহিকতায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে জনপ্রিয় খলিল বিরিয়ানী হাউস এক অভিনব বিরিয়ানী রেসিপি চালু করেছে। তাদের নতুন এই রেসিপির নাম 'বাইডেন বিরিয়ানী'। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেন বিজয়ী হয়েছেন ৭ নভেম্বর শনিবার এই ঘোষনা আসার পরই নতুন এই রেসিপি চালুর কথা জানান প্রতিষ্ঠানটির সিইও এবং প্রধান শেফ মোঃ খলিলুর রহমান। খাশি ও গরু উভয় ধরনের প্রতি প্লেট বাইডেন বিরিয়ানীর দাম পড়বে যথাক্রমে ১৩ ও ১২ ডলার। বাইডেন যতদিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন এই বিরিয়ানী পাওয়া যাবে খলিল বিরিয়ানী হাউসে।

এ সম্পর্কে খলিল বিরিয়ানীর মালিক মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, জো বাইডেনের বিজয় শুধু আমেরিকানদের বিজয় নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের বিজয়। নতুন প্রেসিডেন্টর আগমন উপলক্ষ্যে সবাই নানাভাবে সেলিব্রেট করছেন। আমি একজন শেফ, আমারও কিছু একটা করার আছে। ভাবলাম তার নামে একটা বিরিয়ানী রেসিপি করলে কেমন হয়। তাই করলাম। আসলে এটা শুধু একটা রেসিপি নয়, এটা একটা ক্রিয়েশন। এটা স্পেশাল বিরিয়ানী। এটা সম্পূর্ণ একটা নতুন রেসিপি। আশা করি সবাই এনজয় করবেন।

শনিবার বাইডেনের বিজয় ভাষণ শোনার পর প্রচুর বাইডেন ভক্ত এই বিরিয়ানী খাবার জন্য খলিলের দুটি রেস্টুরেন্টে ভীড় করতে দেখা গেছে। স্থানীয় সিনেটর লুইস সিপুলভিদা রোববার বিকেলে এসে বাইডেন বিরিয়ানীর স্বাদ গ্রহন করেছেন।

ফিলাডেলফিয়া থেকে বাইডেন বিরিয়ানী খেতে এসেছিলেন বাংলাদেশী মির্জা আজিজুল হক। তিনি বলেন, জো বাইডেনের জন্ম শহর পেনসেলভানিয়ায় বসবাসকারী হিসাবে আমি গর্বিত। আমার পুরো পরিবার, আত্মীয়স্বজন জো বাইডেন-কে ভোট দিয়েছি। ফেস বুকে 'বাইডেন বিরিয়ানী'র নাম শুনে এখানে খেতে এসেছি। এই বিরিয়ানী খেয়ে হতাশ হইনি। আমি আগামীতে আমার বন্ধু বান্ধবদের ও নিয়ে আসবো খলিলে বাইডেন বিরিয়ানী খেতে।





AL-AQSA
PARTY HALL

১০০ থেকে ১৫০ জন এর
ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন

বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, সুইট সিক্সটিন, সহ যে কোন সামাজিক পার্টি ও
সভা-সেমিনারের জন্য অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ

2107 Starling Avenue,Bronx, NY 10462
718-904-7061, 347-479-8629

ব্রঙ্কসে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে পুরনো ও সর্ববৃহৎ
AL AQSA RESTAURANT

কাচ্চি বিরিয়ানী, তেহারী, কাবাব, ডাল-ভাত, মাছ-মাংস, ভাজি-ভর্তা, সিঙ্গারা,
সমুচা, মোগলাই পরাটা, রসমালাই, চমচম সহ সব ধরণের খাবার পাওয়া যায়।

সেই সাথে রয়েছে মালাই চা



ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে একমাত্র হাউজ হোল্ড ডিসকাউন্ট ষ্টোর
AL AQSA Household Discount Store

সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মেলামাইন,
প্লাস্টিক ও এলুমিনিয়াম, হাড়ি-পাতিল, কাপ-প্লেট,
বালতি, মগ,জগ, বদনা, ষ্টেইনলেসের চামচ,
কাটা চামচ, ইলেকট্রিক প্রেশার কুকার, রাইস কুকার,
টোস্টার, ব্লেন্ডার, জুসার সহ সবকিছু পাওয়া যায়

ব্রঙ্কসের বাংলাবাজারে সবচেয়ে বড় গ্রোসারী
AL AQSA Halal Meat & Supermarket



সবধরনের হালাল মিট, মাছ, টাটকা শাক-সবজি,
চাল, ডাল, তেল, লবণ, মশলাপাতি,
ফলমূলসহ গ্রোসারী সামগ্রীর বিপুল সমাহার
718-904-0700



আটাব এর নতুন

(শেষের পাতার পর)

সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আমাদের মধ্যে সম্প্রতি বৃদ্ধি ও ট্রাভেল এজেন্সীর মালিকদের স্বার্থ রক্ষা, গ্রাহক সেবা নিশ্চিত ও কমিউনিটির সকলের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটস্থ কর্ণফুলী ট্রাভেল এজেন্সীর অফিসে সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে আটাব এক সাধারণ সভার আয়োজন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কনভেনর মোহাম্মদ এম. রহমান (স্বত্বাধিকারী মেঘনা ট্রাভেল)।

সভা শেষে আমাদের প্রিয় সংগঠন আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনক (আটাব)-কে আরো গতিশীল উন্নয়নমুখী ও সক্রিয় করার জন্য দুই বৎসর মেয়াদী নতুন একটি কমিটি গঠন করা হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে পূর্বের কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ এম রহমান এবং কে.এম. রেজওয়ান খানকে কমিটি মনোনয়নের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। দুই জনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতায় জনাব মাওলানা মোঃ কে রহমান মাহমুদ (রহমানিয়া ট্রাভেল) কে সভাপতি এবং মোহাম্মদ সেলিম হারুন (কর্ণফুলী ট্রভেল ইনক)-কে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে নতুন কমিটি গঠিত হয়। কমিটির কার্যক্রম শেষে চলমান মহামারীর কথা বিবেচনা করে এক শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পূর্বের কমিটির আহবায়ক জনাব মোহাম্মদ এম. রহমান।

আটাব-এর পূর্ণ কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- মাওলানা মোহাম্মদ জে. রহমান মাহমুদ (রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস ইনক), সহ সভাপতি- মাসুদ মোরশেদ (স্কাইল্যান্ড ট্রাভেলস), সাধারণ সম্পাদক- মোহাহাম্মদ সেলিম হারুন (কর্ণফুলী ট্রাভেলস), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ (মা ট্রাভেল এজেন্সী), কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ শামসুউদ্দিন (বশির), ওয়ার্ল্ড টুর্স এন্ড ট্রাভেলস), সাংগঠনি সম্পাদক- আবদুল খালেক (সাফাওয়ান ট্রাভেলস), শিক্ষা ও কালচারাল বিষয়ক সম্পাদক- সাইমুল তালুকদার (এস এস ট্রাভেলস), নির্বাহী সদস্য- মোহাম্মদ বি. হোসেন (ডিজিটাল ওয়ান), সুলতান আহমেদ (হেরিটেইজ ট্রাভেলস)।

খোলামকুচির জিডিপি!

(শেষের পাতার পর)

এক ডজন ডিম আর এক প্যাকেট বিস্কুট কিনতে যখন আড়াই শ' টাকা নেমে যায়, ভাবি- আব্বার এক মাসের বেতনের টাকা গেল! আমার আব্বা ছিলেন একজন গেজেটেড সরকারি অফিসার। পদ অনুযায়ী হয়তো বেতনটা খুব বেশী ছিল না তবে আমাদের সে সময়ের পাঁচ ছয়জনের সংসার মোটামুটি চলে যেতো। আব্বা ছিলেন খাওয়া দাওয়ার ব্যপারে বেশ সৌখিন। বাজারের ভাল মাছটা মাংশ ডিম দুধের যোগান থাকতো নিয়মিত। মনে আছে সন্ধ্যায় এক প্রাইভেট টিউটর আমাদের তিন ভাইবোনকে পড়াতেন, মাসে নিতেন দশ টাকা। ভোরে হুজুর কোরআন শরীফ পড়িয়ে যেতেন, পাঁচ কি সাত টাকা। আব্বা ধুমপান করতেন। সে আমলে দামী ব্রান্ড ছিল থ্রি ক্যাসল্স আর কাল্টট্যান। আব্বা ক্যাপ্সট্যান টানতেন, প্যাকেট দশ আনা। প্রথমে আট আনা ছিল কিন্তু একবার এক লাফে দুই আনা বাড়লে আব্বার বাজেট ফেল করা শুরু হলো। ওই বেতনে চলতে চাইতো না, প্রায়ই ধার করতে হতো। মাঝেমাঝে গ্রাম থেকে চাল ডালের সরবরাহ আসতো। এসব মিলিয়েই আম্মা সংসারটা টেনে নিয়ে যেতেন।

তখনও সনাতনী টাকা আনার যুগ। সর্বনিম্ন ইউনিট পয়সা। তামায় তৈরী গোলাকৃতির কয়েন। কোন কোন কয়েনের মাঝে ফুটো থাকতো। পরিহাস করে এটাকে বলা হতো কানা পয়সা। চার পয়সা মিলে হতো এক আনা। এক আনার কয়েন ছিল। দুই পয়সারও কয়েন ছিল। এরপর চার আনার কয়েন। একে বলা হতো সিকি। আট আনা- আধুলি। এইভাবে ষোল আনায় হতো এক টাকা। এক টাকার কয়েন বোধহয় তখনও বের হয় নাই। সম্ভবত: এই পদ্ধতির নাম ছিল ম্যাট্রিক পদ্ধতি।'৫৮ সালে আইউব খান পাকিস্ড্রানের ক্ষমতা নিয়ে দশমিকে সুইচওভার করেন। '৫৯ থেকে শতকরা হিসাব চালু হয়। সর্ব নিম্ন ইউনিট এক পয়সাই থাকে। সিকি আধুলি ঠিক থাকলেও টাকা এক শ' পয়সায়, যা এখনও চালু। আনা'র চল মুখে থাকলেও কার্যত উঠে যায়। কয়েন ছিল এক পয়সা বা পাই, পাঁচ পয়সা, দশ পচিশ পঞ্চাশ পয়সার। এক টাকার কয়েন অনেক পরে চালু হয়। এই হিসাবের দশ পয়সার মান দাঁড়ায় সাবেকি দেড় আনা। পাঁচ পয়সার কয়েনের মান ছিল আগের তিন পয়সার সমান।

আমরা তখন জামালপুর, কিছু কিছু করে বুঝতে শিখছি। মনে আছে একবার দশ পয়সার একটা কয়েন কুড়িয়ে পেলাম। আমাদের তিন ভাইবোনের কি আনন্দ! দশ পয়সা মানে ছয় পয়সা। তিনজনে গবেষণায় বসলাম কিভাবে খরচ করা যায় এই ছয় পয়সা। দুই পয়সা করে তিনটা কাঠি লজেন্স পাওয়া যায়। এক ছটাক বাদাম কেনা যায়। বাদাম তখন আমাদের একটি আরাধ্য খাদ্য। শেষে সাব্যস্ড় হলো একবারে ভাঙা যাবে না, আপাতত: পাঁচ পয়সা বা সাবেকি তিন পয়সা মানের আধা ছটাক বাদাম কেনা হোক। বাকি পাঁচ পয়সা রেখে দেওয়া হবে। পরে সুবিধামত কিছু কেনা যাবে।

আজকের দিনে কল্পনা করা যায় কতটা মূল্য ছিল তখন টাকা বা পয়সার। এখন বাজারে যাই, নির্বিবাদে দেড় দুই হাজার টাকার কাঁচা বাজার করে ফিরি। মনে মনে হিসাব মিলিয়ে দেখি আব্বার ছয় থেকে আট মাসের বেতন শুধু মাছ তরকারি কিনতেই গেল! আব্বার ছিল বদলীর চাকরি। তবে একবার বছর খানেকের জন্য ঢাকায় আজিমপুর-শেখ সাহেব বাজার রোডের বাসায় আমাদেরকে থাকতে হয়েছিলো। বড় ছেলে হিসাবে কাঁচা বাজার করার ভার ছিল আমার ওপর। তখন ফ্রিজ নাই। দৈনিক বাজার করতে হতো। রোজ হেঁটে যাই নবাবগঞ্জ বাজারে। বাজেট ছিল আট থেকে বার আনা। মাংশ ইলিশ বা বড় মাছ আনতে হলে আম্মা দুই চার আনা বাড়িয়ে দিতেন। কই মাগুর শিং ষোল বা অন্য সাধারন মাছ কিনতে পারতাম চার থেকে ছয় আনার মধ্যে। তরকারি তিন থেকে চার আনা। বড় একটা ইলিশ আট থেকে দশ আনা। ব্যাগভর্তী বাজার করেও একআধ আনা চুরি করতাম। কয়েক দিনের পয়সা জমিয়ে লায়ন শাবিস্ড্রন বা নাগরমহল নিশাতে ম্যাটিনিতে ঢুকতাম। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তী হওয়ার পর ক্লাশ করতাম বাসা থেকে। একটু এগিয়ে এসে আজিমপুর ছাপড়া মসজিদের সামনে থেকে রিকশা নিলে কলাভবন পর্যন্ড় তিন আনা। কিছুদিন পর বেড়ে হলো সাড়ে তিন আনা। যেদিন দেখলাম রিকশাওয়ালা চার আনার নীচে যাবেই না সেদিন থেকে হেঁটেই আসা যাওয়া শুর করলাম।

মনে আছে '৭০ সালে আজাদ গ্রুপের চিত্রাকাশে রিপোর্টার হিসাবে নিয়োগ পেয়েছিলাম মাসিক এক শ' টাকা বেতনে। স্বাধীনতার পর গণকণ্ঠে শুর এক শ' পঁচিশ দিয়ে। আফতাব ভাই কিছুদিন আমাকে ডেস্কে রেখে দেন। পরে রিপোর্টিংয়ে চলে আসি। বেশ দেন দরবার করে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্কেল আদায় করা হয়। বেতন হয় তিন শ' তেইশ। এর সাথে রিপোর্টারের কনভেন্স এ্যালাউন্স এক শ' যোগ করে হয় চার শ' তেইশ টাকা। পরে এই এ্যালাউন্স আরও এক শ' বেড়েছিল। '৭৬এর শেষের দিকে প্রথমে সাপ্তাহিক পরে দৈনিক কিষানের নিউজ এডিটর হিসেবে বেতন পেতাম পাঁচ শ' টাকা। খবরেও তাই। মাঝেমাঝেই বেকার হয়ে যেতাম। অনুজপ্রতিম কবি আবু করিম একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কপি রাইটারের কাজ করতো। বিসিএস পাশ করে সরকারি চাকরিতে জয়েন করার আগে কাজটা আমাকে দিয়ে যায়। সম্ভবত: সেখানেও বেতন পাঁচ শ'। '৮০ সাল পর্যন্ড় এই অবস্থা। ততদিনে সংসার হয়েছে, খরচ বেড়েছে। আউট সোর্সিং-মানে বই লিখে বা বিভিন্ন সাপ্তাহিক মাসিকে লেখালেখি করে কিছু বাড়তি ইনকাম করতাম। '৮০ তে গণকণ্ঠ আবার বের লে চীফ রিপোর্টার হিসাবে যোগদান আট শ' টাকা বেতনে। এরপর কয়েক বন্ধু মিলে ব্যবসা। ওরা এমডি হিসাবে আমার একটা বেতন ঠিক করে দিয়েছিল।

ভাবতে পারা যায় '৮১ '৮২ সালে আট শ' হাজার টাকায় এই ঢাকা শহরে সন্ড্রান সংসার নিয়ে বসবাস করা যেতো! '৭৬ সালে আমি দশ টাকাও বাসা ভাড়া দিয়েছি। তখন একটা পুলিশী ঝামেলায় নিজেদের বাসায় থাকতে পারতাম না। প্রয়াত সাংবাদিক আমার প্রাতিষ্ঠানিক সাংবাদিকতার গুর অভিনয় কুমার দাসের সাথে মিলে মানিক নগরে শেয়ারে বাসা ভাড়া নিলাম, সম্ভবত: একএকজনের ভাগে পড়তো এক কি দেড় শ' টাকা! মাত্র চলিশ বছরের ব্যবধানে আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছি আমরা! আগেও ভাত খেতাম এখনও সেই ভাতই খাই, মাছ খাই তরিতরকারি ডিম দুধ আম কাঁঠাল কলা পেয়ারা সবই আগের মত। শুধু দামটা বেড়েছে কয়েক হাজার গুন। অর্থনীতির সঙ্গায় একে কি বলে জানিনা তবে এত অল্প সময়ে এই ডাকাতীয় উলম্ফন বুঝি একমাত্র বাংলাদেশেই সম্ভব হয়েছে! কথায় বলে আগে মানুষ পকেটভর্তী টাকা নিয়ে যেতো ব্যাগভর্তী বাজার নিয়ে ফিরতো আর এখন ব্যাগভর্তী টাকা নিয়ে বাজারে যায় পকেটে করে বাজার নিয়ে ফেরে! টাকা এখন খোলামকুচি। পাঁচ শ' টাকার ভ্যালু আমাদের সময়ের পাঁচ টাকাও না। কয়েনের চল উঠে গেছে প্রায়। খুচরা কেনাকাটায় এক টাকা দুই টাকা কেউ হিসাবে ধরে না। সর্বনিম্ন ইউনিট পাঁচ টাকা। এটা কি উন্নয়নের সূচক না লুটপাটের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য! প্রতি বছর নাকি জিডিপি বাড়ে। আমি অর্থনীতির ছাত্র না, এসব ভারী শব্দের অর্থও বুঝি না। তবে আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে জিডিপি কি ইচ্ছামাফিক এবং ফ্রিস্টাইল মূল্যবৃদ্ধি? আমরা আম পাবলিকের ধারনা বাজারে চালের দাম বাড়া মানে জিডিপি বাড়া, বাড়ীভাড়া বিল বাড়লে মনে করি জিডিপি বেড়েছে। আমি সামান্য জ্ঞানে যতটুকু বুঝি, উন্নয়ন অর্থ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। ফি বছর গ্যাস পানি বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে বাজার ব্যবস্থাপনা সিন্ডিকেটদের হাতে তুলে দিয়ে মানুষকে ট্যাক্স ভ্যাটের যাঁতাকলে ফেলে উত্তরত্তোর জিডিপি বাড়ে কিভাবে আমি বুঝি না!

এই জিডিপি কার? পাবলিকের না সরকারের!

স্কাই ইজ দ্যা লিমিট

(শেষের পাতার পর)

টুকে রাখতাম। কলাপাতা-রঙা নোটবুকটার উপরে ছোট্ট করে লেখা ছিলো- 'স্বপ্ন'। প্রতিদিন অসংখ্য নামে ভরে উঠছিলো খাতাটা। যেদিন জানলাম আমাদের একটা কন্যা হবে, সেদিন খুব বৃষ্টি পরছিলো। হসপিটাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে থামলাম। তোমার মা'কে গাড়িতে বসিয়ে রেখে অনেকক্ষন বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম। আনন্দ অশ্রু মিশে যাচ্ছিলো বৃষ্টির ফোঁটায়। সেদিনই প্রথম জেনেছিলাম অশ্রু আর বৃষ্টির জলে তফাত আছে। তাই যদি না হবে তাহলে তোমার মা জানলো কি করে এতক্ষন আনন্দে কাঁদছিলাম আমি!! তোমার মা আমার হাত ধরে বলেছিলো- এই যে রাজকন্যার ক্রন্দনরত পিতা, এই বৃষ্টিতে আমার চটপটি খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। যেখান থেকে পারেন চটপটি এনে হাজির করুন। তোমার মায়ের মুখে পৃথিবী জয়ের অহঙ্কারী হাসি দেখেছিলাম সেদিন। আমাদের নোটবুকে অস্মিতা নামটাই ছিলো না। তুমি যেদিন হবে সেদিনই মনে এলো নামটা। অস্মিতা!! আমাদের কন্যার নাম অস্মিতা। তোমার নামের অর্থটা কি তুমি জানো? অস্মিতা অর্থ স্মিত নয় অর্থাৎ আপন মহিমায় উজ্জ্বল। অস্মিতা নামের অর্থ প্রগাঢ় ব্যক্তিত্ব। আমরা তোমাকে সেই সেদিন থেকে উদযাপন করছি। একটু একটু করে বড় হচ্ছো তুমি। আর আমরা অবাক বিস্ময়ে তোমার বেড়ে ওঠা দেখছি। মায়ের ন্যাওটা মেয়ে, সারাদিন মা না হলে তোমার চলেই না। অথচ রাত হলে বাবাকে লাগবে। বাবার কাছ থেকে গল্প না শুনলে তোমার যে ঘুম আসে না!! আমার গল্পগুলো অন্যরকম তাই তো? তোমার মায়ের কথায়, খটমটে। আসলেই তাই। আমি তোমাকে কখনো সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া প্রিন্স চার্মিং এর গল্প শোনাই না। কারন আমি চাই না আমার কন্যা এই বিশ্বাস নিয়ে বড় হোক যে একদিন তাকে উদ্ধার করতে সাদা ঘোড়ায় চেপে আসবে কোন রাজকুমার। আমি চাই না আমার অস্মিতা এই ভেবে বড় হোক যে সে দূর্বল, সে তার একার জন্য যথেষ্ট নয়, সম্পুর্ণ নয়। আমি চাই আমার অস্মিতা নিজস্ব আকাংখা, নিজ অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টায় একজন পূর্নাঙ্গ মানুষ হিসেবে উদ্ভাসিত হোক। আমার গল্প তাই একজন ইন্দিরা ও তার পিতার গল্প। আমার গল্প একজন সাহসী প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, আর ইলা মিত্রের গল্প। আমার গল্প বেগম রোকেয়ার গল্প। আমার গল্প ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, রমা চৌধুরী, আর শহীদ জননী জাহানারা ইমামের গল্প। আমার গল্প একজন রোজা পার্ক এর গল্প। আমার গল্প ভার্জিনিয়া উলফ, ম্যারী কুরী, এডা লাভলেস এর গল্প। আমার গল্প একজন শেখ হাসিনার গল্প। সব হারানো একজন নিঃস্ব মানুষের ফিনিক্স পাখির মতো ধ্বংস্তুপ থেকে উঠে আসার গল্প। আমার গল্প আমার মায়ের গল্প- যে বিশ্বাস করতো তার কন্যা ও পুত্র সন্তানেরা সম অধিকার ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। মাগো, আমার গল্প তোমার মায়ের গল্প। যে মেয়েটি মাত্র একুশ বছর বয়সে মাথা উঁচু করে বলেছিলো, 'স্বামীর মঙ্গল কামনায় শুধু আমি কেনো উপোস থাকবো?'। শান্ত গলায় হাসতে হাসতে বলেছিলো, 'উপোস থাকলে দুজনেই নয়তো চলো সবাইকে ফাঁকি দিয়ে সিনেমা আর নিউমার্কেটের গরম গরম জিলাপি'।

অস্মিতা,

তুমি জানো আমি তোমাকে কোন উপদেশ দেই না। আমি তোমার সাথে গল্প করি, কথা বলি আর তোমার কথা খুব মন দিয়ে শুনি ও বোঝার চেষ্টা করি। তুমি রাগ হলে, কোন কারনে উত্তেজিত হলে খুব জোরে জোরে হাত পা ছুঁড়ে, এক হাত মুষ্ঠি করে আরেক হাতের তালুতে ঘুষি মেরে কথা বলো। তুমি খুব আনন্দে থাকলে জোরে জোরে গান গাও। হো হো করে হাসো। মাঝে মাঝে দেখি, অসময়ে তোমার ঘরের দরজা বন্ধ, আলো নেভানো। মাঝে মাঝে তোমার ঘর থেকে ভেসে আসে এডেলের 'হোয়েন উই ওয়ের ইয়ং'। আমি বুঝি তোমার মন খারাপ। খাবার টেবিলে প্লেটের ভাতটুকু নাড়াচাড়া করো। আমি বুঝি তোমার কিচ্ছু ভাল্লাগছেনা। তোমার চোখের পাতা ভেজা দেখে বুঝতে পারি, তুমি কষ্ট পাচ্ছো। মাগো, আমি তোমার সবরকম অনুভুতির প্রকাশ দেখে স্বস্তি পাই। আস্বস্ত হই এই ভেবে যে, আমার মেয়েটি স্বাভাবিক নিয়মে বড় হচ্ছে। মা রে, জীবনে কত রকমের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই যে একটা মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়!! জীবনে চলতে যেয়ে কখনো রাগে ফেটে পরবে। কখনো দুঃখ কষ্ট অভিমানে কান্নাও পাবে। চলতে যেয়ে বারবার হোঁচট খাবে। তবে আমি একশোভাগ নিশ্চিত যতবার হোচট খাবে ততবার দ্বিগুন উৎসাহ সাহস আর চ্যালেঞ্জ নিয়ে উঠে দাঁড়াবে। তুমি দুমড়ে যাওয়া কষ্টে কাঁদবে, নীল হবে। তবে এই অনুভব যেনো সাময়িক হয়। এমন 'আমি ভালো নেই' যেন ক্ষনস্থায়ী হয়। এমন আবেগ থেকে বেড়িয়ে আসতে পারার মতো অস্মিতা হও তুমি।

কন্যা অস্মিতা,

তোমার যা হতে ইচ্ছে হয় তুমি তাই হবে। কোন বাধা নেই। কোন নিষেধ নেই। তোমার যদি ইচ্ছা হয় এভারেস্ট জয় করার তুমি তাই করবে। তোমার যদি ইচ্ছা হয় নাবিক হবার তুমি তাই হবে। তোমার যদি ইচ্ছা হয় পেন উড়ানোর তুমি তাই উড়াবে। তোমার যদি ইচ্ছা হয় পৃথিবী ভ্রমণে বেড়িয়ে পরতে তুমি তাই পরবে। নভোচারী হতে ইচ্ছে হলে হবে। কবি লেখক শিল্পী সাংবাদিক খেলোয়াড় জীবনে যা যা হতে ইচ্ছা হয় হবে। সব সম্ভব। নাথিং ইজ ইমপসিবল অস্মিতা আমার স্বপ্নবাজ সুকন্যা, স্বপ্ন দেখা ছেড়ো না। দিন রাত স্বপ্ন দেখবে। যত্ন করে স্বপ্ন দেখবে। মনে ভরে স্বপ্ন দেখবে। স্বপ্ন দেখা চাই নানা রঙের স্বপ্ন। বড় বড় ডাসা ডাসা স্বপ্ন। দেখবে তো মা? হিমালয়ের মতো স্বপ্ন? প্রজাপতির পাখার মতো স্বপ্ন, দেখবি তো আম্মা? একশো বছর আগে আমেরিকান নারীরা ভোট দেবার অধিকার অর্জন করেছিলো। আর আজ, তার একশো বছর পরে যখন তোমাকে এই চিঠিটি লিখছি ঠিক তখনই রচিত হলো এক অনন্য ইতিহাস তোমার দেশে প্রথমবারের মতো ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন একজন নারী। তার নাম কামালা হারিস। ঐ দেখো, বিজয়ের মঞ্চে আজ কামালা হারিস। সুতরাং মনে রেখো- সব সম্ভব যদি স্বপ্ন দেখো আমি যেমন তোমাকে গল্প শোনাই তেমনি তুমিও একদিন আমেরিকার প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হারিসের গল্প শোনাবে তোমার সন্তানকে।

অস্মিতা,

উপদেশ নয় আমার বিশ্বাস তোমার থাকবে জীবনকে বহন করার পূর্ণ ক্ষমতা। মনকে নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ ক্ষমতা। নিজের প্রতি শতভাগ বিশ্বাসে তুমি হবে অপ্রতিরোধ্য অস্মিতা।

মনে রেখো স্কাই ইজ দি লিমিট।

নিউইয়র্ক ।



সৈয়দা নাবিদা খসরুর জন্মদিন পালন

নিউইয়র্ক: টাইম টেলিভিশন-এর অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু এবং সাবিয়া বেগমের কনিষ্ঠা কন্যা সৈয়দা নাবিদা খসরুর ১০ম শুভ জন্মদিন গত ১ নভেম্বর ব্রঙ্কসের একটি পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে টাইম টিভি'র সিইও এবং বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক আবু তাহের, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে নাবিদার সুন্দর আগামীর জন্য দোয়া কামনা করেন।

উল্লেখ্য, ছোট্ট নাবিদা চলতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসে বাবা-মায়ের সাথে পবিত্র ওমরাহ পালন করে। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে সীমিত পরিসরে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। ছবি: বাংলা পত্রিকা

আমেরিকা নির্বাচনে ব্যতিক্রমী কিছু বিজয়, সর্বোচ্চ ক্ষমতায় হিজড়া

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আমেরিকায় ২০২০ সালের নির্বাচন নানা কারণে ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে। এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভাজন এবং চরম তিক্ততার বহিঃপ্রকাশের জন্য যেমন স্মরণীয় হয়ে থাকবে, তেমনই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পাশাপাশি ইউএস কংগ্রেসের যে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে, সেখানেও কিছু কিছু ব্যতিক্রমী নজির দেশটির জন্য ইতিহাস হয়ে থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাকে বলে কংগ্রেস। এটি দুই কক্ষবিশিষ্ট- নিম্নকক্ষকে বলে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ বা প্রতিনিধি পরিষদ, আর উচ্চকক্ষকে বলে সিনেট। এই প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচনে এবারে বিজয়ী হয়েছেন এমন এক নারী, যিনি এমন এক ষড়যন্ত্র তত্ত্বে বিশ্বাসী গোষ্ঠীর সমর্থক, যারা মনে করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের গোপন ব্রত হলো শিশুদের যৌন নিপীড়নকারী ও শয়তানের দমন।

এই গোষ্ঠী কিউঅ্যানোন-এর কট্টর সমর্থক রিপাবলিকান মার্জোরি টেইলর গ্রিন, হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভে নির্বাচিত হয়েছেন জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের একটি আসনে বিজয়ী হয়ে। এই বিতর্কিত গোষ্ঠীর সমর্থক হিসাবে তিনি প্রথম কংগ্রেসে আসন পেলেন।

ব্যবসায়ী গ্রিন রাজনীতিতে নতুন। তিনি জর্জিয়ার একটি রক্ষণশীল এলাকায় তার ডেমোক্র্যাট প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে আত্মপ্রকাশ করা ষড়যন্ত্র তত্ত্বে বিশ্বাসী এই গোষ্ঠী কিউঅ্যানোনের অন্ধ বিশ্বাস যে, শিশুদের যৌন নিপীড়নকারী এবং শয়তানে বিশ্বাসী এক চক্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে আমেরিকান সরকারে, যারা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ক্ষমতা থেকে সরানোর চেষ্টা করছে। তাদের দমনই ডোনাল্ড ট্রাম্পের গোপন রাজনৈতিক মিশন। এই তত্ত্বে বিশ্বাসীদের গোপন প্রতীক হল ইংরেজি 'কিউ' অক্ষর। ইউটিউবে এক ভিডিওতে গ্রিন এই অক্ষরটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং ট্রাম্পকে দেশপ্রেমী বলে বর্ণনা করেছেন। তবে এই গোষ্ঠীর যে ভাবমূর্তি আছে, প্রচারাভিযানের সময় তিনি তার সাথে নিজের একাত্মতা দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন।

যদিও কোন কোন রিপাবলিকান প্রার্থী অতীতে কিউঅ্যানোনের প্রতি খোলাখুলিভাবে তাদের সমর্থন দিয়েছেন, কিন্তু গ্রিন প্রথম থেকেই এর অন্যতম কট্টর সমর্থক হিসাবে পরিচিত। এবং তিনিই এই মতবাদের প্রথম প্রতিনিধি যিনি এখন ইউএস কংগ্রেসে বসবেন। নির্বাচনে দাঁড়ানোর আগে, গ্রিন তার স্বামীর সাথে মিলে একটি নির্মাণ কোম্পানী চালাতেন।

গর্ভপাতের বিরোধিতা, অস্ত্র রাখার অধিকার, মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল তোলার মত বিষয়গুলোর পক্ষে তিনি প্রচারণা চালিয়েছেন। তার বিজয়ের পর ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন, 'মার্জোরি ভবিষ্যতের এক রিপাবলিকান স্টার'। তবে রিপাবলিকান দলের ভেতরে তাকে প্রার্থিতা দেয়া নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল। গ্রিন কৃষ্ণাঙ্গ, ইহুদী এবং মুসলমানদের নিয়ে অপমানসূচক মন্তব্য করে যেসব ভিডিও অতীতে পোস্ট করেছেন, তা নিয়ে অনেক রিপাবলিকান নির্বাচনে তাকে টিকিট দেবার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন।

কিউঅ্যানোন

ইন্টারনেটে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই ফোরাম প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ২০১৭'র অক্টোবরে, যখন একজন অজ্ঞাতপরিচয় 'কিউ' নামে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন যে তিনি আমেরিকান সরকারের সদস্য এবং আমেরিকার নিরাপত্তা জগতের ভেতরের খবরাখবর তিনি রাখেন। সেখান থেকেই আসে এই গোষ্ঠীর নাম- কিউ অক্ষর আর অ্যানোন হল 'anonymous' (অজ্ঞাত)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

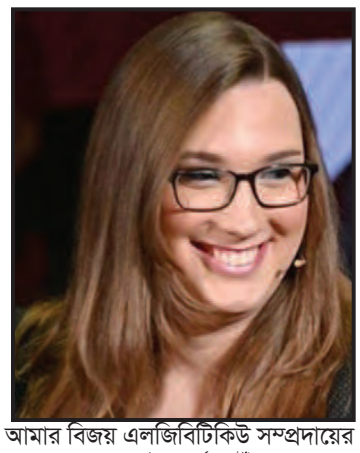
এই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি বলেন যে ২০১৬ সালে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার সাথে রাশিয়ার যোগাযোগ নিয়ে যে অভিযোগ তোলা হয়, সেটা ছিল আসলে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কিছু ব্যক্তির বিষয়ে তদন্তের অংশ। তিনি বলেন, ভেতরের খবর অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের গোপন মিশন ছিল দুর্নীতিবাজ ও শিশুদের যৌন নির্যাতনকারী রাজনীতিক, সংবাদমাধ্যম কর্মী এবং হলিউড তারকাদের গ্রেফতার করা।

সিনেটে প্রথম ট্রান্স (হিজড়া) সদস্য

ডেলাওয়ার থেকে জেতা স্যারা ম্যাকব্রাইড হলেন ইউএস সিনেটের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার সদস্য। ডেমোক্র্যাট স্যারা ম্যাকব্রাইটের বয়স ৩০। তিনি হিউমান রাইটস ক্যাম্পেইন নামে এলজিবিটিকিউ বা সমকামী, উভকামী ও হিজড়া সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারী একটি সংগঠনের প্রচার সচিব এবং প্রেসিডেন্ট ওবামা ক্ষমতায় থাকাকালীন তিনি হোয়াইট হাউসে শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করেছেন।

২০২০-র উত্তেজনাপূর্ণ নির্বাচনে হাতে গোনা যে কয়জন প্রার্থী ইতিহাস গড়েছেন স্যারা ম্যাকব্রাইট তাদের একজন। তিনি হতে চলেছেন আমেরিকান রাজনীতিতে সর্বোচ্চ পদে একজন ট্রান্সজেন্ডার বা হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্য।

জয়ের পর স্যারা ম্যাকব্রাইট এক টুইট বার্তায় বলেছেন, 'আমি আশা করব



আমার বিজয় এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেবে যে আমেরিকান গণতন্ত্র সবার জন্য জায়গা করে দেবার মানসিকতা রাখে।' তিনি সিনেটর প্রথম ট্রান্সজেন্ডার সদস্য হিসাবে ইতিহাস সৃষ্টি করলেও আমেরিকার রাজনীতিতে এবারের নির্বাচনে তিনিই এই সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি নন, যাকে ভোটাররা জয়যুক্ত করেছে।

ভারমন্ট থেকে ২৬ বছরের ট্রান্সজেন্ডার টেলার স্মল নির্বাচিত হয়েছেন প্রতিনিধি পরিষদ বা হাউস অফ রিপ্রেজেনটিটিভে আর ক্যানসাস থেকে প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ট্রান্সজেন্ডার স্টেফানি বায়ার্স।

ব্যতিক্রমী আরো দুটি মুখ

নর্থ ক্যারোললিনা থেকে বিজয়ী রিপাবলিকান সদস্য ম্যাডিসন কথর্ন মাত্র ২৫ বছর বয়সে কংগ্রেসের সদস্য হয়েছেন। কংগ্রেসে যাওয়ার নূন্যতম বয়সই হলো ২৫। এই অগাস্টে তিনি ২৫ পূর্ণ করলেন। তিনি কংগ্রেসের প্রথম সদস্য যার জন্ম ৯০-এর দশকে।

নভোচারী মার্ক কেলি সিনেটের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। তবে তিনি প্রথম সাবেক কোন নভোচারী নন, যিনি সিনেটে আসন পেলেন। এর আগে ১৯৭৪ সালে ওহাইও থেকে সিনেটার হয়েছিলেন নাসার প্রথম নভোচারীদের একজন, জন গ্লেন। কেলি মহাকাশে কাটিয়েছেন ৫৪ দিন। তার এক যমজ ভাই আছে, স্কট কেলি। তিনিও নাসার একজন নভোচারী ছিলেন, তবে এখন অবসর নিয়েছেন। সূত্র: বিবিসি





কে এই জো বাইডেন?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জোসেফ রবিনেট বাইডেন জুনিয়র, যিনি সর্বজন স্বীকৃত জো বাইডেন হিসেবে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যিনি ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী হয়ে লড়েছেন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিপক্ষে। যিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সাথে দুই মেয়াদে সিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জো বাইডেনের জন্ম ১৯৪২ সালের ২০ নভেম্বর পেনসিলভানিয়ার স্ক্রানটনে। চার ভাই-বোনের মধ্যে সবার বড় বাইডেন বেড়ে ওঠেন স্ক্রানটন, নিউ ক্যাসল কাউন্টি ও ডেলাওয়ারের মধ্যেই। বাবা জোসেফ রবিনেট বাইডেন সিনিয়র আর আইরিশ বংশোদ্ভূত মা ক্যাথরিন ইউজেনিয়া ফিনেগান।

ডেলাওয়ার ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়াশোনা করেন বাইডেন। পরে তিনি আইনে ডিগ্রি নেন সিরাকিউজ ইউ-নিভার্সিটি থেকে।

১৯৬৬ সালে সিরাকিউজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় বাইডেন নিলিয়া হান্টারকে বিয়ে করেন। তাদের ঘরে তিন সন্তান রয়েছেন- জোসেফ আর 'বিউ' বাইডেন, রবার্ট হান্টার ও নাওমি ক্রিস্টিনা। ১৯৭২ সালে বড় দিনের আগে ক্রিসমাস ট্রি কিনতে গিয়ে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিলিয়া নিহত হন। তার মেয়ে নাওমিও দুর্ঘটনায় মারা যান।

নিলিয়াকে তিনি বলেছিলেন, ৩০ বছর বয়সের মধ্যে তার স্বপ্ন সিনেটর হওয়ার। সিনেটর হওয়ার পরের লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়া। তিনি তার লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন। নিলিয়াকে হারানোর ১ বছরের মাথায় ১৯৭৩ সালে বাইডেন জিল ট্রেসি জ্যাকবকে বিয়ে করেন। তাদের ঘরে অ্যাশলে ব্লেজার নামে এক কন্যা সন্তান রয়েছে।

১৯৭০ সালে ডেলাওয়ারের নিউ ক্যাসল কাউন্টির কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হন জো বাইডেন। এরপর তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ৩০ বছর বয়সের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয় তার। ১৯৭২ সালের নভেম্বরে তৎকালীন জনপ্রিয় রিপাবলিকান সিনেটর স্যালেব বগসের বিপক্ষে ডেমোক্রেটিক দল থেকে প্রার্থী হন তিনি। তারপর নাম লেখান ইতিহাসে। মাত্র ৩০ বছর বয়সে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সী পঞ্চম সিনেটর নির্বাচিত হন।

ডেলাওয়ার থেকে মোট ৬ বার সিনেটর নির্বাচিত হন জো। সিনেটের বিচার কমিটিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা আইনসহ যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেন তিনি।

২০০৭ সালে আবার নির্বাচনে দাঁড়ান। সেবার বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট হন এবং রানিংমেট হিসেবে বেছে নেন বাইডেনকে। ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত তিনি ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।

জো বাইডেন ২০১৫ সালে আবারো প্রিয়জন হারান। মস্তিষ্কের ক্যান্সারে বড় ছেলে বো বাইডেনের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েন জো। ২০১৬ এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন পাবার আগেই সরে যান। ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনে নানা উত্থান-পতনের পর ঘুরে দাঁড়ান জো বাইডেন।

বাইডেন পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক আমেরিকান সিনেট কমিটিতে কাজ করেছেন দীর্ঘ দিন। সিনেটের এই কমিটির সভাপতি হিসেবে ২০১২ সালের অক্টোবরে আমেরিকার রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের ইরাক যুদ্ধে যাবার বিষয়টিকে অনুমোদন দেবার সিদ্ধান্ত ছিল তার ওপর। এর ১১ বছর আগে উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডাব্লিউ বুশকে সাদ্দাম হুসেনের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনুমোদনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন বাইডেন।

বাইডেনের হুঁশিয়ারি স্বত্ত্বেও উপসাগরীয় যুদ্ধের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ওই যুদ্ধে আমেরিকান মারা যায় অল্প সংখ্যক। এরপর থেকে বাইডেনকে পররাষ্ট্র ও জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতির ক্ষেত্রে দুর্বলচিত্ত বলে তুলে ধরা শুরু হয়। ওই ভোট নিয়ে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হবার পরবর্তী কয়েক বছর বাইডেন আন্তর্জাতিক বিষয়ে কট্টর অবস্থান দেখাতে শুরু করেন, যেমন বলকান গৃহযুদ্ধে আমেরিকান অবস্থান, ইরাকে বোমা হামলা এবং আফগানিস্তানে দখলদারিত্ব কায়েমের প্রতি তার সমর্থন প্রকাশ করেন।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ ইরাকের কাছে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে এই অভিযোগে যখন ইরাকে নতুন করে যুদ্ধ শুরুর প্রস্তাব করেন, তখন বাইডেন তাতে জোরালো সমর্থন দিয়েছিলেন। ইরাক যুদ্ধের পর তিনি বামপন্থার দিকে ঝোঁকেন। তিনি ইরাকে আমেরিকান সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির বিরোধিতা করেন এবং সেখান থেকে সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আফগানিস্তানে আমেরিকান বাহিনী জোরদার করার এবং ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর বিপক্ষে পরামর্শ দেন। আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হবার লড়াইয়ে নামার ঘোষণা দেবার পর তিনি ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে সৌদি আরবের প্রতি আমেরিকার সমর্থন বন্ধ করার পক্ষেও মত তুলে ধরেন। সূত্র: ইউএনবি।



কার্টার-বিল-ওবামা

সাবেক তিন প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত কমালা হ্যারিসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক তিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার, বিল ক্লিনটন ও বারাক ওবামা। জিমি কার্টার তার অভিনন্দন বার্তায় বলেছেন, তিনি আশা করেন নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রকে ইতিবাচক পরিবর্তনের পথে নিয়ে যাবেন। তিনি টুইটে লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত বন্ধু জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত কমালা হ্যারিসকে অভিনন্দন জানাতে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে রোজালিন। তাদের চমৎকার প্রচারণা ও নির্বাচিত হওয়াতে আমরা গর্বিত।

সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আশা প্রকাশ করেছেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত জো বাইডেন 'আমাদের সবার সেবা করবেন। আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন'। এক টুইটে তিনি বলেছেন, আমেরিকানরা তাদের ভোট দিয়েছেন এবং গণতন্ত্র বিজয়ী হয়েছে। আমরা নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পেয়েছি। তাদেরকে এই বিস্ময়কর জয়ের জন্য অভিনন্দন।

বিচক্ষণ ওবামার অভিনন্দন, সতর্কতা

সবাই যখন নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত কমালা হ্যারিসকে অভিনন্দন বার্তায় ভাসাচ্ছেন, তখন সতর্ক প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন সেই সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। এক দুইতে তিনি বলেছেন, জো বাইডেন জানুয়ারীতে যখন হোয়াইট হাউজে প্রবেশ করবেন, তখন তাকে নজির-বিহনী সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। এ যাবত কোনো নবাগত প্রেসিডেন্ট এতটা চ্যালেঞ্জ সামনে নিয়ে দায়িত্ব নিতে হয়নি। ভয়াবহ করোনা ভাইরাস মহামারি, অসম অর্থনীতি- বিচার ব্যবস্থা, ঝুঁকিতে থাকা গণতন্ত্র, বিপন্ন জলবায়ু নিয়ে তাকে হোয়াইট হাউজে প্রবেশ করতে হবে তাকে। তাই পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে আমি অভিনন্দন জানিয়ে নিজে গর্বিত হতে পারি না। এমন সতর্কতা, হুঁশিয়ারি দিলেও বারাক ওবামা কিন্তু ঠিকই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত জো বাইডেন, পরবর্তী ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনকে অভিনন্দন জানাতে ভোলেন নি। এ জন্যই তিনি (বারাক ওবামা) ইতিহাস রচনা করেছিলেন।



Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

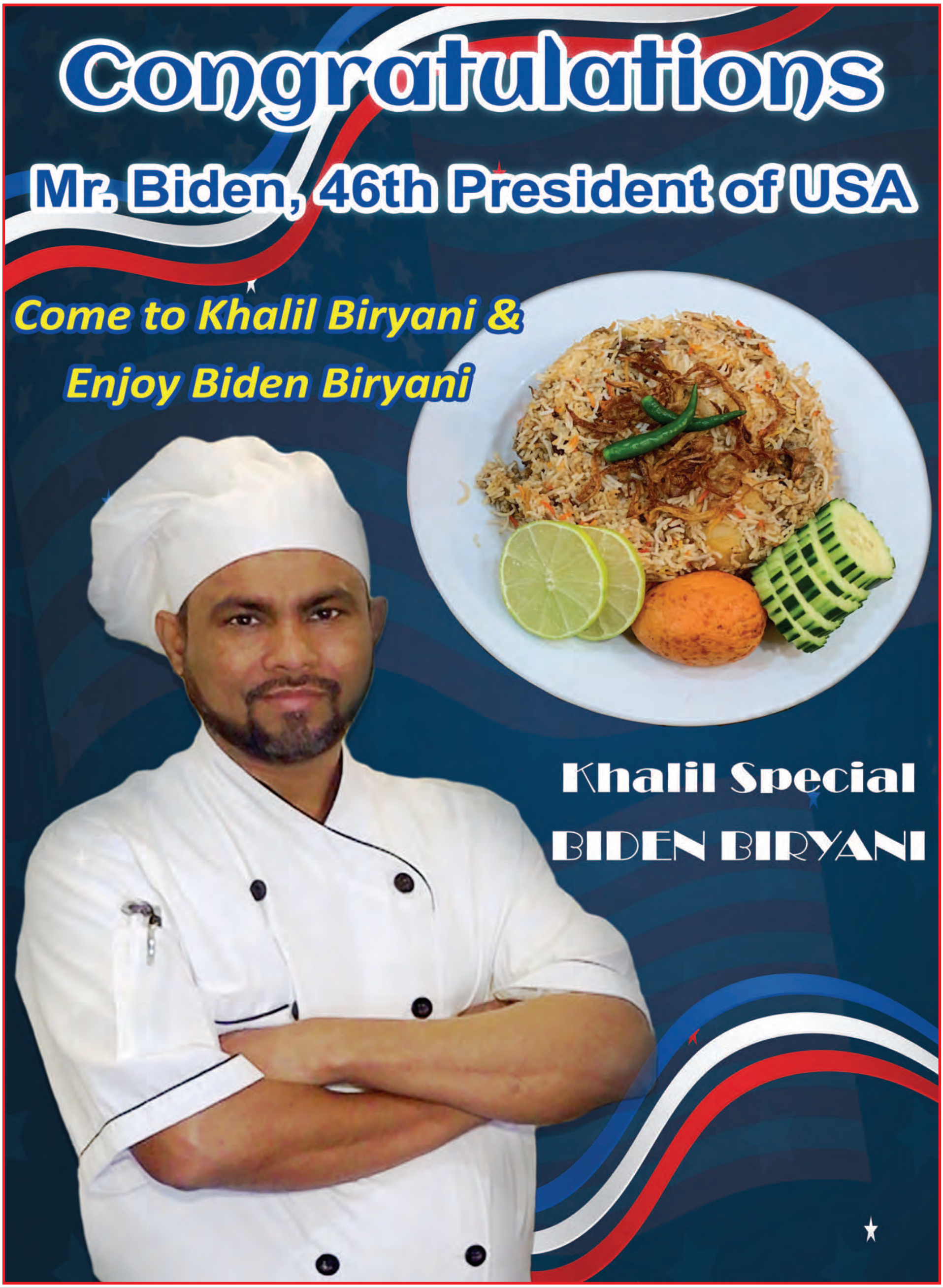
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162


Congratulations
Mr. Biden, 46th President of USA
Come to Khalil Biryani &
Enjoy Biden Biryani
Khalil Special
BIDEN BIRYANI

বাইডেন : রাজনীতির

(১৪ পাতার পর)

মাসে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কিকে বাইডেন ও তার পুত্র হান্টার বাইডেনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য চাপ দেন। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ অভিযোগ সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অপকর্মের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এরপর এ বছরের ১৮ আগষ্ট ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে বাইডেন আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২০-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হন। এর আগে ১১ আগষ্ট ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নির্বাচিত ইউএস সিনেটর কমালা হ্যারিসকে তার রানিংমেট হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

জো বাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীনই বিয়ে করেন বান্ধবী নিলিয়া হান্টারকে। ১৯৬৬ সালে বিয়ের পর তাদের ঘরে আসে তিন সন্তান জোসেফ বাইডেন, রবার্ট হান্টার ও নাওমি ক্রিস্টিনা। কিন্তু বিয়ের মাত্র ৬ বছরের মাথায় ১৯৭২ সালে স্ত্রী ও মেয়েকে হারান বাইডেন। ২০১৫ সালে তার বড় ছেলের মৃত্যু হয় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে। জীবনের একটি বড় সময় তিনি স্বজন হারানোর শোকে ডুবে ছিলেন। স্বজন হারানোর ঘটনা তার ধর্মীয় বিশ্বাস নাড়িয়ে দেয়। তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন, ঈশ্বর তাকে নিয়ে ভয়ঙ্কর খেলা খেলছেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর বাইডেন বিয়ে করেন জিল ট্রেসিকে। তাদের সংসারে রয়েছে এক মেয়ে। তার নাম অ্যাশলে ব্লেজার। ১৯৭৫ সালে তারা প্রথম দেখা করেন। ১৯৭৭ সালে নিউইয়র্কে তারা বিয়ে করেন। ১৯৮১ সালে অ্যাশলে ব্লেজারের জন্ম হয়। তিনি বর্তমানে একজন অধিকারকর্মী হিসেবে সক্রিয় রয়েছেন। বাইডেনের ছেলে বো বাইডেন পরবর্তীতে আর্মি এডভোকেট হন। তিনি ইরাক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ক্যান্সারে উপার্জনক্ষম ছেলের মৃত্যুর পর অর্থকষ্টের চিন্তায় পড়েছিলেন জো বাইডেন। তার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তখনকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। প্রেসিডেন্ট তাকে প্রয়োজনীয় অর্থ দেয়ার কথা জানিয়ে বাড়ি বিক্রি করতে মানা করেন। জো বাইডেন তার না বলা এ কথা জানান সিএনএনের সাংবাদিক গ্লোরিয়া বরগারকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে। দেলাওয়ার অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন বো বাইডেন। ২০১৫ সালের জানুয়ারীতে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মে মাসে তিনি ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মারা যান। জো বাইডেন ছেলের মৃত্যুর সময়কার কঠিন দিনগুলোর কথা স্মরণ করেন সিএনএনকে দেয়া ওই সাক্ষাৎকারে।

রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের শুরুতেই বাইডেন ক্রেতাদের স্বার্থ নিয়ে সক্রিয় হন। তিনি তখন থেকেই পরিবেশ নিয়ে সচেতন ছিলেন। এছাড়া, সরকারের আরো অধিক দায়বদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। ১৯৭৪ সালে টাইম ম্যাগাজিন তাকে 'ভবিষ্যতের জন্য ২০০ মানুষ'-এর তালিকায় রাখে। ওই বছরই এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেকে একজন উদারপন্থি হিসেবে পরিচয় দেন। তখনো গর্ভপাত ইস্যুতে তিনি রক্ষণশীল ছিলেন। তবে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বৃদ্ধির পক্ষে ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে পুরোটা জুড়েই রয়েছে সফলতা। সেই ১৯৭০ সালে কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়া থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত তিনি ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন। (দৈনিক মানবজমিন)

বাইসাইকেল পাথ নেটওয়ার্ক

(১২ পাতার পর)

সকল জায়গায় রয়েছে সাইকেল পার্কিং এর জন্য সুরক্ষিত পার্কিং ব্যবস্থা। বাংলাদেশে দুষনমুক্ত বায়ু পেতে হলে শহরগুলোতে কালো ধোয়ার যানবাহন চলাছল বন্ধ না করতে পারলে বাইসাইকেল হয়ে উটতে পারে যোগাযোগের একমাত্র স্বাস্থ্য কর বাহন। এর ব্যবহার বাড়লে একদিকে যানজট কমবে বাসের উপর নির্ভরতা কমতে থাকবে, সাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং দরিদ্র দূরীকরণে সহায়ক হবে বলে অনেক অর্থনীতিবিদগন মনে করেন। তাছাড়া মহিলাদের স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ সৃষ্টি হবে ও নিজের উপর আস্থা বাড়বে। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের বাইসাইকেল যোগাযোগকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। শরীরের জন্য বাইসাইকেল চালানোর উপকারিতার বাইরেও এখন পরিবেশ রক্ষার্থে দরকার সাইক্লিং। আশার খবর এই যে নিজেদেরকে সুস্থ রাখার প্রত্যয়ে বাংলাদেশেও রাজধানী শহর থেকে শুরু করে অন্যান্য জেলা শহরগুলোতেও এখন অনেক ছোট বড় সাইক্লিস্ট দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। যারা সপ্তাহের একটি দিনে, কিংবা বিশেষ দিনে সাইকেল র‍্যালি বের করছেন। অনেকেই আবার তাদের কর্মস্থলে যাওয়া-আসা থেকে শুরু করে প্রাত্যহিক কাজেও ব্যবহার করছেন বাইসাইকেল। তাই নগর পরিকল্পনায় অন্যান্য যানবাহনের পাশাপাশি বিবেচনায় রাখা দরকার বাইসাইকেলকেও। যানজটের সমাধানে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে জন-প্রিয় হয়ে উঠছে বাইসাইকেল। ১৫ বছর আগেও বিশ্বের বিভিন্ন শহরে মাত্র চারটি বাইক-শেয়ারিং ব্যবস্থা চালু ছিল, কিন্তু বর্তমানে সে সংখ্যা ১ হাজার ছাড়িয়েছে। এটি খুব সহজেই অনুমেয় যে ভবিষ্যতের আধুনিক শহরের এক আবশ্যিক বাহন হবে বাইসাইকেল। বাইসাইকেল চালানো জনপ্রিয় করতে হলে প্রাথমিক ভাবে সরকারের কিছু উদ্যোগ নিতে হবে যেমন স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রিদেরকে প্রথমে একটি বাইসাইকেল বিনামুল্যে সরবরাহ করতে হবে। বাইসাইকেল ইয়ুথ ক্লাব দেশের গ্রামে শহরে যেগুলো গড়ে উঠেছে, সেগুলাকে উৎসাহ দিতে হবে। মেয়েরা/ মহিলারা যাতে বাইসাইকেল চড়তে আগ্রহী হয় সে জন্য মহিলা ক্লাব গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারি-বেসরকারি সেক্টরে কেউ এই খাতের উন্নয়নে ইনভেষ্ট করতে চায় তাহলে তাকে উৎসাহ দিতে হবে, যাতে সাইকেল কারখানা তৈরি করে সাইকেলের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে। যদি সকল ছাত্র-ছাত্রীরা বাইসাইকেল ব্যবহার শুরু করে তা হলে শহরের বায়ুতে ধোঁয়া কমবে, বাতাসে কার্বনডাইওক্সাইড এর পরিমান কমবে। দুর্ঘটনার হার কমে আসবে। মেয়েরা নিজের উপর আস্থা বাড়াতে পারবে আশা রাখি। মেয়েরা হাট-বাজারে, স্কুলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাইসাইকেলে নিয়ে যেতে পারবেন, খুব কম খরছে। লিঙ্গ বৈষম্য অনেক কমে আসবে। প্রকল্প সম্পর্কিত সকল কারিগরি সরঞ্জাম সরবরাহ করবেন প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ যেমন প্রকল্পের অফিস, আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ, কারিগরি উপদেষ্টা নিয়োগ, সম্ভাব্যতা যাচাই করা, প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে আসা, কর্মীদের এই বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা সহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো পরিচালনা ও কার্যকরী ব্যবস্থা নিবেন। প্রকল্পে কি কি ধরনের জনবল প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজন হবে, তার মধ্যে কারিগরি বিষয়ক জ্ঞান সম্পন্ন কতজন এবং অদক্ষ কতজন জনবল প্রয়োজন তা প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের ভলিওম অনুযায়ী চূড়ান্ত করে নিয়োগ দানের যাবতীয় ব্যবস্থা করবেন। দশ বছরের জন্য একটি বাজেট প্রস্তাবনা তৈরি করে তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন নিয়ে প্রকাশ করতে হবে। বাজেটে উল্লেখ থাকবে কর্মচারীর বেতন ভাতা, প্রশিক্ষন খরচ, শ্রমিকের বেতন ভাতা, অবকাতাম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, রাস্তা তৈরির জন্য অর্থ সহ সকল আইটেম উল্লেখ করে বাজেট বিন্যাস করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। আমার এই ধারনার সাথে দেশে বিদেশে অবস্থানরত কোন বাংলাদেশী ভাইবোন একমত পোষণ করেন তাহা হলে এই বাইসাইকেল পাথ নেটওয়ার্ক তৈরিতে নিজের নুতন আরো কোন ধারনা/প্রস্তাব যোগ করতে চান তাহলে dmatilal@yahoo.com ই মেইলে পাঠিয়ে দিলে প্রস্তাবগুলো পরবর্তীতে পত্রিকায় প্রকাশ করার যেতে পারে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • ব্রেইন ইনজুরি • এলিভেটর একসিডেন্ট • স্কুল লায়াবিলিটি • খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • বার্ণ ইনজুরি • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা • পিছলে পড়ে গেলে • লেড পয়জনিং • কুকুর কামড়ালে • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুপ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্থরক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal
❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.

BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED
TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311
BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

আইনি লড়াইয়ে ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর)

ট্রাম্পের আইনজীবী রুডি জুলিয়ানি বলেন, নির্বাচনের ফলের বিরুদ্ধে তারা সোমবার থেকে আইনি লড়াই শুরু করবেন।

ভোটে অনিয়মের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ফিলাডেলফিয়াতে অনেক মৃত বাসিন্দা এবার ভোট দিয়েছেন। এর মধ্যে অভিনেতা উইল স্মিথের মৃত বাবার নামেও ভোট দেয়া হয়েছে।

জুলিয়ানির অভিযোগ, তারা যে পরিমাণ ভোটে এগিয়েছিলেন তা দুর্নীতি ছাড়া অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। তবে এ কথার পক্ষে কোনো প্রমাণ দাঁড় করাতে পারেননি রিপাবলিকানরা।

জুলিয়ানি বলেন, তার পাশে যারা দাঁড়ানো, তাদের মধ্যে ৫০ থেকে ৬০ জন নির্বাচন পর্যবেক্ষক আছেন এবং তাদের নিয়মিতভাবে ডাকযোগে পাঠানো ভোটের কোনো অংশ পর্যবেক্ষণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

তবে ফেডারেল বিচারক ইতিমধ্যে বলেছেন ট্রাম্প প্রচার টিমের সদস্যরা ফিলাডেলফিয়াতে এ মুহূর্তে ভোট গণনার কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন।

নির্বাচনের রাত থেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোট গণনার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং বলেছেন তিনিই নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন।

তবে নির্বাচনী কর্মকর্তারা বারবার বলছেন যে, 'কোনোরকম ভোট জালিয়াতির কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই।'

এদিকে বাইডেনের বিজয়ের খবর পাওয়ার পর ওয়াশিংটন ডিসির বিএলএম প্লাজায় ডেমোক্রেটদের উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। উল্লসিত জনতা বলছেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ডোনাল্ড ট্রাম্প বিদায় নিয়েছেন।'

সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, জো বাইডেনের বিজয়ের খবর প্রকাশের পর পরই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক বিবৃতিতে বলেন, 'বাইডেন মিথ্যে জয়ের ভাব ধরার জন্য তাড়াহুড়ো করছেন' এবং 'ভোটযুদ্ধ এখনও শেষ হওয়ার অনেক বাকি।'

বিবৃতিতে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প তার পরাজয়ের জন্য সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন। বলেন, আমরা সবাই জানি জো বাডডইডেন কেন জয়ী হওয়ার মিথ্যা দাবি করার জন্য তাড়াহুড়ো করছেন। আর কেন তার মিত্র সংবাদমাধ্যমগুলো তাকে সাহায্য করার এত চেষ্টা করছে। তারা চায় না যে সত্য প্রকাশিত হোক।

ওই বিবৃতিতে ট্রাম্প বলেন, নির্বাচনের আইন পুরোপুরি মানা হয়েছে এবং ন্যায্য বিজয়ীই ক্ষমতায় বসছেন এ বিষয়টি নিশ্চিতের জন্য তার প্রচার শিবির আগামী সোমবার নাগাদ আদালতের দ্বারস্থ হবে।

এ সম্পর্কিত প্রতিবেদনে নিউইয়র্ক পোস্ট বলেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনের ফল অস্বীকার করেছে।

গত মঙ্গলবার ভোটের পর থেকে ট্রাম্প প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির একের পর এক অভিযোগ করে এসেছেন, যার কোনো প্রমাণ তিনি দেখাতে পারেননি।

ভোট গণনা চলার সময়েই ব্যাটলগ্রাউন্ড অঙ্গরাজ্যগুলোর বেশ কয়েকটিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচার শিবির থেকে মামলা করা হয়েছিল। কিন্তু এ মামলাগুলো আদালতে টেকেনি।

শুরু থেকেই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার নানা চেষ্টা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার ঘনিষ্ঠরা। যেসব অঙ্গরাজ্যে তিনি এগিয়ে ছিলেন, সেসবে তিনি গণনা বন্ধ এবং যেসব অঙ্গরাজ্যে তিনি পিছিয়ে ছিলেন, সেসবে তিনি জালিয়াতির অভিযোগ তোলেন।

এলোমেলো ভাবনা

(১৮ পাতার পর)

বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একেই বলে আমেরিকান লীডার, আমেরিকার জনগণ এটাই চায়। আচ্ছা কমলার কি ভাগ্য! বিরাট এক নতুন ইতিহাস রচনা করে ফেললেন। কি বলো?

- হ্যাঁ, একদম। আমেরিকার যে পরিবর্তন আসছে এটা লক্ষণীয়। আমেরিকানরা ধীরে ধীরে আগামী দিনের জন্য তৈরী হচ্ছে মনে হয়। যেমন?

-এই ধরো, কমলা হ্যারিস। একজন মহিলা এবং কৃষাঙ্গ হওয়ার পাশাপাশি একজন ইমিগ্রেন্টের সন্তানও। রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদে এমন নির্বাচন অনেকটা অভাবিত কি বলো? তবে যাইহোক সময়ের সাথে আমেরিকা আরো একধাপ অগ্রসর বলা যায়। আমাদের মতো ইমিগ্রেন্টদের সন্তানরাও এখন এমন স্বপ্ন দেখতে পারে তাইনা?

তাহলে কি চমৎকার হবে তাইনা। আমি যেনো এখোনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কোন এক বঙ্গ সন্তান হোয়াইট হাউসে বসে আমেরিকা চালাচ্ছে!

-ধীরে, হবে। হবেনা কেন? তাছাড়া স্বপ্ন দেখতেতো বারণ নেই।

আচ্ছা, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদি ক্ষমতা না ছাড়েন, তাহলে কি হবে? তিনিতো এখনও তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় মনে হয়।

-এক্ষেত্রে কাতুকুতু থেরাপি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে করে হয়তো বা এই অনড় অবস্থার সামান্য হলেও পরিবর্তন হতে পারে কি বলো ?

যেমন, কি করে?

-ধরো, হোয়াইট হাউসে নির্বাচনে হার জিত নিয়ে মেলেনিয়ার সাথে ট্রাম্পের কথোপকথন চলছে। ট্রাম্প নানা যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করছেন তাঁর অবস্থান। মেলিনিয়াও তাঁকে বুঝাতে চাইছেন কেন নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়া উচিত। এক পর্যায়ে ট্রাম্প রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমি অনড় নড়ছি না। তখন মেলিনিয়া কাতুকুতু দিতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন.....। (চলবে)

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০
Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল
আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস
ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।
সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০
বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!
সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
পরিচালক ঃ শায়েখ মুফ্‌তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।
Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating • Inspiring
ভর্তি চলছে
Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

শত মানুষের সম্পত্তি হাজী

(প্রথম পাতার পর)

সম্পত্তির সন্ধান এখনো সংস্থাগুলোর কাছে নেই। তবে অনুসন্ধান চলছে বলে দুদকের এক কর্মকর্তা বলেছেন। একটি গোয়েন্দা সংস্থার একজন কর্মকর্তাও বলেছেন, হাজী সেলিমের অবৈধ সম্পত্তির সন্ধানে তারাও তৎপর রয়েছেন। ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন, তাদের সম্পত্তি দখল করে নেয়ার পরে তারা আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন; কিন্তু হাজী সেলিমের প্রভাবের কাছে কিছুই টেকেনি।

ইতোমধ্যে যে অবৈধ ও জবর দখলীয় সম্পত্তির সন্ধান মিলেছে তা হলো- লালবাগে প্রতিবন্ধীদের জমি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দখল করে গুলশান আরা সিটি, পুরান ঢাকার মৌলভী বাজারে অগ্রণী ব্যাংকের জমি (যা ইতোমধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে), কামরাঙ্গীরচরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি, চকবাজারে অন্যের জমি দখল করে চান সরদার কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ, চকবাজারে নলগোলা সর্দার হার্ডওয়্যারের নামে মার্কেট দখল, চকবাজারে বশির মার্কেট দখল করে মদিনা আশিক টাওয়ার নির্মাণ, চকবাজারের জাহাজ বাড়ি দখল, গ্রিন রোডে জমি দখল করে মদিনা গ্রুপের অফিস নির্মাণ, লালবাগে বেঁড়িবাধ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি দখল করে বহুতল ভবন নির্মাণ ও কালু নগরের জমি। এর বাইরেও নামে- বেনামে হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি তার দখলে রয়েছে বলে অভিযোগ আছে।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ের মেঘনা শিল্পনগরীর ইসলামপুর এলাকায় হাজী সেলিমের মালিকানাধীন মদিনা গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান টাইগার সিমেন্ট কারখানায় আবারো স্থানীয় প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে। সোনারগাঁও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আতিকুল ইসলাম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে অবৈধভাবে দখলে রাখা প্রায় ১৪ বিঘা খাস জমি উদ্ধার করেন। পরে প্রশাসন দখল মুক্ত করে সরকারি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়। ইউএনও টাইগার সিমেন্ট ফ্যাক্টরির ভেতরে দখলে রাখা সরকারি খাস জমি থেকে একটি টিনশেড গোডাউন ও পাথরের স্ড্রপ অপসারণ করে তা দখলমুক্ত করেন। এর আগে গত রোববার বিকেলে টাইগার সিমেন্ট ফ্যাক্টরির দখলে রাখা সরকারি সম্পত্তি উদ্ধারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসি ল্যান্ড আল মামুন উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন।

ওই দিন সময় স্বল্পতার কারণে ও বুলডোজার বিকল হয়ে পড়ায় টাইগার সিমেন্ট ফ্যাক্টরির ভেতরের অবৈধ দখলে রাখা সব স্থাপনা উচ্ছেদ না করে অভিযান সমাপ্ত করেন। তবে সরকারি সম্পত্তিতে টাইগার সিমেন্ট কারখানা কর্তৃপক্ষ যেসব অবৈধ স্থাপনা গড়ে তুলেছেন তা দখলমুক্ত করে দিতে তিন দিনের সময় বেঁধে দিয়ে নোটিশ প্রদান করে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা প্রশাসনের বেঁধে দেয়া সময়ে দখল ছেড়ে না দেয়ায় বৃহস্পতিবার পুনরায় এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জানা গেছে, সরকারি সম্পত্তি দখলের পাশাপাশি হাজী সেলিম ব্যক্তিমালিকানাধীন ১০ জনের প্রায় পাঁচ বিঘা সম্পত্তি সংসদ সদস্যের প্রভাব খাটিয়ে দখলে নিয়ে নেন। এ সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য গত বুধবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন ভুক্তভোগী ১০ ব্যক্তি। এ ছাড়াও দেশের প্রভাবশালী শিপইয়ার্ড কোম্পানি আনন্দ শিপইয়ার্ড কোম্পানিরও ১২ শতাংশ জমি দখল করে নেন সংসদ সদস্য হাজী সেলিম।

ইসলামপুর গ্রামের বাসিন্দা ভুক্তভোগী আলী ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, হাজী সেলিম প্রভাব খাটিয়ে তার দুই বিঘা সম্পত্তি দখলে নিয়ে নেন। এ বিষয়ে একাধিকবার তার মালিকানাধীন টাইগার সিমেন্ট কারখানায় গেলেও আমার জমি ক্রয় করে নেননি হাজী সেলিম। আমি তার বিরুদ্ধে দু'টি মামলাও দায়ের করেছি। এ ছাড়াও আরো ৯ জনের জমি দখল করেন হাজী সেলিম। এ ছাড়াও ইসলামপুর এলাকায় প্রভাবশালী কামাল হোসেন ওরফে নেতা কামালের দখলে থাকা প্রায় তিন বিঘা খাস জমি উদ্ধার তৎপরতা চালায় প্রশাসন। ইসলামপুর গুচ্ছগ্রাম এলাকায় কামাল হোসেনের অবৈধভাবে গড়ে তোলা মার্কেট আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে অপসারণের নির্দেশ দেয়া হয়। ওই জমিতেও জেলা প্রশাসকের পক্ষে সরকারি সম্পত্তি উলেখ করে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এ সময় অস্থায়ী আওয়ামী লীগ কার্যালয় লেখাসংবলিত একটি সাইনবোর্ড অপসারণ করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোনারগাঁও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: আতিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেছেন, সরকারি ১৪ বিঘা খাস জমি দখলমুক্ত করতে বেঁধে দেয়া তিন দিন সময় শেষ হওয়ার পর পুনরায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

ভুক্তভোগী কেউ কেউ বলেন, হাজী সেলিম তাদের সম্পত্তি দখল করার পর তারা আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন; কিন্তু তাদের কোনো অভিযোগই তখন টেকেনি। তারা আশা করছেন, হাজী সেলিমের দখল থেকে তাদের সম্পত্তি উদ্ধার করে তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হবে। এ দিকে, দখলের ব্যাপারে জানতে হাজী সেলিমের মোবাইলে ফোন দেয়া হলে তিনি ফোন ধরেননি।

অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের

(শেষের পাতার পর)

ধর্ম। তথাপি সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ইসলাম বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে। সেগুলো যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হলে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সামাজিক শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

বল প্রয়োগ করে ইসলাম নয়: ইসলামের সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে যুগে যুগে মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। কোনো ধরনের চাপ বা বল প্রয়োগ করে ইসলামে দীক্ষিত করার কোনো বিধান নেই। আল্লাহ বলেন, 'দ্বিন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৫৬)

ধর্ম যার যার: প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। মুসলিম সমাজেও অমুসলিমরা নিজেদের পরিমন্ডলে ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করবে। অমুসলিমদের যেসব রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান ধর্ম পালনের অংশ, সেগুলোতে মুসলিমদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের দ্বিন তোমাদের, আমার দ্বিন আমার।' (সুরা : কাফিরুন, আয়াত : ৬)

দেশ রক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তায় সবার অংশগ্রহণ: রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর মদিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের অনেক পন্ডিত স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন। হিজরতের পাঁচ মাস পর মদিনা রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিত করতে রাসুলুলাহ (সা.) মদিনায় বসবাসকারী অমুসলিমদের সঙ্গে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন, যা মদিনা সনদ নামে পরিচিত। সনদে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। যত দিন তারা এ চুক্তি রক্ষা করেছে তত দিন তাদের সঙ্গে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ বহাল ছিল।

আর্থিক ও অন্যান্য লেনদেন: আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবার আদান-প্রদান সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে পরিচালনা করতে কোনো বাধা নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) অনেকবার ইহুদিদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন এবং যথাসময়ে তা পরিশোধ করে দিয়েছেন। একবার একজন ঋণদাতা ইহুদি নির্ধারিত সময়ের আগেই এসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কোনো প্রতিবাদ না করে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে সাহাবাদের নির্দেশ দেন।

মানবীয় আচরণ: সব মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। কারণ মানুষ হিসেবে সবাই সমান। আল্লাহ সব মানুষকে সম্মানিত করেছেন। হাদিসে এসেছে, একদিন সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.) ও কায়েস ইবনে সাদ (রা.) কাদেসিয়াতে বসা ছিলেন। তখন তাঁদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁদের বলা হলো, লাশটি অমুসলিমের। তাঁরা বলেন, মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে একসময় একটি লাশ নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির লাশ। তখন তিনি বলেন, 'তা কি প্রাণ নয়?' (বুখারি, হাদিস : ১২৫০)

পারস্পরিক সহযোগিতা: পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা ইসলামী সমাজব্যবস্থার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এটি মুসলিম-অমুসলিম সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন, 'দ্বিনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের সঙ্গে মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।' (সুরা : মুমতাহিনা, আয়াত : ৮)

অসুস্থ হলে শুশ্রূষা করা: অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়াও সুন্নত। নবী (সা.) অমুসলিম রোগীদের দেখতে যেতেন এবং তাদের ঈমানের দাওয়াত দিতেন। তাদের সেবা করতেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইহুদি নবী (সা.)-এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হলে নবী (সা.) তাকে দেখতে গেলেন। তার মাথার দিকে বসে নবীজি বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। তখন সে তার পিতার দিকে তাকাল। পিতা বলেন, তুমি আবুল কাসেমের (নবীর) অনুসরণ করো। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী (সা.) এই বলে বের হলেন, 'আলাহর শুকরিয়া, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' (বুখারি, হাদিস : ১২৯০)

প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করা: সব ধর্মের মানুষ প্রতিবেশী হতে পারে। প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক প্রতিবেশী হিসেবে তাদের প্রতি সদয় আচরণ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শনে কোনো প্রকার ত্রুটি করা যাবে না। প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষায় ইসলাম অত্যন্ত তৎপর। ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জিবরাঈল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অবিরত উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমনকি আমি ধারণা করলাম যে, আল্লাহ তাদের ওয়ারিশ বানিয়ে দেবেন।' (বুখারি, হাদিস : ৫৬৬৮; মুসলিম, হাদিস : ৬৮৫৪)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা: আত্মীয় অমুসলিম হলেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে বসবাস করবে সদ্ভাবে।' (সুরা : লোকমান, আয়াত : ১৫)

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) বলেন, রাসুলের যুগে আমার মা আমার কাছে এলেন মুশরিক অবস্থায়। তখন আমি রাসুলুলাহ (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মা এসেছেন, তিনি অমুসলিম। আমি কি তাঁর আত্মীয়তা রক্ষা করব? নবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করো। (বুখারি, হাদিস : ২৪৭৭)

জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান: যেসব অমুসলিম মুসলিম দেশে রাষ্ট্রের আইন মেনে বসবাস করে অথবা ভিসা নিয়ে মুসলিম দেশে আসে, তাদের সুরক্ষা এবং জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আবদুলাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ তার সুগন্ধ ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।' (বুখারি, হাদিস : ২৯৯৫)

পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম সমাজে উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত ও বাস্তবায়িত হলে ইসলামের সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করবে নিঃসন্দেহে।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত
ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-
Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ
সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



Ali A. Chowdhury
Managing Director

WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY
Authorised IRS e-file Provider

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষেনড়ৎড়ঁময় জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎন্ু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

জো বাইডেন বিশ্বের মানুষের ভাষা বুঝবেন

জুয়েল সাদাত

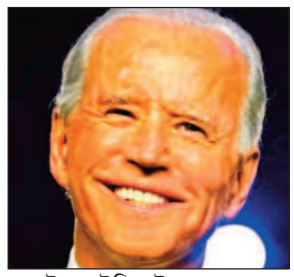


জো বাইডেন সব আইনি জটিলতা কাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রর ৪৬ তম প্রেসিডেন্ড। বিশ্ববাসীর নিকট অতিব জনপ্রিয় নেতা হিসাবে আবিভূত। এবারই প্রথম এতে দীর্ঘ সময় নিয়ে, উদ্বেগ উৎকন্টার মধ্যে মার্কিন নির্বাচন শেষ হল। করোনার কারনে মেইলিং ভোট বেশী হবে, জানার পরও ট্রাম্প ঐতিহ্যবাহী যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন।

ট্রাম্পকে আমেরিকান জনগণ ও বিশ্ব প্রত্যাখান করেছে নানান কারনে, করোনা মোকাবেলায় ব্যর্থতা, একগুয়েমিপনা, ইমিগ্রেশনের সিষ্টেম ভেঙ্গে ফেলা, ২১টি দেশকে ব্যান করা, জাতিসংঘে ভুমিকা না রাখা, বিশ্বব্যাংকে ফান্ড না দেয়া, চিনের সাথে বৈরী সম্পর্ক, পরিবারতন্ত্র, মেক্সিকোতে দেয়াল, জুডিশিয়ালে হস্তক্ষেপ, নানা বিতরর্কিত কথা বার্তা বলার কারনে। সেই সাথে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার, শ্বেতাঙ্গ পুলিশের বাড়াবাড়ি সর্বোপরি আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব ধরে না রাখতে পারাও অন্যতম কারন।

জো বাইডেনের রয়েছে ৮ বছর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা, তাই সঙ্গত কারনে আমেরিকাকে রিফর্ম করতে বেগ পেতে হবে না। পাশাপাশি ওবামার একচ্ছত্র সাপোর্ট কাজে লাগাবেন বাইডেন।

ট্রাম্প আমেরিকাকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, আমেরিকার শ্রেষ্টতা নাই করেছেন। পাশাপাশি ইমিগ্রেশনে লোকবল কমিয়েছিলেন, বিদেশী ছাত্রদের জোর করে আমেরিকার বাহিরে পাঠিয়ে দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নানা সংকটে আবর্তিত।



জো বাইডেন ইমিগ্রান্টদের সকল সুবিধা ফিরিয়ে দিবেন, পাশাপাশি অবৈধ ইমিগ্রান্টদের বৈধতা দেবার পক্রিয়া শুরু করবেন। বিশ্বের সকল দেশের সাথে সুসম্পর্কক স্থাপিত করার পক্রিয়া শুরু করবেন কমালা ও বাইডেন। হাউস ও সিনেটের সংখ্যাগরিষ্টতা কাজে লাগিয়ে জো বাইডেন যে কোন ভাল আইন পাশ করতে পারবেন। এই নির্বাচনের ফলাফলের উপর এফরডেবল হেলথ কেয়ার (ওবামা কেয়ার) আরো যুগপোযোগি হবে। পাশাশি করোনা মোকাবেলায় বিশ্বকে সহযোগিতা করবে জো বাইডেনের নতুন প্রশাসন।

লেখক: সম্পদক প্রবাসের নিউজ, স্পেশাল করসপনডেন্ট, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা।

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning & Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

ট্রাম্পের পরাজয়ের নেপথ্যে



সারওয়ার চৌধুরী

শেষ পর্যন্ত চরম উত্তেজনাপূর্ণ, আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত নির্বাচন ২০২০ শেষ হল। আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী বয়সে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন জো বাইডেন এবং প্রথম বারের একজন মহিলা হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন কামালা হারিস। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘ সুত্রতা থাকলেও এটা ছিল চরম উত্তেজনা এবং নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘ সময় লাগলেও নির্বাচনে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলনা, পপুলার এবং ইলেক্টোরাল উভয় ক্ষেত্রেই ট্রাম্প পরাজিত হয়েছেন বিশাল ব্যবধানে। উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার কারন ছিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের লাগামহীন কথাবার্তা এবং মারমুখি মনোভাব। ২০১৬ সালে নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেভাবে বিভিন্ন আলোচনা সমালোচনার জন্ম দিয়েছিলেন, এবারের পরাজয়ের পরও তিনি তার স্বভাব সুলভ আচরণের মাধ্যমে জন্ম দিচ্ছেন নতুন নতুন বিতর্কিত সমালোচনা।

ট্রাম্প কেন এবার এত ভয়াবহ পরাজয়ের সম্মুখীন হলেন, পেনসেলভেনিয়া মিশিগান জর্জিয়া আরিজোনা অর্থাৎ যে স্টেটগুলোতে গত নির্বাচনে ট্রাম্প বুক ফুলিয়ে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন, বিশেষ করে জর্জিয়াতে, যে স্টেটে গত পঞ্চাশ বছরে ডেমোক্র্যাটরা একবারই অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের প্রথম নির্বাচনে জয় পেয়েছিল এবং বাকী প্রত্যেক বারেই বিশাল ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল,সেগুলোতে বাইডেনের এগিয়ে যাওয়া প্রমাণ করে আমেরিকান নাগরিকরা ট্রাম্পের বিভিন্ন উন্মাদ কাজ কর্ম, চিন্তা ভাবনায় যে কতটা জর্জরিত এবং মানসিক অবসাদে ভোগছিল।

অভিবাসন নীতির ক্ষেত্রে ট্রাম্প আমেরিকার মহান নীতি, ইতিহাস ঐতিহ্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যে স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছিলেন, আমেরিকার শান্তিকামী সাধারণ মানুষ যে সেটাতে চরম অস্বস্থিকর অবস্থায় ছিল, তার বহিঃপ্রকাশ কিন্তু ট্রাম্পের বিধ্বস্ত এই ফলাফল। ইমিগ্রান্টদের শ্রম, ঘাম মেধা আর একাগ্রতায় যে দেশটি ধীরে ধীরে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, সেই দেশটির অভিবাসন নীতিমালা কারও ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিতে চলতে পারেনা, আমেরিকার জনগণ সেটাই প্রমাণ করে দিয়েছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সকল ধর্মের মানুষ যে এখানে সমঅধিকার, সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে, কাউকেই ধর্মীয় কারনে বিভাজন করা যাবেনা, ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত করা যাবেনা, এবারের নির্বাচনে সেটাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানিয়েছে আমেরিকার শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা । ২০১৭ সালে সাতটি মুসলিম দেশের নাগরিকদের আমেরিকা প্রবেশের উপর ট্রাম্প যে নিষেধাজ্ঞ দিয়েছিলেন- আমেরিকানরা ট্রাম্পের এই বৈষম্যমূলক আচরণের ছিল চরম বিরোধী, এবারের নির্বাচনে ট্রাম্পের শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

ট্রাম্প গর্ব করে বলেন, উনি অন্যান্য প্রেসিডেন্টের মত কোন যুদ্ধে জড়াননি, অথচ সাম্প্রতিক করোনা মোকাবেলায় উনার চরম ব্যর্থতা, জাতীয় দুর্যোগ এবং সঙ্কট কালে উনার বলিষ্টতা এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেয়ার অক্ষমতার পরিচয়ই জাতির কাছে ফুটে উঠেছে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং গোয়েন্দাদের বারবারের সতর্ক বার্তাকেও তিনি চরমভাবে অবজ্ঞা করেছেন, প্রেসিডেন্টের দূরদর্শি চিন্তা ভাবনা এবং এই অবজ্ঞার খেসারত যে কত মারাত্মক হতে পারে, করোনার বিষাক্ত ছোবলে অগণিত লাশের সারি আর অসহায় মানুষের আর্তনাদের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তাই জানান দিয়েছে, আমেরিকার মত দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার কোন যোগ্যতাই ট্রাম্পের নেই।

করোনা ভাইরাস পরবর্তী অর্থনীতি,ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরীর সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বিষয়েও আমেরিকানরা আর ট্রাম্পের মত একজন অদূরদর্শী নেতার উপর আর ভরসা রাখতে পারেনি ।ট্রাম্প যেখানে বারবার করোনার মত প্রাণঘাতী মহামারীকে খাটো করে দেখেছেন, সেখানে বাইডেন বলেছেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে উনার প্রথম কাজই হবে করোনা মোকাবেলা, সেইসাথে ভবিষ্যতে যেকোন মহামারী মোকাবেলায় যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে রাখার কথাও বাইডেন বলেছেন, আর আমেরিকানরা যে বাইডেনের প্রতিশ্রুতিতে ভরসা পেয়েছে, আস্থা রেখেছে- সেটাও এই নির্বাচনে প্রমাণিত হল।

এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পপুলার এবং ইলেক্টোরাল ভোটে ডেমোক্র্যাটদের বিপুল বিজয় এবং ট্রাম্পের ধ্বস প্রমাণ করেছে, আমেরিকানরা এমন কাউকেই বারবার নেতা হিসেবে বেছে নেবেনা যার আচরণ কথাবার্তা আমেরিকার মৌলিক নীতির বিরোধী। যে বিষয়গুলো আমেরিকাকে বিভাজিত করবে, হিংসা বিদ্বেষ বৈষম্য ছড়িয়ে পড়বে, সেগুলো এবং এরকম মনমানসিকতার ধারক বাহককে আমেরিকানরা ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলতে বিলম্ব করেনা, দুবার চিন্তা করেনা, সেটার চরম সত্যতাই কিন্তু প্রমাণিত হল।

অভিনন্দন নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্টকে, সেইসাথে স্বমহিমায় পুনঃপ্রত্যাবর্তনের জন্যে অভিনন্দন মহান দেশ আমেরিকাকে, এইদেশের সকল শান্তিপ্রিয় জনগণকে। আমেরিকা দীর্ঘজীবী হোক।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

গ্রেস মেং, হাকিম জেফরিস, গ্রেগরি মিক্স ও ওকাসিও জয়ী

(শেষের পাতার পর)

কংগ্রেসের নিউইয়র্কের ২৭টি ডিস্ট্রিক্টে ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭টি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে বেশির ভাগ আসনে ডেমোক্র্যাটরা জয়লাভ করেছেন। কয়েকটি আসনে রিপাবলিকানরা জয়ের পথে রয়েছে বলে জানা গেছে। নির্বাচনে বাংলাদেশী কমিউনিটির বন্ধু ও আলোচিত মুখ হিসেবে ডেমোক্র্যাট পার্টির গ্রেস মেং, হাকিম সেকো জেফরিস, গ্রেগরি মিক্স ও আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও পুনরায় জয়লাভ করেছেন।

নির্বাচিতদের মধ্যে নিউইয়র্কের কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট-৬ এ কংগ্রেসওম্যান পদে জয়ী গ্রেস মেং ৬৩ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রিপাবলিকান দলের প্রার্থী থমাস জমিচ। তিনি পেয়েছেন ৩৭ শতাংশ ভোট।

কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট-৮ থেকে হাকিম সেকো জেফরিস কংগ্রেসম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশীসহ এশিয়ান কমিউনিটির ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত। তিনি পেয়েছেন ৮২ শতাংশ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী পেয়েছেন ১৮ শতাংশ ভোট।

নিউইয়র্কের কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট-৫-এ জয়লাভ করেছেন প্রবীন রাজনীতক গ্রেগরি ওয়েলডন মিকস। তিনি পেয়েছেন শতভাগ ভোট। তার ভোট সংখ্যা ১ লাখ ৪৩ হাজার ৯৬৪।

কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট-১৪ থেকে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী আলেকন্দ্রাজিয়া ওকাসিও কটেজ জয়লাভ করেছেন। তিনি পেয়েছেন ৬৯ শতাংশ ভোট। এই আসনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী জন কুমিং পেয়েছেন ৩১ শতাংশ ভোট।

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ

(শেষের পাতার পর)

মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। কিন্তু আপনি যখন বাড়ি ক্রয় করবেন তখন এই মর্টগেজ আপনার জন্য কি সঠিক অপশন?

প্রতিটি মর্টগেজ ঋণের ক্ষেত্রেই হোক সে ১০, ১৫ বা ৩০ বছরের জন্য। সবগুলোতেই যেমন কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, সেই সাথে কিছু ভালো দিকও আছে। তবে এগুলোর মধ্যে আপনার জন্য কোনটি সেরা হবে সেটা নির্ভর করে আপনার পরিস্থিতির ওপর। সাধারণত যে মর্টগেজ ঋণগুলো কম সময়ের জন্য যেমন ১০ বা ১৫ বছরের জন্য সেগুলোর ইন্টারেস্ট রেইট তুলনামুলকভাবে ২০ বা ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণের ইন্টারেস্ট রেইট থেকে কিছুটা কম। সেই সাথে আপনি যদি ডলার মূল্যে সবকিছু বিবেচনা করেন তবে ১৫ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনাকে যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হবে তা হবে ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনি যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতেন তার অর্ধেক মাত্র। এসব বিষয়ে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। প্রয়োজনে ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নম্বারে যোগাযোগ করুন।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগ: *আবুল কালাম*
T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**
email: **primebrokerage34@gmail.com**
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা **Instructor** দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

এ এক নতুন আওয়ামী লীগ



ইকবাল মাহমুদ

বাঘ আর মিথ্যাবাদী রাখাল বালকের গল্পটা মনে আছে আপনাদের? একটু মনে করিয়ে দেই।

এক ছিল রাখাল বালক। বনের ধারে সে গরু চরাত। একদিন সে চিৎকার করে উঠল, 'বাঘ এসেছে বাঘ।' গ্রামবাসী তাকে উদ্ধার করতে ছুটে এল, হাতে লাঠিসোঁটা, দা-কুড়াল। এসে দেখল, রাখাল বালক হাসছে। বাঘ আসলে আসেনি। সে মজা করছিল।

কয়েক দিন পরে আবারও সে চিৎকার করে উঠল, 'বাঘ, বাঘ।'

সহজ-সরল গ্রামবাসী। একের বিপদে অন্যে এগিয়ে আসে। তারা আবারও দৌড়ে এল বনের ধারে এসে দেখল রাখাল বালক হাসছে।

তারা আবারও 'ডজ' খেয়ে ফিরে গেল যার যার কাজে।

মাস খানেক পরে আবারও চিৎকার করে উঠল সেই রাখাল বালক। 'বাঘ এসেছে বাঘ'।

গ্রামবাসী আবারও ছুটে এল রাখাল বালকের উদ্ধারে। এসে দেখল, রাখাল বালক হাসছে। তোমাদের কী রকম ঠকালাম। আসলে বাঘ আসেনি।

তারপর একদিন সত্যি সত্যি বাঘ এল। রাখাল বালক তারস্বরে প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগলড়বাঘ এসেছে বাঘ।

গ্রামবাসীর কেউই আর এগিয়ে এল না। কতবার আর ঠকা যায়।

বাঘ খেয়ে ফেলল রাখাল বালকটিকে।

বাংলাদেশে এখন এমনই এক 'বাঘ এলো, বাঘ এলো' গল্পের খেলায় মেতেছে সরকার ও তার অনুসারীরা। যেকোন কিছুতেই সরকারবিরোধীতার গন্ধ খোঁজা হচ্ছে। এমনকি সত্য কথা বলা, অন্যায়, অবিচারের প্রতিবাদ করার সুযোগ নেই কারো। করলেই তার গায়ে সরকার বিরোধীতার তকমা দিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে। সরকারবিরোধী আন্দোলন করার আইনগত বৈধতা যাদের আছে, সেই বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে বহু আগেই নির্যাতন, নিষ্পেষণে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। এরপরও সরকারের মনে শান্তি নেই। এখন যেকোন সামাজিক আন্দোলনে বিরোধীমত ওঠে আসলেই তাতে রাজনীতির রঙ দিয়ে দমন-পীড়ন শুরু করে। যেদিন সত্যি সত্যি সরকারবিরোধী জনজোয়ার সৃষ্টি হবে সেদিন নির্ঘাত সরকার ও তার সমস্ত প্রতিরক্ষা সেই জোয়ারে তলিয়ে যাবে, যেমনি মিথ্যাবাদী রাখাল বালককে বাঘ খেয়ে সাবাড় করেছিলো।

নিরপরাধ যুবক রায়হানকে পুলিশ ফাঁড়িতে নির্মম নির্যাতন করে মারা হলো। দলমতের উর্ধ্বে ওঠে সকল স্থরের মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হলো। বিচারের দাবীতে শুরু হলো স্বতস্ফুর্ত আন্দোলন। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা এটাকে সরকারবিরোধী আন্দোলন বলে রঙ দেয়ার অপচেষ্টা শুরু করলো। আন্দোলনের জন্য গঠিত বৃহত্তর আখালিয়া বারোহামছা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে খোদ আওয়ামী লীগের বাঘা বাঘা নেতারা রয়েছেন। তারা সরকারবিরোধী ভয়েজ যাতে মাঠে না ছড়ায় সেজন্য যারপর নাই সজাগ, সতর্ক। এমনকি, মানুষের তীব্র চাপ থাকলেও এসব নেতারা কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করছেন না- এমন অভিযোগও আছে। তারপরও সরকারদলীয় কতিপয় নেতা ও সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি এ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সরকারবিরোধী আন্দোলন বলে খেদোক্তি প্রকাশ করছেন। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে থাকা নিজ দলের নেতাদেরও সন্দেহের চোখে দেখছেন। আন্দোলন থামিয়ে দিতে সংশ্লিষ্টদের ওপর অব্যাহতভাবে অদৃশ্য চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছেন।

সরকারের এত ভয় কেন, জানি না। একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে সরকার পতনের ষড়যন্ত্র খুঁজছেন কেন, সাধারণ মানুষের তা বোধগম্য নয়। মানুষের মনের মধ্যে তৈরি হওয়া যন্ত্রণার আগুন এভাবে ছাইচাপা দিয়ে দমিয়ে রাখা যায় না। বরং তা তুষের আগুন আগুনের মত ভেতরে ভেতরে বিস্তৃত হয়ে একদিন ধপ করে জ্বলে উঠবে।

আসলে, নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের এক প্রকৃষ্ট মহড়া চলছে বাংলাদেশে। অন্যায় অপরাধের কোন প্রতিবাদই দেশে হবে না, এমনটি সরকার চায় বলে মনে হয় না। প্রতিবাদ হবে, গণতন্ত্রের সাজানো আবহ দৃশ্যমান হবে- কিন্তু সব হবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে।

'অপরাধ এবং অপরাধের প্রতিবাদে মাঠের আন্দোলন দুটিই থাকবে সরকারী দলের নিয়ন্ত্রণে।' এমন এক সর্বগ্রাসী মানষিকতায় অন্ধ হয়ে পড়েছে আওয়ামী লীগ ও শাসক গোষ্ঠী। আমরা চুরি করবো, চুরির বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেব। ধর্ষণ করে মাঠে ধর্ষনবিরোধী আন্দোলনও নিয়ন্ত্রণ করবো। খুন, রাহাজানি, সন্ত্রাসে দেশ অশান্ত করবো, কিন্তু এর প্রতিবাদে আন্দোলনের মাঠও থাকবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে। বিরোধীদলতো নয়ই, সাধারণ মানুষেরও আন্দোলন, প্রতিবাদের কোন অধিকার নেই এদেশে। এর চেয়ে কঠিন মাত্রার ফ্যাসিবাদ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

সম্প্রতি সিলেট এমসি কলেজে ছাত্রলীগের কতিপয় নেতা-কর্মীদের দ্বারা গৃহবধূ ধর্ষণের ঘটনার পরপরই সাধারণ মানুষ যখন প্রতিবাদে মাঠে নামলো, তখন সেই আন্দোলন দখলে নিতে ছাত্রলীগের অপরাধী গোষ্ঠীর অপতৎপরতা ছিলো লক্ষণীয়। টিলাগড় কেন্দ্রিক আওয়ামী লীগ নেতা রনজিত সরকারের নেতৃত্বাধীন গ্রুপের কর্মীরাই ছিলো এ ধর্ষণকান্ডের নায়ক, এটা সবারই জানা। কিন্তু ঘটনার পরদিন থেকে সেই রনজিত অনুসারীরাই এমসি কলেজে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের মাঠ দখল করে নেয়। তারা মিছিল, মিটিং, মানববন্ধন এমনকি সড়ক অবরোধ করে, টায়ার পুড়িয়ে মাঠ দখলের রাজনীতিতে মেতে ওঠে। এতে সাধারণ মানুষ আন্দোলনের স্পেস থেকে অনেকটাই বঞ্চিত হয়। শুধু কি রনজিত গ্রুপ? টিলাগড়ের অপরাধ সাম্রাজ্যের আরেক অধিপতি আওয়ামী লীগ নেতা আজাদুর রহমান আজাদও বসে থাকেননি তিনিও দলবল নিয়ে ধর্ষিতার পক্ষে মায়াকান্নার ডালি নিয়ে মাঠে নামেন। ব্যাস, মাঠ দখল হয়ে গেলো। সাধারণ মানুষের আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়লো।

রায়হান হত্যাকান্ডের ঘটনায়ও একই কূটচাল চালাচ্ছে ক্ষমতাসীনরা। শুরু থেকেই আন্দোলন স্থিমিত করার মতলব চলছে নানাভাবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এতটাই বেসামাল ছিলো, যে এটি নিয়ন্ত্রণে কিছুটা বেগ পেতে হয় মতলববাজদের। তাই মানববন্ধন, স্মারকলিপি, আলটিমেটাম ইত্যাদি ঢিমেতালে কর্মসূচি দিয়ে সময় ক্ষেপণের মহড়া চলে। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের বাইরেও গত তিন সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালণ করছে সাধারণ মানুষ। এতে চরম নাখোশ আওয়ামী লীগের নেতা, মন্ত্রী, এমপি, এমনকি প্রশাসনের কর্তারাও। তারা আসামীদের গ্রেপ্তারের চেয়ে আন্দোলন থামাতেই বেশি অস্থির। এরইমধ্যে সস্ত্রীক উড়ে এলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন। রায়হানের বাড়িতে গেলেন। রায়হানের বাড়ির আঙ্গিনায় বসেই নির্লজ্জভাবে পুলিশের সাফাই গেয়ে মানুষের জ্বলন্ত কলিজায় ঘি ঢেলে দিলেন। প্রশাসন এবং পুলিশও দারুণ আস্কারা পেলো। মন্ত্রীর আশির্বাদ যেখানে আছে, সেখানে তাদের ঠেকায় কে? তাইতো, ঘটনার দুই সপ্তাহ হয়ে গেলেও নজিরবিহীন ধীরগতিতে তদন্ত চালাচ্ছে পিবিআই। আসামীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে মানুষ গগনবিদারী শ্লোগান দিলেও তা কানে তুলছে না পুলিশ। এখানেই শেষ নয়। মন্ত্রীর হুংকারে আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা আওয়ামী লীগাররা পিছুটান দেয়া শুরু করলেন। ৭২ ঘন্টার আলটিমেটাম শেষে হরতাল, অবরোধ কর্মসূচি দেয়ার কথা বললেও তারা তা থেকে পিছু হটেন। আবার মানববন্ধন, দোয়া মাহফিল ইত্যাদি নমনীয় কর্মসূচি দেন। তিনদিন পর দুর্গাপূজার জন্য আন্দোলনের বিরতি ঘোষনা করেন। কিন্তু রায়হানের মায়েরতো বিরতি সয় না। পুত্র হত্যার বিচার পেতে তিনি কোন বিশ্রাম নিতে রাজী নন। তাই গত রোববার কাউকে কিছু না বলে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির সামনে গিয়ে অনশনে বসেন। এতেই বেঁকে বসেন আওয়ামী লীগের নেতারা। মনের ভেতর জড়িয়ে থাকা কথাটি এবার খস করে বের হয়ে যায় তাদের মুখ দিয়ে। রায়হানের মাকে সরকারবিরোধী আন্দোলনের দায়ে অভিযুক্ত করতে শুরু করলেন তারা। তার অনশন কর্মসূচির উদ্দেশ্য নিয়েও নানা প্রশ্ন তোলা শুরু হয়েছে। তাদের সন্দেহ জমাট বেধেছে সেই কর্মসূচিতে বিএনপি নেতা সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর উপস্থিতির কারণে। সন্তনহারা একজন বয়োবৃদ্ধ নারী আমরণ অনশণে বসেছেন, দিনশেষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু পুলিশ কিংবা সিভিল প্রশাসনের কোন কর্মকর্তা, এমনকি আওয়ামী লীগের কোন নেতা তার অনশন ভাঙ্গাতে যাননি। নিষ্টুরভাবে তারা তা এড়িয়ে গেছেন। নগরবাসীর নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে ছুটে গিয়ে মেয়র দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন বলেই আমি মনে করি।

অথচ, আওয়ামী লীগের নেতারা ভাবখানা এমন দেখাচ্ছেন যেন মেয়রের উপস্থিতিতে তাদের সবার ওজু ভঙ্গ হয়ে গেছে, আন্দোলনের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেছে। তারা মেয়র আরিফকে দোষী সাব্যস্থ করেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, খোদ আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজকেও সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের দায়ে অভিযুক্ত করছেন শুনেছি, মিসবাহ সিরাজের নামে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশও নাকি করা হয়েছে।

'ঘরপোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ভয় পায়'। আওয়ামীলীগের হয়েছে সেই অবস্থা। এত ভয়, এত শঙ্কাগ্রস্থ আওয়ামী লীগ আমার কাছে বড় অচেনা লাগে। হয়তো এ এক নতুন আওয়ামী লীগ, যারা ক্ষমতার মোহে তাদের গৌরবের অতীতকে বিসর্জন দিয়েছে।

লেখকঃ সাবেক সাধারণ সম্পাদক, সিলেট প্রেসক্লাব।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

বাইডেনের জয়ে অভিবাসীদের

(প্রথম পাতার পর)

বেশি পেয়েছেন তিনি। ৩ নভেম্বরের পর টানা চারদিনের অচলাবস্থার পর বাইডেনের জয় নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই অভিবাসীদের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ আসে। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তারা। এমনই এক অভিবাসী হলেন গেরালডাইন চিঙ্গা। ওবামা প্রশাসনের সময় শিশুকালে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছা নথিপত্রহীন অভিবাসীদের দেশ থেকে বরখাস্তের বিরুদ্ধে আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সুযোগ পান। তার মতো আরও প্রায় এক কোটি ১০ লাখ অভিবাসী চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটিয়েছেন।

কিন্তু বাইডেনের জয়ের সঙ্গে তাদের দুঃশ্চিন্তা লাঘব হয়েছে। চিঙ্গা জানান, তিনি হাঁটার সময় বাইডেনের জয়ের সংবাদ পান এবং আনন্দে কেঁদে ফেলেন।

বাল্যকালে যুক্তরাষ্ট্রে আসা এবং বৈধ কাগজপত্র না থাকা এসব অভিবাসীকে ওবামা প্রশাসনের সময় বসবাসের যে সুযোগ দেন আদালত, তার নাম ডেফারড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড অ্যারাইভাল (ডিএসিএ)। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন ২০১৭ সালে এই প্রোগ্রামটি আটকে দেয়। বিপাকে পড়েন কোটি মার্কিন অভিবাসী।

চিঙ্গার মতোই আরেক ডিএসিএ পাওয়া অভিবাসী হলেন মোইসেস সেরানো। তিনি বলেন, 'আজকে যখন আমি সংবাদটি দেখলাম, সেটি পড়ছিলাম এবং আমার বন্ধ মেসেজ করে আমাকে বাইডেনের জয়ের সংবাদ দিলেন; আমি যেন বহু চাপ থেকে নিস্তার পেলাম। গত চারদিন যে বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছিলাম, সেটি কাঁধ থেকে নেমে গেছে।'

কমলার জয়ে উৎসব ভারত ও জ্যামাইকায়

কমলা আমাদের গ্রামের গর্ব : যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলা হ্যারিসের জয়ে উৎসব শুরু হয়েছে ভারতে। পিছিয়ে নেই জ্যামাইকাও। এই দুটি দেশই কমলার অতি আপন। প্রথমটা মায়ের দেশ। দ্বিতীয়টা বাবার। কমলাকে 'আপন কন্যা' জ্ঞানে উৎসব উদযাপন করছেন ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের থুলাসেন্দ্রাপুরম গ্রামের অধিবাসীরা। রোববার সকালে খুশিমনেই ঘুম ভাঙে গ্রামবাসীর। কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদের আসীন হয়েছে তাদেরই গ্রামের মেয়ে। গর্বে বুক ভরিয়ে দিয়েছে এই খবর তাদের।

তাই রাজ্যের থিরুভারুর জেলার থুলাসেন্দ্রাপুরম গ্রামের মেয়েরা বাড়ির সামনে আঁকতে বসেছেন আল্পনা রং 'রঙ্গোলি'। গ্রামবাসীদের কণ্ঠে ভেসে আসছে 'কমলা আমাদের মেয়ে, আমাদের গর্ব।' এদিকে কমলার জয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ জ্যামাইকাতেও। রাজধানী কিংস্টন থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত সবার মুখেই তার নাম। শুভেচ্ছা জানাচ্ছে পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনও।

প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ শেষ হলেই ট্রাম্পকে ডিভোর্স দেবেন মেলানিয়া!

সময়টা যেন কিছুতেই ভাল যাচ্ছে না বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হেরে গিয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর জো বাইডেনের কাছে। এই পরিস্থিতিতে এবার সংসারও নাকি ভাঙতে চলেছে ট্রাম্পের। প্রেসিডেন্ট পদে মেয়াদ শেষ হলেই তাকে ডিভোর্স দেবেন স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প! এখন কেবল অপেক্ষা করছেন। হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এমনই দাবি করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেয়াদ শেষ হলেই হোয়াইট হাউস ছাড়বেন ট্রাম্প। আর তারপরই ৭৪ বয়সি স্বামীকে ডিভোর্স দেবেন মেলানিয়া। প্রতিবেদনে একদা ট্রাম্পের সহকারী ওমারোসা মানিগল্ট নিউম্যানের বক্তব্যকেও উদ্ধৃত করা হয়েছে। যেখানে তার দাবি, এখন কেবল ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন মেলানিয়া। হোয়াইট হাউস থেকে ট্রাম্প বিদায় নিলেই নিজেদের ১৫ বছরের সম্পর্কে দাঁড়ি টানবেন তিনি। একই দাবি করেছেন মেলানিয়ার সাবেক পরামর্শদাতা স্টেফানি ওয়ালকফেরও। তিনিও জানিয়েছেন, দু''জনের বিচ্ছেদ এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। কাউন্টডাউন শুরু করে দিয়েছেন মেলানিয়া। ওয়ালকফের আরো দাবি, হোয়াইট হাউসে ইতিমধ্যেই স্বামী-স্ত্রীর শয়নকক্ষও আলাদা। কথাও হয় না বললেই চলে।

কিন্তু কেন ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ হলে ডিভোর্স দেবেন মেলানিয়া? মনে করা হচ্ছে, বর্তমানে ডিভোর্স দিলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ক্ষতিও করতে পারেন ট্রাম্প। সেকারণেই তিনি প্রেসিডেন্ট পদে ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ হলেই বিচ্ছেদ ঘটাবেন। পাশাপাশি প্রতিবেদনে এটাও বলা হয়েছে, ছেলে ব্যারন এবং তিনি নিজে যাতে স্বামীর সম্পত্তির ভাগ পান, সেজন্য একটি চুক্তি করার কথাও নাকি চিন্তা করছেন মেলানিয়া। সবমিলিয়ে কোনো দিকেই এখন সময় ভাল যাচ্ছে না বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্টের। না ঘরে, না বাইরে।

দুশো বছর আগের দৃশ্যের পুররাবৃত্তি? ট্রাম্পকে বের করতে হবে টেনে হিছড়ে?

আলী রাবাত

১৮০১ সালের ৪ঠা মার্চ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামস ১৮০০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী টমাস জেফারসনকে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাই অনেক বিশেষক বলেন, ২০শে জানুয়ারির 'মধ্যাহ্নের নীতিটি' তো এখনো ট্রাম্পের জন্য লেখা হয়নি। সেটি হলো- অ্যাডামস ট্রাম্পের মতোই একগুঁয়েমি করেছিলেন। তিনি অফিস ছাড়বেন না। তাই অফিসই তাকে তালাক দিয়েছিল।

দৃশ্যটি ছিল এরকম- জেফারসন শপথ নিচ্ছিলেন। কিন্তু সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন অ্যাডামস। তিনি বয়কট করেছিলেন। সেই মুহূর্তে যারা দায়িত্বরত ছিলেন হোয়াইট হাউসে, মানে সেখানকার কর্মচারীরা। তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তারা বেয়াড়া ভাড়াটেকে উচ্ছেদের মতোই হোয়াইট হাউস থেকে প্রেসিডেন্টের জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে শুরু করেছিলেন। অ্যাডামসই ছিলেন প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি নতুন সরকারি বাসভবন অর্থাৎ হোয়াইট হাউসের প্রথম বাসিন্দা ছিলেন। প্রেসিডেন্টের জন্য চলমান সমস্ত সুরক্ষা তুলে নেয়া হলো। সমস্ত অফিশিয়াল যোগাযোগ কেটে দেয়া হলো।

প্রেসিডেন্টের সমস্ত কর্মচারীরা অ্যাডামসের নির্দেশনা গ্রহণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এভাবেই অ্যাডামস পরে টের পেলেন, তিনি থেকেও 'নেই'। ঢাকায় পর্যবেক্ষকরা কৌতূহলী হচ্ছেন এটা ভেবে যে, প্রায় সোয়া দু'শ' বছর পরে সেই একই ঘটনার কিংবা একই নাটক পুনরায় মঞ্চস্থ হতে চলেছে কিনা!

সেই সময় থেকে হোয়াইট হাউসের সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্তরা এ বিষয়টি মনে রেখে চলছেন। বিশেষ করে বিদায়ী প্রেসিডেন্টের পরাজয়ের খবর পৌঁছামাত্র বাক্সপেটরা, লোটা কম্বল গোছানো শুরু করেন। কারো নির্দেশের অপেক্ষা করতে হয় না। কারণ ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্তের মতো রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অঙ্গগুলো আপনা-আপনি কাজ শুরু করে দেয়। তাই সম্ভাব্য অপমান বা বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে, হেরে যাওয়ার লক্ষণগুলো দেখলেই তাড়াতাড়ি ছেড়ে যাওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত হন। সেনা, সিক্রেট সার্ভিস, সিআইএ, এফবিআই এবং সমস্ত হোয়াইট হাউস কর্মচারী, তারা সকলেই একটি আইনের আওতায় কাজ করে। তারা সকলেই একজনের প্রতি অনুগত, জনগণ যাকে বেছে নিয়েছেন, তার প্রতি। জো বাইডেন ম্যাজিক নম্বর ২৭০ ভোট পাওয়া মাত্রই, এবং সেটা রিটার্নিং অফিসারদের দ্বারা ঘোষণা হওয়া মাত্রই, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ঘটতে থাকবে:

১. গোপনীয় পরিষেবা মানে সিক্রেট সার্ভিসের লোকদের মনোযোগ ভাগ হবে। আগত প্রেসিডেন্টের দিকে তাদের নজর তীক্ষ্ণ হবে।

২. সিআইএ উভয়কে (বাইডেন ও ট্রাম্প) ব্রিফ করবে। এটা সাধারণত কমান্ডার-ইন চিফ হিসেবে ট্রাম্পেরই পাওয়ার বিষয় ছিল।

৩. সিআইএর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স টিমও উভয়ের কাছে রিপোর্ট করা শুরু করবে।

৪. ২০শে জানুয়ারির মধ্যাহ্নে হোয়াইট হাউস কর্মীরা সরকারি বাড়ি থেকে ট্রাম্পের সমস্ত জিনিসপত্র সরিয়ে নেবেন। এ সময় তারা নতুন প্রেসিডেন্টের জিনিসপত্র নিয়ে আসবেন। এজন্য তারা কারও নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করেন না।

৫. ট্রাম্পের বেতন নেয়ার ক্ষেত্রে হোয়াইট হাউসে থাকা বাবদ ভাড়া কাটা বন্ধ হবে জানুয়ারিতে।

৬. এর পরিবর্তে জো বাইডেনের প্রেসিডেন্টের বেতন থেকে হোয়াইট হাউসের ভাড়া জানুয়ারি থেকেই কাটা শুরু হবে।

৭. মেলানিয়া ট্রাম্প ২০শে জানুয়ারি মধ্যাহ্ন থেকেই হোয়াইট হাউসের বসগিরি বন্ধ করে দিয়েছেন বলে ধরে নেয়া হবে।

৮. এর পরিবর্তে ড. জিল বাইডেন ২০শে জানুয়ারির মধ্যাহ্নেই হোয়াইট হাউসের নতুন বস হিসেবে মান্য হবেন।

৯. ২০শে জানুয়ারির মধ্যাহ্নে সরকারের সমস্ত নেটওয়ার্ক ট্রাম্পের সঙ্গে কেটে দেবে। পেন্টাগন, সিআইএ, এফবিআই, অ্যাটর্নি জেনারেল, তারা আর কথা বলেবেন না ট্রাম্পের সঙ্গে।

তবে একটা গোপনীয় পরিসেবার নূনতম অঙ্গ যোগাযোগ বজায় রাখবে। যেহেতু ট্রাম্প তার সারাজীবনই এক্স-প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিরাপত্তা রক্ষী পাবেন।

১০. ২০শে জানুয়ারিতে দ্য বিস্ট এবং এয়ারফোর্স ওয়ান নামের প্রেসিডেন্টকে গত ৪ বছর ধরে বহনকারী বিমানবহর তাকে শেষবারের মতো অভিবাদন জানাবে। এবং বাইডেনের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আর ঐতিহ্য অনুসারে দি বিস্ট বাইডেনের রক্তের নমুনা বহন করা শুরু করবে। এবং এসব দায়িত্ব পালন করতে তারা কারও কাছ থেকে নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে না।

মার্কিন এই রীতি গত দু'শ' বছরেরও বেশি সময় ধরে বহাল রয়েছে। দেখা যাক ট্রাম্পের ক্ষেত্রে এটা কীভাবে কাজ করে?

যে কারণে হারলেন ট্রাম্প

মার্কিন নির্বাচনে হেরে গেছেন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু কেন! এ প্রশ্ন মার্কিন মুলুক ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্বে। সঙ্গে সঙ্গে চলছে বিশেষণও। কেউ বলছেন, ট্রাম্প হেরে গেছেন তার নিজের কারণেই। তার মধ্যে রয়েছে, শেষের দিকে তিনি নিজেকে একনায়কের মতো উপস্থাপন করেছেন। নির্বাচনের আগে তিনি ফল মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। এ বৈশিষ্ট্য থাকে শুধুমাত্র একজন একনায়কের মধ্যে। ক্ষমতার চার বছরে তিনি বহুবার টুইটে ব্যবহার করেছেন বর্ণবাদী ভাষা। এ ছাড়াও, শেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জোরালো কোনো নিন্দা জানাননি।

তার বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ রয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত যেসব মিত্র আছে, তিনি তাদেরকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। যারা যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু বলে পরিচিত তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়িয়েছেন। তিনি একতরফাভাবে জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার আচরণকে অনেকেই আগ্রাসী আচরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অনেক রিপাবলিকান মনে করেছেন তার কথাবার্তা অনেকটা অপ্রেসিডেন্টসুলভ। ২০১৬ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন যেসব রাজ্যে জিতেছিলেন, তিনি সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। বাতিল করেছেন প্যারিস জলবায়ু চুক্তি। এ ছাড়া বহুবিধ কারণে তিনি ২০২০ সালের নির্বাচনে হেরেছেন। নিউ ইয়র্ক থেকে বিবিসির সাংবাদিক নিক ব্রায়ান্ট একটি বিশেষণ তুলে ধরেছেন। এতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে এ যাবৎকাল ক্ষমতাসীন চারজন প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হতে পারেননি। তার মধ্যে ট্রাম্প অন্যতম।

চার বছর আগে তাকে যারা সমর্থন করেছিলেন তার আগ্রাসী আচরণের কারণে সেসব মানুষের অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। গতবার তাকে যেসব রিপাবলিকান সমর্থন দিয়েছিলেন এবং ভোট দিয়েছিলেন এবার তারা মনে করেছেন, ডনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সি একদমই প্রেসিডেন্টসুলভ নয়। তারা জানতেন, ট্রাম্প প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চলবেন না। একইসঙ্গে তারা দেখতে পেয়েছেন, তিনি এমন সব আচরণ করেছেন যা আপত্তিকর তবে তার পক্ষেই তিনি সবসময় অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বর্ণবাদী উত্তেজনায়ও উস্কানি দিয়েছেন। নানা বর্ণের মানুষদের অবমাননা করতে ব্যবহার করেছেন বর্ণবাদী টুইটও। শেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের নিন্দা জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত মিত্রদের সঙ্গে বাড়িয়েছেন দূরত্ব। কিন্তু বন্ধুত্ব বাড়িয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মতো শক্তিধর একনায়কদের সঙ্গে। তিনি এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন যাতে তাকে মাঝেমধ্যে মনে হয়েছে 'ক্রিমিনাল বস'। এ কথা বলেই নিক ব্রায়ান আরো বলেছেন, এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে সাবেক আইনজীবী মাইকেল কোহেনের কথা উলেখ করা যায়। তাকে তিনি 'র‍্যাট' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এরপরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই তিনি ফল মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। এমনকি নির্বাচনে পরাজয় মেনে নিতেও অস্বীকৃতি জানান ট্রাম্প। পরিষ্কার জানিয়ে দেন, হেরে গেলে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন না। এক্ষেত্রে ২০১৬ সালে ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিলেন চাক হোয়েনেস্টেইন। এবার তিনি ভোট দিয়েছেন জো বাইডেনকে। তিনি বলেন, জনগণ ক্লান্ত। তারা যুক্তরাষ্ট্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরুক সেটা চায়। তারা এই ঘৃণার অবসান চায়। জনগণ এখন যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্যের পক্ষে। এ কারণেই, মানুষ জো বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছে।

ট্রাম্পের আরো একটি রাজনৈতিক সমস্যা রয়েছে। সেটি হচ্ছে, তিনি তার সমর্থনের মূল ভিত্তির বাইরে ভোটারদের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। এ গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য তিনি ন্যূনতম চেষ্টাও করেননি। ২০১৬ সালে তিনি ৩০টি রাজ্যে বিজয়ী হয়েছিলেন এবং এমনভাবে শাসন করেছেন যেন তিনি তার আদর্শ অনুযায়ী একটি রক্ষণশীল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। গত ১০০ বছরের মধ্যে তিনিই সবথেকে বিভক্তি সৃষ্টিকারী প্রেসিডেন্ট। গত নির্বাচনে যে ২০টি রাজ্য তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিলারি ক্লিনটনকে ভোট দিয়েছিল সেখানে এবার নিজের পক্ষে সমর্থন আনতে কোনো চেষ্টা করেননি ট্রাম্প। চারটি বছর শেষ হওয়ার পরে অনেক ভোটার তার আচরণকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। তারা চেয়েছিলেন, হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আচরণ হবে অধিক প্রচলিত রীতিতে। তার কুৎসিত ভাষা এবং হার না মানা গোয়ার্তুমির কারণে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তারা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাভাবিকতা ফিরুক এটাই চেয়েছেন।

এক কৃষ্ণাঙ্গ নারীর বিশ্ব জয়

অনিম আরাফাত

তার সৎ সন্তানেরা তাকে ভালোবেসে ডাকে 'মমালা' বলে। আর মার্কিন রাজনীতিতে তিনি পরিচিত ক্ষুরধার বুদ্ধির এক অসাধারণ নারী হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রথম নারী, প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ এবং প্রথম এশীয় বংশোদ্ভূত ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন কমালা হ্যারিস। জয় নিশ্চিতের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কমালা হ্যারিস একটি ভিডিও পোস্ট করেন। এতে দেখা যায়, তিনি প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেনকে ফোন করে উচ্ছ্বসিত গলায় বলছেন, 'আমরা সফল হয়েছি জো, আমরা সফল হয়েছি। আপনি যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন!'

গত ২৫শে মে মিনেসোটার মিনিয়াপোলিসে দিনের আলোয় মার্কিন পুলিশের হাতে নিহত হন কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েড। এরপরই যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মতো। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও সমগ্র বিশ্বেই হঠাৎ করেই কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার নিয়ে সচেষ্ট হয়ে ওঠে মানুষ।

এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই কমালাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী করেন ডেমোক্রেট দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেন। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হচ্ছেন কমালা হ্যারিস।

সৌভাগ্য, সৌন্দর্য ও শক্তির দেবী লক্ষ্মীর প্রতীক কমল বা পদ্মফুল। এর সঙ্গে মিল রেখেই তার নাম কমালা রাখেন তার মা শ্যামলা গোপালান। কমালা ছিলেন বুদ্ধিমান, যুক্তিতে তুখোড়। তার ক্ষুরধার বুদ্ধিই তাকে রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে করেছে সফল। একইসঙ্গে ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণাতেও ডেমোক্রেট দলের পক্ষে দারুণ গতি নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

কমালা হ্যারিস ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর। ডেমোক্রেট দলের মনোনয়ন প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথমে ছিলেন জো বাইডেনের প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে তাকে হারিয়ে দলীয় মনোনয়ন পান জো বাইডেন। মনোনয়ন লড়াই যখন শুরু হয় তখন জো বাইডেন, বার্নি স্যান্ডার্স ও এলিজাবেথ ওয়ারেনের মতো কমালাকেও বেশ সম্ভাবনাময়ী মনে করা হচ্ছিল। তবে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ পিছিয়ে পড়তে শুরু করেন তিনি। শেষে ডিসেম্বর মাস নাগাদ মনোনয়ন দৌড় থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করেন হ্যারিস। জো বাইডেনকে ডেমোক্রেট দল থেকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দেয়ার পর তার রানিং মেট হিসেবে কমালাকেই বেছে নেয়া হয়। এরপর একসঙ্গে তিনটি রেকর্ড গড়ে ভাইস 'ক্রিমিনাল বস'। এ কথা বলেই নিক ব্রায়ান প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন তিনি। কমালা হ্যারিসই যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ, নারী ও এশীয় বংশোদ্ভূত ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি জন্ম দিয়েছেন এক নতুন ইতিহাসের। তাকে নিয়ে কমিউনিকেশন ডিরেক্টর গিল ডুরান বলেন, বাইডেনের প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে তার রানিং মেট হওয়ার মধ্য দিয়ে কমালার ভাগ্য বদলে গেছে। অনেকেই মনে করেন, হোয়াইট হাউসে এতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাওয়ার যোগ্যতা ও শৃঙ্খলা হ্যারিসের নেই। যদিও তিনি তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য পরিচিত ছিলেন। সবাই নিশ্চিতভাবেই হ্যারিসের খাঁটি মেধার কথা জানতেন।

কমালা হ্যারিসের বাবা ও মা দু'জনই ছিলেন অভিবাসী। তার বাবা ছিলেন জামাইক্যান এবং মা ছিলেন ভারতীয়। বাবা ডনাল্ড হ্যারিস ছিলেন মার্ক্সবাদী। কর্মজীবনে ছিলেন, স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। কমালা হ্যারিস জানিয়েছেন, তার বাবা-মায়ের প্রেম হয় মূলত আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে। তার বাবা ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছিলেন। এরপর প্রেম আর বিয়ে। কমালার জন্ম হয় ক্যালিফোর্নিয়ার অকল্যান্ডে। ১৯৬৪ সালের ২০শে অক্টোবর জন্ম নেন তিনি। ওই সময় কমালার বাবা ডনাল্ড হ্যারিস আর মা শ্যামলা নাগরিক অধিকার আন্দোলনে এতোটাই নিবেদিত ছিলেন যে, এলাকার প্রায় সব প্রতিবাদ কর্মসূচিতেই তাদের দেখা মিলতো। মাঝে মাঝে স্ট্রলারে করে মেয়েকেও নিয়ে যেতেন তারা।

তার বয়স যখন ৫ বছর তখন তার বাবা-মা'র ডিভোর্স হয়। তাকে 'হিন্দু সিঙ্গেল মাদার' হিসেবে বড় করেন তার মা শ্যামলা গোপালান হ্যারিস। কমালার মা ছিলেন একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক অধিকার কর্মী। তিনি তার ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে বড় হন। তার মায়ের সঙ্গে তিনি ভারত ঘুরতে আসেন। হ্যারিস জানিয়েছেন যে, তার মা অকল্যান্ডের কৃষ্ণাঙ্গদের সংস্কৃতিই বেশি ধারণ করতেন।

এ নিয়ে কমালা তার আত্মজীবনীমূলক বইতে লিখেন, আমার মা ভালো করেই জানতেন যে, তিনি দু'জন কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েকে বড় করছেন। তার মেয়েরা যে দেশে বড় হবে সেখানে তাদেরকে কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবেই পরিচিত হতে হবে। তাই তিনি চাইতেন, তার মেয়েরা যেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গর্বিত কৃষ্ণাঙ্গ নারী হিসেবে বেড়ে ওঠে। তবে তার মা কমালা ও তার ছোট বোনকে নিয়ে চার্চ এবং মন্দির দুই পবিত্র উপাসনালয়েই যেতেন।

নিজের জীবনে কমালা হ্যারিস বিভিন্ন পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। এরমধ্যে রয়েছে শ্বেতাঙ্গ প্রধান কমিউনিটিগুলোও। তার মা গোপালান হ্যারিস কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন একসময়। সে সময় কমালা হ্যারিস ও তার ছোট বোন মায়াও কানাডায় ছিলেন। তারা সেখানে মন্ট্রিলে ৫ বছরেরও বেশি সময় স্কুলে পড়েছেন। হ্যারিস সবসময়ই নিজের পরিচয় নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন এবং নিজেকে একজন আমেরিকান বলেই পরিচয় দিতেন।

২০১৪ সালে কমালা হ্যারিস বিয়ে করেন আইনজীবী ডগলাস এমহফকে। এসময় এমহফের দুই সন্তান ছিল। গত বছর কমালা একটি আর্টিকেলে লিখেন ইলি ম্যাগাজিনে। এতে তিনি ওই দুই সন্তানের সৎমা হিসেবে তার অভিজ্ঞতার কথা জানান। তিনি বলেন, যখন আমি ও এমহফ বিয়ে করলাম তখন তার দুই সন্তান কোল ও এলার সঙ্গে বসে আমি ঠিক করলাম যে তারা আমাকে সৎমা বলে ডাকবে না। এর পরিবর্তে আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে তারা আমাকে 'মমালা' বলে ডাকবে।

শিক্ষা জীবনে কমালা হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে পড়েছেন। হেস্টিং কলেজ থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন আইনের উপর। ১৯৯০ সালে তিনি অকল্যান্ডের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ২০০৪ সালে হন স্যান ফ্রান্সিসকোর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি। ২০১০ সালে হন ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল। সেটিও ছিল কৃষ্ণাঙ্গ কারো জন্য প্রথমবারের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা। তবে ডেমোক্রেট দলের মধ্যে তিনি নজরে আসেন ২০১২ সালে। সেবার বারাক ওবামাকে দ্বিতীয় বারের মতো মনোনয়ন দেয়ার সময় ন্যাশনাল কনভেনশনে অসাধারণ বক্তব্য রেখেছিলেন হ্যারিস। সেটিই ডেমোক্রেটদের নজর কাড়ে। যদিও ২০০৮ সালেই বারাক ওবামাকে সমর্থন দেয়া সরকারি কর্মকর্তাদের তালিকায় প্রথম ছিলেন হ্যারিস।

২০১৪ সালে বিয়ের দুই বছরের মাথায় সিনেট নির্বাচনে জয় পান তিনি। কমালা হ্যারিসই ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চকক্ষে পা রাখা প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং আফ্রিকান বংশোদ্ভূতদের মধ্যে দ্বিতীয় সিনেটর। তিনি ছিলেন উদারপন্থি। সোচ্চার ছিলেন অভিবাসন ও বিচার প্রক্রিয়ার সংস্কার নিয়ে। নূনতম মজুরি বৃদ্ধি এবং গর্ভপাত আইন নিয়েও সক্রিয়তা ছিল তার। তিনি দ্রুতই আলোচিত হয়ে ওঠেন তার বুদ্ধিদীপ্ত জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে। ২০১৭ সালে মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল জেফ সেশনস ও পরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ব্রেট কাভানহর শুনানিতে তার জিজ্ঞাসাবাদ ডেমোক্রেটদের মধ্যে তুমুল প্রশংসিত হয়।

রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে কমালা হ্যারিস উদারপন্থি। তিনি অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তন, আবাসন, গর্ভপাতের মতো ইস্যুতে সবসময়ই ছিলেন প্রগতিশীলদের সঙ্গে। সক্রিয় ছিলেন, সমকামীদের অধিকার, শিক্ষাখাতে ব্যয়বৃদ্ধি ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। জো বাইডেনের মতো হ্যারিসও ইরান পরমাণু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে আসার বিরোধী ছিলেন। তবে ইসরাইল প্রশ্নে তিনি বরাবরই ছিলেন ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্র সুসমপর্কের পক্ষের মানুষ। তিনি এ বিষয়ে ২০১৭ সালে একবার বলেছিলেন, ইসরাইলের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য তার ক্ষমতার মধ্যে যা যা রয়েছে তার সবটাই তিনি করবেন।

বাসা ভাড়া

উডসাইডের সাবওয়ের পাশে ৫৮ স্ট্রিট ও নর্দান বুলুভারডে ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম সম্বলিত বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত বেসমেন্টের একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: (৯১৭) ৪১২-৭৭৩৯.
ন-০৯/১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

বাড়ি বিক্রয়

Jamaica Hills: 2F family walkup 3 family brick 3 bed rooms 2 bath rooms 3 apartments also full finished basement 1320 Sq.ft প্রতি ফ্লার জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার থেকে ১ ব্লক। Close to Park, Hospital. St. Hhons College, Subway. Price $1.3 millions. Call: 917-749-4143.

বাড়ি ভাড়া

১ রুম, কিচেন, বাথ রুম nice and clean. ভাড়া ১৩০০ ডলার মাত্র including everything. Call: 917-749-4143.
Elmhurst: 94th Street & 40th Road 3 bed rooms + Bath rooms + EIK nice close to subway, Hospital, Market, Loundry, Full big bath rooms Rent $2200 including heat water. Call: 917-749-4143.

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া পার্ক সংলগ্ন ২১ স্ট্রীট-এস্টোরিয়া বুলেভার্ডে ২ বেড রুমের বড় এপার্টমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। ২য় তলায়।
যোগাযোগঃ মিঃ চৌধুরী
৯১৭-৬৫৮-৫৫৮৪

বাসা ভাড়া

নতুন রেনোভেটেড বাসার সেকেন্ড ফ্লোর তিনটি বড় বেডরুম, দুটি ফুল বাথরুম, ব্র্যান্ড নিউ বড় কিচেন (হার্ডউড কেবিনেট) ও বড় লিভিং রুম এর বাসা (প্রাইভেট এনট্রেন্স) ভাড়া দেওয়া হবে। সবকিছুই কাছাকাছি। জ্যামাইকার সাতফিন বুলেভার্ড ই/এফ ট্রেন সাবওয়ে ৩/৫ মিনিট আর এলআইআর-আর/এয়ার ট্রেন ষ্টেশন ৭ মিনিটের দূরত্বে। ভাড়া মাসিক ২,৬০০ ইউএস ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৩৯-২৩৬৯ (সন্ধ্যা ৬টার পর)।
ন-০২/০৯/১৬/২৩

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ২ বেডরুম, ২ ফুল বাথরুম, লিভিং রুম এবং কিচেন-এর প্রাইভেট বাসা (দুই ব্যালকনি সহ) ভাড়া হবে। বিদ্যুৎ গ্যাস বিল পৃথক। ভাড়া ২০০০ ডলার। যোগাযোগ: ইশতিয়াক।
ফোন: ৭১৮-৫৬৯-২৩০০
অ-২৬/ন-০২/০৯/১৬

বাসা ভাড়া

এস্টেরিয়ার ২৩-০২ ৩০ ড্রাইভ-এ সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, ডাইনিং, লিভিং রুম ১৫০০ স্কয়ার ফুট ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: নাজমুল। ফোন: ৯১৭-২৯৯-৯৪৭৮
অ-১৯/২৬

ব্যবসা বিক্রয়

ক্যাপিটাল ডিষ্ট্রিক্ট আলবেনীর ক্রসগেট মল-এ চালু অবস্থায় কনভিনিয়েন্ট স্টোর বিক্রয় হবে। আগ্রহী ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: মাসুদুর রহমান।
ফোন: ৫১৮-৫৩৩-৮৫৩২
অ-২৬/ন-০২

স্টুডিও রুম ভাড়া

নিউইয়র্কের রোজডেলে জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে) একটি বড় স্টুডিও রুম (ফুল বাথ, ইট এন্ড কিচেন সাথে) ভাড়া হবে। ভাড়া প্রতি মাস ১৩০০ ডলার।
যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-৪১৪৩
অ-২৬/ন-০২

বাড়ী ভাড়া

এলমহার্স্টের ৪৪ স্ট্রীট ও ৪০ রোডে তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সাবওয়ে, মার্কেট, হসপিতাল, কাছাকাছি। ভাড়া ২২৫০ ডলার (হিট ও বিদ্যুৎ সহ)। যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-৪১৪৩
অ-২৬/ন-০২

বাসা ভাড়া

রিচমন্ড হিলের হিলসাইড এভিনিউ এবং সাবওয়ে/বাস স্টপেজ কাছে (ই, জে, জি ট্রেন এবং কিউ ১০ বাস কিউ ৫৬ বাস) সুপরিসর একটি এক বেড রুমের বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৫০৮-২৬১০
অ-২৬/ন-০২

হাউজ কিপিং জব

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)। ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯

রুম ভাড়া

এলমার্স্ট-এর রুজভেল্ড এভিনিউতে ৮২ স্ট্রীট সাবওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে একটি রুম ছোট পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৯১২-৭৬৪
অ-১৯/২৬

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে পিতা-মাতার সাথে বসবাসকারী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য ২৩ বছর ৯ মাস বয়স যোগ্য নামাজী পাত্র চাই। পাত্রী দি সিটি কলেজ অব নিউইয়র্ক ব্যাচেলর অব সাইয়েন্স, চাইল্ডহুড এডুকেশন এবং ব্যাচেলর অব আর্টস, সাইকোলজী এবং মাস্টার্স অধ্যয়নরত। বর্তমানে কর্মরত (শিক্ষিকা ব্রঙ্কস)।
যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬১-৪৭৩৯ (সেল) অথবা ৭১৮-৮২৪-২৯৪৯ (বাসা) অ-২৬/ন-০২

বাসা ভাড়া

এস্টেরিয়ার ২৩-০২ ৩০ ড্রাইভ-এ সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, ডাইনিং, লিভিং রুম ১৫০০ স্কয়ার ফুট ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া হবে। ভাড়া ৩০০০ ডলার। যোগাযোগ: নাজমুল। ফোন: ৯১৭-২৯৯-৯৪৭৮
অ-১৯/২৬

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় ইয়র্ক কলেজের কাছে ১৬০ স্ট্রীট ও ১১০ এভিনিউতে শুধুমাত্র সিঙ্গেল মহিলার কাছে বেসমেন্ট একটি রুম ভাড়া হবে। যোগাযোগ: শাফী।
ফোন: ৯১৭-৬২৩-৭২৪৫
অ-১২/১৯/২৬

রুম ভাড়া

কুইন্সের ওজনপার্কের ৯৫ এভিনিউ এবং ৮৭ স্ট্রীট-এ এ/জে ট্রেন সাবওয়ে থেকে ৫/৬ ব্লক দূরত্বে একটি প্রাইভেট হাউজের ১টি মাষ্টার বেড রুম (আলাদা বাথরুম, আলাদা ফ্রীজ)- মুসলিম স্বামী-স্ত্রী, মা-মেয়ে, অথবা ২জন কর্মজীবি মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৮৪-৫৯৬৬
অ-১২/১৯/২৬

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ প্লেসে (হিলসাইড এভিনিউ ও জ্যামাইকা এভিনিউর মাঝে) দুই বেড রুম, লিভিং, কিচেন ও বাথরুম-এর বাসা (সেকেন্ড ফ্লোর) ছোট পরিবার অথবা ব্যাচেললের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। এফ ট্রেন সাবওয়ে কাছে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৭-৫৯২৭
অ-১২/১৯

এক বেডরুমের বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলমহার্স্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীটের উপর দ্বিতীয় তলায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
সে-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে এক বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। লিভিং কাম কিচেন, ফুল বাথ শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার, ধুমপান নিষেধ।
যোগাযোগ: ৭১৮-৫৪১-৬১২৬
সে-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ের কাছে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার।
ফোন: ৩৪৭-২৩৫-৯৩৭০
সে-২১/২৮

হিলসাইড এভিনিউতে বাসা ভাড়া

অক্টোবর থেকে হিলসাইড এভিনিউতে কারওয়ান সংলগ্ন সাবওয়ের সঙ্গে নতুন রেনোভেশন করা ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৯২৯-৪৫০-১৭৮৬ অথবা ৯১৭-২৮৫-৫৩৭০ অথবা ৩৪৭-৭২০-৬৭২৮
সে-১৪/২১

একবেড রুমের বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান ব্লুবার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে দুই তলায় একটি এক বেডরুম এর বাসা দেওয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বেসমেন্ট ভাড়া

নিরিবিলি পরিবেশে কুইন্স ভিলেজে ১১১-১৫, ২০১২ স্ট্রীট, কিউ-২, কিউ-৮৩ বাস এর অতি সন্নিকটে প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া সবকিছুসহ ১২০০ ডলার।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯।
অ-২৬/২

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে পিতামাতার সাথে বসবাসকারী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়স যোগ্য পাত্র চাই। পাত্রী কিউনি থেকে ব্যাচেলর (বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) এবং পেন ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী (বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার)। বর্তমানে কর্মরত। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৯১-৪৬৯৬ (সেল) অথবা ৭১৮-৯৩১-২৫০৯ (বাসা)।
e-mail: moondhs@gmail.com
সে-১৪/২১/২৮/অ-৫

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন
ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: 201-839-7579
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

বাসা ভাড়া

বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় (৩৩-০৯, ৩১ এভিনিউ এবং ৩০-৫২, ৩৪ স্ট্রীট) এর দুটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১বেড রুম (ভাড়া: ১৭০০ ডলার), দুই বেড রুম (ভাড়া: ২২০০ ডলার) এর বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: হাবিব রহমান
লাইসেন্সড রিয়েল এস্টেট সেলস পার্সন
পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি
ফোন: ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (সেল)
৭১৮-৫১৪-৯০৩০ (অফিস)

পাত্র চাই

কলেজ শিক্ষক বাবা মা'র একমাত্র কন্যা, সদ্য মাস্টার্স সমাপ্ত, ইউএস সিটিজেন, হিজাবি পাত্রীর জন্য (বয়স- ২৬ বছর ২মাস), আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী অথবা সিটিজেন পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৩৪৭-২৮০-৭২৬৯

আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজে বিজ্ঞাপন/মার্কেটিং বিভাগে কাজ করার জন্য পুরুষ/মহিলা আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

নিউইয়র্কে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদযাপিত

(৪৬ পাতার পর)

অধ্যুষিত ব্রঙ্কসের প্রাচীনতম মসজিদ পার্কচেস্টার জামে মসজিদে গত ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবর বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার প্রতিদিন বাদ আসর থেকে এশা পর্যন্ত যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপিত হয় পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী। কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা, মিলাদ মাহফিল, দোয়া এবং তবারক বিতরণ।

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ পার্কচেস্টার জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা মো: মাসহুদ ইকবাল। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন মসজিদের মুয়াজ্জিন মাওলানা নুরুল ইসলাম, নতুন প্রজন্মের জিশান ইকবাল ও রাশেদ মজুমদার।

আলোচনায় মাওলানা মো: মাসহুদ ইকবাল পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)'র ফজিলত ও হযরত মোহাম্মদ (স.) এর জীবন আদর্শের উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরে বলেন, দু'জাহানের বাদশা হযরত মোহাম্মদ (স.) এর এই ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভাব উপলক্ষে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতি বছর ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) উদযাপন করেন। মুসলিম দুনিয়ায় চৌদ্দশত বছর ধরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রিয়নবীর শুভাগমনের ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপিত হয়ে আসছে।

মাওলানা মো: মাসহুদ ইকবাল বলেন, মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের শান্তির দূত হিসেবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এ জগতে প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা:)-ই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন মানুষের মুক্তি-বাণী। মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ইসলামের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা:) স্বীয় কর্মে ও আচরণে তা প্রমাণও করে গেছেন।

মাওলানা মো: মাসহুদ ইকবাল বলেন, রাসূল (সা.) কে যে যত কাছে নিয়ে আসবেন, আল্লাহর দ্বীনও তিনি তত কাছে পাবেন। শুধু মিলাদ আর মিষ্টি-তবারক খাওয়ার মধ্যে সীমবদ্ধ না থেকে মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানব কল্যাণেব্রতী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নিজ সন্তানদের ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে আদর্শ জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

মাওলানা মো: মাসহুদ ইকবাল বলেন, বর্তমানে একশ্রেণীর আলেম ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) পালনের ঘোর বিরোধিতা করেন। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈদে মিলাদ্দুন্নবী (স.)কে কেন্দ্র করে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (সা.) কে সাধারণ মানুষের সাথে তুলনা করেন। রাসূল (সা.) সাধারণ মানুষ বললে ঈমান থাকবে না।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মাহফিল শুরু হয়। আলোচনা, মিলাদ, দোয়া মুনাজাত ও তবারুক বিতরণের মধ্য দিয়ে এ আয়োজন শেষ হয়। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা মো: মাসহুদ ইকবাল। মোনাজোতে করোনাভাইরাসে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত এবং কমিউনিটি, দেশ, জাতি ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণে আল্লাহর রহমত কামনা করা হয়। করোনাকালের এ মিলাদ মাহফিলে স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিপুল সংখ্যক মুসল্লি উপস্থিত ছিলেন।

পার্কচেস্টার জামে মসজিদের সভাপতি মোস্তাক আহমদ চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক আম্বিয়া মিয়া তিনদিন ব্যাপি ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী মাহফিলে অংশ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মাহফিলের সার্বিক তত্ত্বাবিধানে ছিলেন পার্কচেস্টার জামে মসজিদের সভাপতি মোস্তাক আহমদ চৌধুরী, সহ সভাপতি হারুন আলী, মো: আব্দুল মতিন, সাধারণ সম্পাদক আম্বিয়া মিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক শেখ মজনু মিয়া, কোষাধ্যক্ষ মাজলুল আহমেদ, সহ কোষাধ্যক্ষ তারেক মিয়া, কালচারাল সেক্রেটারী মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, ফিউনারেল সেক্রেটারী মোঃ নুরুল আহিয়া, মেইনটেনেন্স সেক্রেটারী মোঃ ফটিক মিয়া, এডুকেশন সেক্রেটারী মো: আব্দুল গফুর, কার্যকরী সদস্য সোহান আহমদ, রোকন আহমেদ ময়নুল ও নুরুল চৌধুরী।

নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টার অ্যান্ড জামে মসজিদ

নিউইয়র্কের নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টার অ্যান্ড জামে মসজিদে গত ২৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার জশনে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএ এবং নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টার অ্যান্ড জামে মসজিদ ইনকের উদ্যোগে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় মাগরিব থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর সভাপতি আল্লামা সৈয়দ জুবায়ের আহমদের সভাপতিত্বে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর প্রচার সম্পাদক মাওলানা শেখ মোস্তফা কামালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক চিন্তাবিদ আল্লামা মুফতি সৈয়দ আনসারুল করিম আল আজহারী। না'ত খাঁ পরিবেশন করেন শায়ের মুহাম্মদ শাখের আশরাফী কাদেরী।

শুরুতেই পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ হানিফ এবং নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করেন সৈয়দ আব্দুল মতিন, মোঃ নুরুল আমিন মুকুল, আতাউর রহমান, রহমান শাহ আলম, মুহাম্মদ শাহ আলম প্রমুখ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর মহাসচিব আলহাজ্ব মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি আলহাজ্ব সৈয়দ জামিন আলী, নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টারের সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন। বক্তব্য রাখেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা আতাউর রহমান, সহ-সভাপতি আলহাজ আসলাম হাবিব, সাংগঠনিক সম্পাদক মুরাদুল আলম চৌধুরী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, অর্থ সম্পাদক আরিফ চৌধুরী, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুহাম্মদ মাহাবুবুর রহমান, তথ্য বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মদ শাহ আলম, প্রযুক্তি ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মদ উসমান গণি তালুকদার শামীম, নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টারের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি শাহ জাকারিয়া, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ মাহবুব হোসাইন, সৈয়দ বশারত আলী, সৈয়দ রাহুল ইসলাম, বদরুল হক প্রমুখ।

জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিলে আলোচকবৃন্দ বলেন, মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী রাসূল (সা.) কে শান্তি, মুক্তি, প্রগতি ও সামগ্রিক কল্যাণে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণের মূর্ত প্রতীক 'রাহমাতুল্লিল আলামিন'। বক্তারা বলেন, দল-মত-গোত্র নির্বিশেষে আরবের জাতি-ধর্ম-বর্ণ সবার মধ্যে শান্তি চুক্তি ও সন্ধি স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে মহানবী (সা.) সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। অথচ ফ্রান্স আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সা.) কে নিয়ে ব্যঙ্গ করার দু:সাহস দেখিয়েছে। বক্তারা ফ্রান্সের এমন ঘৃণ্য কর্মের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তাদের পণ্য বয়কট করার জন্য মুসলিম উম্মাহর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে আল্লামা জুবায়ের আহমদ বলেন, আজ আমরা প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ (স)'র ভালবাসা এবং আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। তারই অংশ হিসেবে ফ্রান্সে হযরত মুহম্মদ (স)=কে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। তিনি বলেন, এভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ জাতি প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ (স) এবং মুসলমানদের ঈমান আক্বিদার বিরুদ্ধে আরও গভীর ষড়যন্ত্র চালাবে। তাই এ সমস্ত ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে মুসলিম মিল্লাতকে প্রিয় নবীজির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা বৃদ্ধি এবং তার প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আনুগত্য করতে হবে।

শেষে সকলের সুখ শান্তি এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে পবিত্র জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। আল্লামা সৈয়দ জুবায়ের আহমদ মোনাজাত পরিচালনা করেন। মোনাজোতে করোনভাইরাসে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত, আক্রান্তদের সুস্থতা এবং বিশ্বকে মারাত্মক এই ভাইরাস থেকে নিরাপদ রাখার জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিপুল সংখ্যক মুসল্লী এ মাহফিলে যোগ দেন। সবশেষে তাবারক বিতরণ করা হয়।

সালেহ সভাপতি, ছুটি সাধারণ সম্পাদক

(৪৬ পাতার পর)

সহ সভাপতি- সফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক- মিজানুর রহমান ভুইয়া, কোষাধ্যক্ষ- নাইম রহমান। পরিচালকরা হলেন- বিপ্লব দত্ত, রেহানা কুদ্দুস শিখা, ড. মাহবুবুর রহমান সোহেল, আরিফ আহমেদ, তাহসিন এন রাকিব, তাহমিদ শাহরিয়াদ, মেরিনা রহমান, সোহেল সালমান, নাইমা হক এবং আরফিন ফ্যান্সী। তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন- জিয়াউদ্দিন চৌধুরী (প্রধান নির্বাচন কমিশনার), ড. বশির আহমেদ এবং সফি দেলোয়ার কাজল গত ২৫ অক্টোবর রোববার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। আগামী ১ জানুয়ারী নতুন কমিটি তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। এর আগে ১৯ ডিসেম্বর নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে।

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :

516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**

ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

"House For Sale, As-is"
ON CLOSE BITS
39 Ashley St. Buffalo, NY 14212
6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. **Duplex House.**
Need : 716-544-3646

Marriage Media
পাত্র-পাত্রী
খুজছেন সন্ধান দাতা
আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চান?
সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, সিটিজব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সিড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।
৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।
আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।
খান ভাই
646-637-7590
E-mail: khanma663@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক
ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।
পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮
13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MAHFUZ HASAN
Web Application Developer
যে কোন ধরনের ওয়েবসাইড তৈরির জন্য যোগাযোগ করুন
I will create high quality web application for you
Do you want to make a dynamic responsive, user friendly and fast web application to attract your clients?
Feel Free to Contact
sdmahfuz@gmail.com
+880 1770 472 939


MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika





বাই'র নির্বাচন ২০২১-২০২২

সালেহ সভাপতি, ছুটি সাধারণ সম্পাদক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: উত্তর আমেরিকার অন্যতম এবং পুরনো বাংলাদেশী সংগঠন 'বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা' (বাই) এর ২০২১-২০২২ সালের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনে সালেহ আহমেদ সভাপতি এবং দিলশাদ চৌধুরী ছুটি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫ সদস্যের পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচিত হয়েছেন। বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন:(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নিউইয়র্কে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদযাপিত



বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের ব্যাপক উৎসাহ ও যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পূণ্যময় জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা, মিলাদ মাহ-ফিল, দোয়া-মুনাজাত এবং তবারক বিতরণের মধ্যে দিয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

বাংলাবাজার জামে মসজিদ

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলাবাজার জামে মসজিদে গত ২৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ব্রঙ্কস ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল মিলাদুন্নবী উদযাপন কমিটির আয়োজনে দ্বিতীয়বারের মত উদযাপিত হয় ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী। উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়ার সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব হাফিজ মাওলানা ওয়াহি আহমেদ চৌধুরীর পরিচালনায় মাহফিলে তাৎপর্যপূর্ণ ওয়াজ পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ড. শেখ রাব্বি ওসমান এবং মুফতি মাওলানা মইনুল ইসলাম। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আবু সাঈদ।

মাহফিলে বক্তারা মহানবী (সঃ)-এর বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক ও আদর্শের উপর আলোকপাত করে বলেন, রাসূল (সা.) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের শান্তির দূত হিসেবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তিনি প্রচার করেন শান্তির ধর্ম ইসলাম। বিশ্ববাসীকে মুক্তি ও শান্তির পথে আহ্বান জানান। প্রতিষ্ঠা করেন মানুষের মর্যাদা ও অধিকার। মহানবীর (সঃ)-এর আদর্শ আজকের বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে উল্লেখ করেন তারা। মহানবীর আদর্শ অনুসরনের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে এরপর মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া ও হাফেজ আবদুল কাদের মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন। মাহফিলে মুসলিম উম্মা ও বিশ্ব মানবতার শান্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া-মুনাজাত পরিচালনা করেন ড. শেখ রাব্বি ওসমান। বিশ্বে করোনায় শহীদদের রুহের মাগফিরাত এবং আক্রান্তদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় দোয়া করা হয়। উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া এবং সদস্য সচিব হাফিজ মাওলানা ওয়াহি আহমেদ চৌধুরী অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার জন্য সকলকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

পার্কচেস্টার জামে মসজিদ

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

দুই নৌকার খরচ ৪০ লাখ, নানা আলোচনা



'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী ও দৃষ্টিনন্দন দুটি গয়না নৌকা ভাসানো হয়েছে জাতীয় সংসদ লেকে। বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) জাতীয় সংসদ লেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের তৈরি করা নৌকা দুটি ভাসিয়ে দেয়া হয়। ২৭ ফুট লম্বা এবং ৫ ফুট চওড়া নৌকা দুটি তৈরিতে ৪০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে বলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন থেকে জানানো হয়েছে। এই নৌকায় একসঙ্গে ২০ জন মানুষ উঠতে পারবেন। ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ের খবর প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুরু হয় নানা আলোচনা-সমালোচনা। দুটো নৌকা তেরিতে এই পরিমাণ টাকা খরচ 'অস্বাভাবিক' মন্তব্য করে ফেইসবুকে পোস্ট দেন অনেকে। তাদের সন্দেহ, এত টাকা দিয়ে নৌকা বানানোতে 'অনিয়ম' হয়েছে। কেউ কেউ তামাশা করে এই খরচ নিয়ে লিখেছেন, 'এত কম'! সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, নৌকা দুটি তৈরির এই ৪০ লাখ টাকার মধ্যে প্রায় ১০ লাখ টাকা বিভিন্ন কর হিসেবে গেছে সরকারের খাতায়।

বাকি টাকা লেগেছে চারুকলার শিল্পীদের দিয়ে নৌকা তৈরিতে। কেউ কেউ বলছেন, সাধারণ এক মৌসুমে ব্যবহারের জন্য রেইনট্রি বা সারি গাছের একটি ডিঙি নৌকা বানাতে খরচ পড়ে ৪-৫ হাজার টাকা। আর সেটা যদি ৩-৪ মৌসুম ব্যবহারের জন্য করা হয় ১৫ হাজার টাকার বেশি লাগে। আর ছোট একটা গয়না নৌকা বানাতে কমপক্ষে ৭০ হাজার টাকা লাগে। যেটা খুব সাধারণ। আর যদি খুব ভালো কাঠ দিয়ে বানানো হয় তবে ৫ লাখ টাকা লাগবেই। বড় হলে আরো বেশি খরচ পড়বে।

সংসদ লেকে ভাসানো নৌকা দুটির নকশা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রিন্ট মেকিং বিভাগের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। তার তত্ত্বাবধানেই ৩০ জন মিস্ত্রি এই দুটো নৌকা বানাতে কাজ করেছেন। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী হাশেম খানও নকশাতে কিছু সংযোজন-বিয়োজন করেছেন বলে পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান রাম চন্দ্র দাস বলেন, আমরা যখন এই কাজের পরিকল্পনা করলাম তখন অনেকেই এর চেয়ে বেশি খরচ দেখিয়ে এস্টিমেট দিয়েছিল। আমরা সবচেয়ে কম খরচের এস্টিমেট যিনি দিয়েছেন তারটাই নিয়েছি। এটাই নিয়ম। তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় বিষয় এটা একটা আর্ট। বাণিজ্যিক কোনো কাজ নয়। তিনি বলেন, নৌকা এবং নদীর সঙ্গে রয়েছে আমাদের সভ্যতা সৃষ্টির আত্মিক সম্পর্ক। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশে নৌ-পর্যটন উন্নয়নে বাপক এর উদ্যোগে ট্যুরিস্ট ভেসেল সংগ্রহের কাজ চলছে। এ ছাড়া নৌকা এবং নদীকেন্দ্রীক সভ্যতাকে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে তুলে দরার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

নকশাকার আনিসুজ্জামান বলেন, ছাউনিতে আমরা যে ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করেছি তা সাধারণত ইন্টেরিয়র ডিজাইনাররা ব্যবহার করে থাকেন। স্টেইনলেস ম্যাটেরিয়াল সাধারণত চায়না থেকে আসে। তিনি বলেন, প্রায় ৩০ জন মিস্ত্রি এই কাজ করেছে। এ রকম একটি ডেকোরেটিভ নৌকা করতে দেড়-দুই মাস সময় লাগে। আমরা খুব অল্প সময় পেয়েছিলাম। ২০ দিন সময় পেয়েছিলাম। পরে করোনার জন্য কাজ কিছু দিন কাজ বন্ধ ছিল। এরপর এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে নৌকা দুটি পানিতে নামানো হয়েছে। এখানে শুধু আমি নই, আরো কয়েকজন শিল্পী কাজ করেছেন। আর এটা কোনো বাণিজ্যিক কাজ নয়। আর্ট ফর্ম। এখানে জামানতের টাকা আছে এবং ১৫ শতাংশ ভ্যাট-ট্যাক্স আছে। এর বিল এসেছে ৩০ লাখের নিচে। এটা পানিতে ভাসাতেই ১ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। ভাসানোর আগে আবার রঙ করতে হয়েছে। ভাসানোর জন্য লেগেছে ২০ জন।

নৌকা ভাসানো কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আপাদমস্তকে একজন বাঙালী। তিনি বাঙালী জাতিস্বত্তা এবং সংস্কৃতিকে লালন করতেন এবং বাঙালীর সংস্কৃতির মুক্তি এবং তা বিশ্বদরবারে তুলতে এদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তাই তার দলীয় প্রতীকও নৌকা। তাই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা এবং আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকা এবং এদেশের সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করতে হবে, প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে হবে। এজন্য যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

জানা গেছে, মুজিববর্ষ চলাকালীন অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে নৌকা দুটি পরিচালিত হবে। পরবর্তীতে সংসদ সচিবালয় ও পর্যটন করপোরেশন আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে। সংসদ ভবনের লেকে ভাসমান নৌকায় সাধারণ মানুষের ওঠার সুযোগ থাকছে না। ভিআইপি ও বিদেশি পর্যটকরা এ নৌকায় সংসদের লেক ভ্রমণ করতে পারবেন। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে কৃষ্টি-কালচার ও ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরতে এই নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। (মানবজমিন)



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited
Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ

এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ভোট দিলেন শিশির



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের স্ত্রী উম্মে আহমেদ শিশির। ভোট দেওয়া শেষে মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) তিনি ফেসবুকে স্টেস্টাস দেন। সেখানে তিনি নিজের হাতে নির্বাচনের একটি স্টিকারযুক্ত ছবি পোস্ট করে লেখেন, 'ইলেকশন ডে, আমি আমার ভোট দিয়েছি।' উইসকনসিন অঙ্গরাজ্য থেকে ভোট দিয়েছেন শিশির।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটগ্রহণ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। দেশটির কানাডা সীমান্তের শহর নিউ হ্যাম্পশায়ারের ছোট্ট শহর ডিক্সভিল নচে প্রথম ভোট হয়। এই শহরের একটি কেন্দ্রের মোট পাঁচটি ভোটের সবগুলোই পেয়েছেন ডেমেক্র্যাট দলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেন। দেশটির নির্বাচনী প্রথম ফল এই রাজ্য থেকেই এসেছে।

স্বল্পোন্নত পর্যায়ের দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক সহায়তা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন -রাবাব ফাতিমা

নিউইয়র্ক: "স্বল্পোন্নত পর্যায় থেকে উত্তরিত এবং উত্তরণের পথে থাকা দেশগুলোর উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সহায়তা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন"। গত ৬ নভেম্বর নিউইয়র্কে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি) প্রকাশিত 'মাল্টিলেটারাল ডেভোলপমেন্ট ফাইনান্স ২০২০ (এমএফডি)' শীর্ষক প্রকাশনার উপর আয়োজিত এক উচ্চ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

চলমান কোভিড-১৯ মহামারির মাঝেও বিশ্ব অর্থনীতিতে যে সকল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তার পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিদ্যমান দূর্বলতা অপসারণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য অতিরিক্ত অর্থায়ন এবং স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প ঝুঁকির তহবিলের উৎসসমূহে প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান তিনি।

বৈশ্বিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালনার জন্য উদার ও ন্যায়সঙ্গত পরিচালন পদ্ধতি নিশ্চিত করার উপরও জোর দেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ যাতে উন্নয়ন ও মানবিক অর্থায়নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে সে বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

এসডিজি বাস্তবায়নে জাতীয় সরকারগুলোর প্রচেষ্টা ও সম্পৃক্ততার বিষয়টি উল্লেখ করে উদ্ভাবনী অর্থায়ন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন এবং উদীয়মান প্রযুক্তিসমূহে প্রবেশ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঐসকল দেশগুলোতে সম্পদের যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণে ওইসিডি সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। স্বল্পোন্নতসহ ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য দেশসমূহের জলবায়ুজনিত সঙ্কট দূরীকরণে সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণের উপর জোর দেন তিনি। ওইসিডি প্রকাশিত এই রিপোর্টে বহুপাক্ষিক উন্নয়ন অর্থায়ন ব্যবস্থার বিবর্তন, তহবিলের উৎস এবং বিশ্বব্যাপী অর্থায়নের ধরণের মতো বিষয়সমূহের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এর থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য উপায়গুলিও এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

ইভেন্টটিতে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি। সদস্যদেশসমূহের রাষ্ট্রদূত, ওইসিডি'র পরিচালক, জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

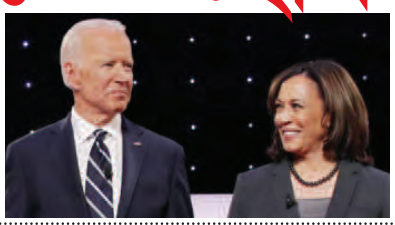
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

জো বাইডেনের জয়ে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে উচ্ছাস ও আনন্দ

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রাটিক প্রার্থী জো বাইডেনের জয় বাংলাদেশীক-মিউনিটিতে উচ্ছাস বিরাজ করছে। কোথাও কোথাও বাইডেন সমর্থক বা ডেমোক্যাটদের আয়োজনে আনন্দ সমাবেশ আর মিষ্টি বিতরণ হয়েছে। আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলছে 'শুভেচ্ছা, অভিনন্দন' জানানোর বন্যা। এসবের সাথে প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট



বাইডেন আর ভাইস প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট কমালা হারিস-এর ছবিও সংযুক্ত হচ্ছে। তাঁর বিজয়ে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী কমিউনিটি নয়, সুদূর বাংলাদেশেরও আনন্দ-উচ্ছাস বিরাজ করছে বলে খবর পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেনের জয়ে শনিবার বিকেলে জ্যামাইকার হিলসাইড (বাকি অংশ ৫ পাতায়)

হেলাল উদ্দীন রানার কলাম



এলোমেলো ভাবনা

কি করছো, বাইডেনতো বিপুল জয় পেয়েছেন। তাঁর এই বিজয়ে খুব ভাল লাগছে। মনটা কিন্তু উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কাটছেনা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের। (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

গ্রেস মেং, হাকিম জেফরিস, গ্রেগরি মিক্স ও ওকাসিও জয়ী

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পাশাপাশি গত ৩ নভেম্বর মঙ্গলবারের নির্বাচনে ইউএস (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

খোলামকুচির জিডিপি!



বাজার বা দোকান থেকে কেনাকাটার পর প্রায়ই মনে মনে হিসাব মেলাই আব্বার কয় মাসের বেতনের টাকা লাগলো! যতদুর মনে পড়ে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে আব্বার বেতন ছিল আড়াই শ'র মত। (বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ



এম কামাল: বাড়ি ক্রেতা এবং রিফাইন্যান্সকারীদের জন্য ৩০ বছরের মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

অভিবাসন আইন শিথিল হবে

বিশেষ প্রতিনিধি: সদ্য অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনীত পার্টি জো বাইডেন জয়ী হওয়ায় আগামী প্রশাসনের সময়ে অভিবাসন আইন শিথিল হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ইউএস সুপ্রীম কোর্টের এটর্নী বাংলাদেশী-আমেরিকান নামজুল আলম। জো

বাইডেনের জয়ে এটর্নী নাজমুলের প্রত্যাশা

বাইডেন ও কামলা হারিস জয়ের পর টাইম টেলিভিশন-এর জনপ্রিয় 'টাইম এক্সক্লুসিভ' ও 'ইমিগ্রেশন অনুষ্ঠানে' প্রবীণ তিনি এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এটর্নী নাজমুল আলম বলেন, জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর নির্বাহী আদেশের (বাকি অংশ ৫ পাতায়)





এপার্টমেন্টগুলোতেও 'নো মাস্ক, নো এন্টার'

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রে আবার করোনাভাইরাসের প্রকোপ বাড়ছে। পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও নতুন করে করোনার প্রকোপ বাড়ছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন এটা করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ধাপ এবং এতে আরো ব্যাপক প্রাণহানীর আশংকাও করা হচ্চে। ফলে সর্বত্রই সতর্কতা জরুরী বলে সংশ্লিষ্টরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এদিকে করোনা ভাইরাস শুরুর পর থেকেই স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দরজায় 'নো মাস্ক, নো এন্টার' অর্থাৎ 'মাস্ক ছাড়া ভিতরে প্রবেশ নিষেধ' সাইন লাগো এবং তা কার্যকর করার পাশাপাশি বিভিন্ন অফিস ছাড়াও সিটির (বাকি অংশ ২২ পাতায়)



'বাইডেন বিরিয়ানী' খাচ্ছেন স্টেট সিনেটর লুইস সেপুলভেদা (বায়ে)। ছবিতে তার সাথে সাংবাদিক হাবিব রহমান ও খলিলুর রহমান।

উদ্বোধনী দিনেই উপচেপরা ভীড়

ব্রঙ্কসের খলিলে চালু হলো 'বাইডেন বিরিয়ানী'

হাবিব রহমান: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে উন্মাদনায় মত্ত বিশ্বের অনেক দেশ। সেই উন্মাদনা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন দেশে চালু হয়েছে নানান রকম খাবার দাবার। জাপানের "শুনামি" নামের একটি রেঁস্তোরা চালু করেছে 'বাইডেন বার্গার'। গত ৬ নভেম্বর (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

বাবা-মাসহ চারজনকে গলা কেটে হত্যা, বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত যুবকের যাবজ্জীবন

বাবা-মাসহ পরিবারের চার সদস্যকে গলা কেটে হত্যার দায়ে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তরুন মিনহাজ জামানকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে অন্টারিওর একটি আদালত। একই সঙ্গে আগামী ৪০ বছর (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

কুমিল্লার ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কুমিল্লার মুরাদনগরে হিন্দু বাড়িঘর ভাংচুর, লুটপাট, আগুন, মহিলাদের উপর শারিরীক অত্যাচার ও মন্দিরে হামলা সহ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ, (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

আটাব এর নতুন কমিটি গঠিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সারা বিশ্বে করোনা মহামারীর কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়িক অঙ্গন ট্রাভেল এজেন্সী, ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও নিউইয়র্কের ট্রাভেল এজেন্সীর মালিকগণ যাত্রীসহ নানাবিধ (বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

কামাল হোসেন মিঠু'র কলাম



স্কাই ইজ দ্যা লিমিট

কন্যা অস্মিতা, যেদিন জানতে পারলাম তুমি আসছো সেদিন থেকে তোমার মা আর আমি সুন্দর কোন নাম দেখলেই নোটবুকে (বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের উদারতা

ড. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা

ধর্মে-বর্ণে বৈচিত্র্য থাকলেও সৃষ্টিগতভাবে সব মানুষই এক। সবাইকে মহান আল্লাহ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। সর্বোপরি তিনি মানুষকে সম্মানিত করেছেন এবং সব সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....

Jaydeb Gain
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)



Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com